॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ

…★…

শ্রীশুক উবাচ।

তং বিলোক্য বিনিষ্ক্রান্তমুজ্জিহানমিবোড়ুপম্।
দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ ॥১॥

শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধরম্।
পৃথুদীর্ঘচতুর্ব্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণম্ ॥২॥

নিত্যপ্রমুদিতং শ্রীমৎসুকপোলং শুচিস্মিতম্।
মুখারবিন্দং বিভ্রাণং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্ ॥৩॥

বাসুদেবো হ্যয়মিতি পুমান্ শ্রীবৎসলাঞ্ছনঃ।
চতুর্ভুজোঽরবিন্দাক্ষো বনমাল্যতিসুন্দরঃ ॥৪॥

লক্ষণৈর্নারদপ্রোক্তৈর্নান্যো ভবিতুমর্হতি।
নিরায়ুধশ্চলন্ পদ্ভ্যাং যোৎস্যেঽনেন নিরায়ুধঃ ॥৫।

ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ প্রাদ্রবন্তং পরাঙ্মুখম্।
অন্বধাবজ্জিঘৃক্ষুস্তং দুরাপমপি যোগিনাম্ ॥৬॥

১-৬। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ (কথয়ামাস, হে রাজন্নিতিশেষঃ) — যবনঃ (কালযবন) উজ্জিহানং উদগচ্ছন্তং) উড়ুপং (নক্ষত্ররক্ষকং অর্থাৎ চন্দ্রম্) ইব দর্শনীয়তমং শ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্ শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভামুক্তকন্ধর (ভ্রাজতা কৌস্তুভেন 'আমুক্তা' বদ্ধা অলঙ্কৃতেনিতত্তিযাবৎ কন্ধরা গ্রীবা যস্যতং) পৃথুদীর্ঘচতুর্বাহুং নবকঞ্জারুণেক্ষণং (নবকমলবৎ অরুণে 'ঈক্ষণে' নেত্রে যস্যতং) নিত্য প্রমুদিতং, সুকপোলং (শোভনৌ কপোলৌ) যস্মিন্ তং সুচিস্মিতং (বিশুদ্ধং স্মিতং যস্যতৎ,) স্ফুরন্মকরকুণ্ডলং

(দীপ্যমানেমকরতুল্যে কুণ্ডলে যত্রতৎ' মুখরাবিন্দং বিভ্রাণং (ধারয়ন্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) বিলোক্য শ্রীবৎস-লাঞ্ছনঃ (শ্রীবৎসচিহ্নিতঃ) চতুর্ভুজঃ অরবিন্দাক্ষঃ বনমালী অতিসুন্দর অয়ং পুমান্ নারদপ্রোক্তৈঃ লক্ষণৈঃ বাসুদেবোহি, অন্যো ভবিতুং ন অর্হতি ইতি। ইতি নিশ্চিত্য নিরায়ুধঃ (অস্ত্রহীনঃ) [অতঃ] অনেন [সহ] পদ্ভ্যাংচলন্ নিরায়ুধঃ [অহং] যোৎস্যে (যুদ্ধং করোমি) ইতি নিশ্চিত্য যবনঃ পরাঙ্মুখং (পশ্চাৎদিশি ঘূর্ণিত মুখং যস্যাতম্) প্রাদ্রবন্তং—(ঈষৎ দ্রুতগত্যা পলায়মানং) যোগিনাম্ অপি দুরা-পম্ (দুর্লভং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) জিঘৃক্ষুঃ (গ্রহিতুং ইচ্ছুঃসন্) অন্বধাবৎ (অনুসৃতবান্)।

১-৬। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজা পরীক্ষিৎ! কালযবন উদীয়মান চন্দ্রের মত নিরতিশয় সুন্দর, পীতকৌশেয়বস্ত্র পরিধানা, শ্রীবৎসাঙ্কিত বক্ষা, উজ্জ্বল কস্তুভমণিতে অলঙ্কৃত-গ্রীবা-দেশা, ঈষৎ স্থূল-দীর্ঘ চতুর্বাহুতে শোভন, নবকমলবৎ অরুণ নেত্রযুগলে মনোরম, চিরপ্রসন্ন, বিশুদ্ধহাসিতে উজ্জ্বল, শোভনগণ্ড যুগলে রমণীয়, দীপ্তিশীল মকরকুণ্ডলে, শোভমান মুখরাবিন্দবিশিষ্ট সেই শ্রীকৃষ্ণকে পুর-দ্বার থেকে বের হতে দেখে কালযবন নিশ্চয় করল,—শ্রীবৎসচিহ্নিত চতুর্ভুজ কমলনয়ন বনমালী অতি-সুন্দর এই পুরুষটি নারদোক্ত লক্ষণ অনুসারে নিশ্চয়ই ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত ভগবান্ বাসুদেব, অন্য কেউ হতে পারে না। এইরূপ নিশ্চয় করত ঠিক করলেন যেহেতু ইনি অস্ত্রহীন, সুতরাং এর সঙ্গে পায় চলতে চলতেই যুদ্ধ করব। এরূপ সিদ্ধান্ত করে যবন পিছনে মুখ ঘোড়ানো, ঈষৎ দ্রুত গতিতে পলায়মান যোগীদেরও দুর্লভ সেই শ্রীকৃষ্ণকে ধরবার ইচ্ছায় তার অনুসরণ করতে লাগল।

১-৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তমিতি ষটকম্। বিনিষ্ক্রান্তমিতি—বি-শব্দেন সম্যক্ নিষ্ক্রম এব তস্য নিশ্চয়োঽভূদিতি জ্ঞাপিতম্। উজ্জিহানমিত্যাদিনা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যবর্ণনং স্বপ্রেমতত্ত্বৎ-স্বভাববর্ণনাপেক্ষয়ৈব, ন তু যবনস্যানুভবাপেক্ষয়া, তত্র সতি বৈরাসম্ভবাৎ। 'নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ' ইতি শ্রীগীতাভ্যশ্চ (৭।২৫); যথা তিক্তাদি-রুচি-স্বভাবাঃ খণ্ডাদিমাধুর্য্যং নানু-মোদন্ত ইতি তদগ্রহণাভাস এব তেষাং, তদ্বৎ; তদেবমহো পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তীতি ভাবঃ। 'পৃথু-দীর্ঘচতুর্বাহুম্' ইতি শ্রীনারদোপদেশানুসারেণোদয়াৎ তেন তথোপদেশশ্চ বিলক্ষণলিঙ্গেন শীঘ্রং নিশ্চি-নোতাসাবিতি। নবকঞ্জে ইবারুণে ঈক্ষণে যস্য তম্, 'অব্যক্তরাগস্ত্বরুণঃ' ইত্যমরঃ, শ্রীমৎ কান্তিযুক্তং, প্রশংসায়াং মতুপ্, সুকপোলমিত্যবয়বসৌষ্ঠবস্যোপলক্ষণং, শুচিস্মিতমিতি বিলাসস্য স্ফুবদিত্যাদিবৈষস্য। ষট্কেঽপি বাসুদেব ইতি সার্দ্ধমবান্তরমন্বিতর্মিতোতৈর্লক্ষণৈর্বাসুদেব এবায়ং ভবিতুমর্হতি, ন অন্য ইতি সম্বন্ধঃ। লক্ষণান্যেবাহ—পুমানিত্যাদিনা; তস্মান্নিরায়ুধ ইতি; ইতীতি বাসুদেব ইত্যাদি-পরামর্শকম্। প্রকর্ষেণ লীলাবিশেষেণ চ আ ঈষৎ দ্রুতগত্যা দ্রবন্তং চলন্তম্; জিঘৃক্ষুরিতি—তস্য গর্ব্বিতত্ত্বং দুরা-পমিত্যুপহাসাস্পদত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্॥জী০ ১-৬॥

১-৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** 'তমিতি' ছয়টি শ্লোক একসঙ্গ ব্যাখ্যা করা

হস্তপ্রাপ্তমিবাত্মানং হরিণা স পদে পদে।
নীতো দর্শয়তা দূরং যবনেশোঽদ্রিকন্দরম্ ॥৭॥

৭। **অন্বয়** ঃ স যবনেশঃ (কালযবনঃ,) পদে পদে (প্রতিপদং) আত্মানং হস্তপ্রাপ্তমিব দর্শয়তা হরিণা দূরং (দূরস্থিতং) অদ্রিকন্দরং (পর্বতগুহাং নীতঃ)।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপদক্ষেপে যবনরাজের হস্তগত হওয়ার মত ভঙ্গীতে চলতে চলতে উহাকে অতি দূরবর্তী পর্বত গুহায় নিয়ে উপস্থিত করলেন।

হচ্ছে - বিনিষ্ক্রান্তম্—এ শব্দটি ব্যবহারে এরূপ জানানো হল, যথা—[বি + নিষ্ক্রান্তম্, 'বি' শব্দে সম্যক্ উপযুক্ত রূপে বহির্গমনেই ইনি যে কৃষ্ণ, তা নিশ্চয় হল উজ্জিহানমিবোড়ুপম্—'উদীয়মান চন্দ্রের ন্যায়' ইত্যাদি দ্বারা যে কৃষ্ণমাধুর্য বর্ণন, তা শ্রীশুকদেবের স্বপ্রেম থেকে কৃষ্ণ স্বভাববর্ণন অপেক্ষাতেই, কালযবনের অনুভব অপেক্ষায় নয় কিন্তু। সেরূপ হলে যবনের বৈরতা অসম্ভব হত। —'আমি যোগ-মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকি বলিয়া সকল লোকের সমক্ষে প্রকটিভূত হই না।'—(গীতা ৭।২৫।২৫).—যথা তিক্তাদি-রুচি-স্বভাব জনের মিছরিখণ্ডের মাধুর্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, তাই তদ্‌গ্রহণ আভাসই হয় তাদের, সেইরূপই হল যবনের। তাই অহো দেখেও দেখল না, এরূপ ভাব। 'স্থূলদীর্ঘ চতুর্বাহু', ইত্যাদি নারদের নির্দেশ অনুসারে উদয় হেতু ও তথা নির্দ্দিষ্ট-বিলক্ষণ চিহ্নের দ্বারা ঐ যবন ঝটিতি নিশ্চয় করল নবপদ্মের মত অরুণ লোচনযুগল বিশিষ্ট কৃষ্ণকে, 'অব্যক্তরাগ হল অরুণ' ইত্যমরঃ, শ্রীমৎ কান্তিযুক্ত[প্রশংসায়াং মতুপ্]সুরূপোন্তঃ শ্যামঃ—মাধুর্যমণ্ডিত গণ্ডদেশা কৃষ্ণ—এর দ্বারা উপলক্ষণে অবয়ব সৌষ্ঠব বলা হল। শুচিস্মিতং মুখারবিন্দং—মধুর হাসিযুক্ত মুখকমল। বিভ্রাণং—ধারণ কারী। 'শুচিস্মিতং' কথাটি বিলাস সম্বন্ধে। 'স্ফুরৎ'='দীপ্তিশীল' ইত্যাদি বেশসম্বন্ধে।

১ শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধের 'শ্যামং' থেকে ২ শ্লোকের 'নবকঞ্জারুণেক্ষণম্' পর্যন্ত এই ২½ লাইনে বর্ণিত লক্ষণে ইনি যে **বাসুদেব**, তা নির্ণিতই হয়ে গেল। অন্য কেউ এরূপ হতে পারে না। সম্বন্ধযুক্ত লক্ষণ সমূহ বলা হচ্ছে, যথা—'পুমান্' ইত্যাদি দ্বারা—পুমান্—ভগবান্ ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত তাই নিরায়ুধঃ—নিরস্ত্র। ইতি—'বাসুদেবো হ্যয়মিতি' ইনি বাসুদেব ইত্যাদি প্রাদ্রবন্তং—প্রকর্ষের সহিত ও লীলা-বিশেষে ঈষৎ দ্রুতগতিতে চলমান কৃষ্ণকে জিঘৃক্ষু—ধরবার ইচ্ছায় এই শব্দে যবনের গর্ব, ধরবার অক্ষমতা ও উপহাসাস্পদত্ব ব্যঞ্জিত হল। জী০ ১-৬॥

১-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ একপঞ্চাশত্তমে শ্রীমুচুকুন্দো দৃশাদহৎ।—
যবনং তুষ্টুবে কৃষ্ণং স তুষ্টোঽস্মৈ বরং দদৌ॥

উজ্জিহানমুদ্গচ্ছন্তং প্রকটিতমপি অন্যৈর্যথাযোগমাস্বাদ্যমানমপি ভগবন্মাধুর্য্যমসুরা বৈরভাবা দেবানুভবিতুং চক্ষুর্ভ্যাং পশ্যন্তোঽপি ন শক্নুবন্তীতি জ্ঞাপয়িতুং দর্শনীয়েত্যাদিনা সৌন্দর্য্যং বর্ণিতম্। প্রাদ্রবন্তং

পলায়নং যদুকুলে জাতস্য তব নোচিতম্।
ইতি ক্ষিপন্ননুগতো নৈনং প্রাপাহতাশুভঃ ।৮।

৮। **অন্বয়ঃ** অনুগতঃ অহতাশুভঃ ('অহতানি' অবিনষ্টানি অশুভানি যস্য 'সঃ') [কালযবনঃ] এনং (শ্রীকৃষ্ণং) [হে কৃষ্ণ] যদুকুলে জাতস্য তব পলায়নং ন উচিতং ইতি (এবং প্রকারং) ক্ষিপন্ (ভৎ'সয়ন্) অহতাশুভঃ ('অহতানি' অবিনষ্টানি অশুভানি যস্য সঃ) [কালযবনঃ] এনং (শ্রীকৃষ্ণং) নপ্রাপ।

৮। **মূলানুবাদঃ** হে কৃষ্ণ, যে যদুগণ মহাবীর বলে প্রসিদ্ধ, সেই যদুকুলে জন্মে তোমার পলায়ন করা উচিত নয় -এরূপে ভৎ'সনা করতে করতে কালযবন কৃষ্ণের অনুগমণ করতে লাগল কিন্তু তার অশুভকর্মবন্ধন ক্ষয় না হওয়ায় তাঁকে ধরতে পারল না।

পলায়মানম্ ॥ ১-৬॥

১-৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** ৫১ অধ্যায়ে এরূপ বর্ণিত হচ্ছে, যথা—শ্রীমুচুকুন্দ চোখের দৃষ্টিপাতে কালযবনকে পুড়িয়ে ফেলে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করলেন। সন্তুষ্ট কৃষ্ণ শ্রীমুচুকন্দকে বর দান করলেন।

উজ্জিহানম্—উদীয়মান চন্দ্রের মত দৃশ্য হলেও, অন্য যথাযোগ্য ঐ ভগবৎ মাধুর্য আস্বাদন করতে থাকলেও অসুরগণ কিন্তু চোখ দিয়ে দেখতে থাকলেও বৈরভাবাপন্ন হওয়া হেতু আস্বাদন করতে সমর্থ হলনা, ইহা জানাবার জন্য দর্শনীয় ইত্যাদি কথায় কৃষ্ণসৌন্দর্য্য বর্ণিত হচ্ছে। প্রদ্রাবন্তং— পলায়মান। ॥বি০ ১-৬॥

৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ভগবতস্তু তত্রাপি চাতুর্য্যং দর্শয়তি—হস্তেতি। পদে পদে দর্শয়তা জী০ ৭॥

৭। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** তথায়ও শ্রীভগবানের চাতুর্য দেখান হচ্ছে, হস্ত ইতি। —যেন হস্তগত হচ্ছেন, এরূপ দেখাতে দেখাতে দূরে নিয়ে গেলেন।জী০ ৭॥

৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তথাপ্যপ্রাপ্যং বিলোক্য স্থিরীকর্ত্তুং পরুষমাহ—পলায়নমিতি। যদুকুল ইতি—যাদবানাং সুপ্রসিদ্ধমহাবীরত্বাদিতি ভাবঃ। ক্ষিপন্নুপলভমানঃ অনুগতমনুগচ্ছন্নপি ন প্রকর্ষেণ স্পর্শনাপি; তত্র হেতুঃ—অহতাশুভ ইতি। অস্যাপাতপ্রতীতার্থতা চেত্তর্হি তদপ্রাপ্তৌ হেতুত্বং বক্তুং মহদেবানুচিতম্; যবনস্যাস্য যদি ভাগ্যমপ্রতিহতমভবিষ্যত্তর্হি সোঽয়ং তচ্ছক্রহস্তগতশ্চাভবিষ্যদিতি শোচন্ প্রতিপত্ত্যা বিরুদ্ধমতিকৃত্বপ্রতিপত্তেঃ। ন চ যবনস্য মুক্তিক্রিয়াতিপত্ত্যা শোচনমিদমিতি বক্তব্যং, তন্মুক্তেরনন্তরং ভাবিত্বাৎ, তচ্চ 'যে চ প্রলম্বখর-দর্দুর-কেশ্যরিষ্ট-মল্লেভ-কংস-যবনাঃ' ইত্যাদৌ দ্বিতীয়স্কন্ধাভিধানাৎ (৭।৩৪) ন চ প্রসিদ্ধাশুভহানিমাত্রেণ তৎপ্রাপ্তিযোগ্যতা বক্তব্যা, 'যৎ-

পাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভিঃ' (শ্রীভা ১০।১২।১২) ইত্যত্রাসম্মতত্বাৎ, 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (শ্রীভা ১১।১৪।২১) ইতি লক্ষণসাধনান্তরস্বপ্রতিপন্নত্বাচ্চ। তস্মাৎ 'অপরেহুতপাপ্মানো ব্যজনৈঃ' (শ্রীভা ১০।১৫।১৭) ইত্যত্র হুতপাপ্মা, তয়া যথা সমস্তেন তটস্থেন প্রতিপক্ষেণ ভাবেন রহিতায়াং পরমভক্তাবের পর্য্যবসনাৎ, তথাত্রাপ্যহতা শুভতায়াস্তদ্বিরুদ্ধভাব এব পর্য্যবসিতিরিতীত্থমেব সাক্ষাৎ তৎপ্রাপ্ত্যভাবে হেতুতা গম্যতে। যথা শ্রীব্রজেশ্বরী পশ্চাদ্ধাবন্তী তং পরাদ্রবন্তমপি প্রাপ্তবত্যেব, তথা সোঽপ্যয়ং কথং প্রাপ্নুয়াদিত্যভিপ্রায়াৎ ॥জী০ ৮॥

৮। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ তথাপি অপ্রাপ্য রয়ে গেলেন দেখে, দাড় করাবার জন্য কৃষ্ণকে বলল—পলায়নং ইতি। যদুকুল ইতি—যাদবদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর হওয়া হেতু, এরূপ ভাব। ক্ষিপন্ননুগত—গালাগালি দিতে দিতে পিছু পিছু যেতে লাগলেও। ন প্রাপ—[প্র+আপ] ঠিক মত স্পর্শও পেল না, এতে হেতু অহতাশুভঃ—অশুভ ক্ষয় হয় নি। এর আপাত-প্রতীতি মত অর্থ যদি করা হয়, তা হলে, তৎ অপ্রাপ্তি বিষয়ে হেতুত্ব বলতে যাওয়া বহুতই অনুচিত হবে। এই যবনের যদি ভাগ্য বাধাহীন হত, তা হলে নির্বাধ সে তার শত্রু কৃষ্ণের হস্তগত হয়ে পড়ত, এরূপ অনুশোচনা করত সাধনের দ্বারা বিরুদ্ধ বুদ্ধি ও কার্য ছেড়ে দিত। যবনের মুক্তি-ক্রিয়া সাধন শরণাগতিও নেই, এরূপ অনুশোচনা করারও দরকার নেই। উহা মুক্তির পরে হওয়া হেতু—ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে (৭।৫৪) শ্লোকের উক্ত থাকা হেতু, যথা— যে চ "প্রলম্ব—খর'ইতি" অর্থাৎ 'প্রলম্ব-ধেনুক-বক-কেশী বৃষাসুর-চাণুর-মুষ্টিকাদিমল্ল-কুবলয়পীড-কংস-যবন' ইত্যাদি। এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকা—বলপার্থেতি দৈত্যমোক্ষ-দায়িত্ব লক্ষণয়া-সর্বাসাধারণশক্ত্যা তেষ্বাবেশাৎ; ইদং তু যত্র দ্বিবিদাদি বধে তস্যাসাত্ত্বম্, তত্রৈব জ্ঞেয়ম্। সাক্ষাদ্ভাবে তু তন্নিরীক্ষণেমব মুখ্যং কারণম্; যথোক্তম্ শ্রীভীষ্মেণ—(ভা০ ১।৯।৩৯) "যমিহ নীরিক্ষ্য হতা গতাঃ স্বরূপং" ইতি অর্থাৎ 'কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যারা কৃষ্ণের দর্শন করত হত হয়ে স্বারূপ্যনামক মুক্তিলাভ করেছে সেই কৃষ্ণের প্রতি এই মৃত্যু সময়ে আমার প্রীতি হোক।' কেউ কেউ যারা মৃত্যুকালে দর্শন না করে গিয়েছে তারা ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়েছে—কিন্তু কেউ কেউ কৃষ্ণেতেই মোক্ষলাভ করেছে। —এই বিভেদ করতে হবে। আরও প্রসিদ্ধ অশুভ নাশমাত্রে শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি যোগ্যতাও বক্তব্য নয়,—

কারণ (শ্রীভা০ ১০।১২।১২) শ্লোকে এ বিষয়ে অসম্মতি দেখা যায়, যথা,-"বহুজন্ম যম-নিয়মাদি ক্লেশে স্থিরীকৃত মনা যোগীগণ দ্বারাও যার পদরজ লেশ মাত্রও অলভ্য ইত্যাদি"

আরও তার সম্মতিও যেহেতু কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় (শ্রীভা০ ১০।১৪।২১) শ্লোকে কৃষ্ণ নিজমুখে যুক্তি-প্রমাণাদি দ্বারা প্রতিপন্ন রেখেছেন, যথা—"একমাত্র ভক্তিদ্বারাই আমি গ্রাহ্য" বাক্যে।

সুতরাং "অপরে হত পাপ্মনো ব্যজনৈঃ"—(শ্রীভা০ ১০।১৫।১৭) অর্থাৎ [কতিপয় মহাভাগ্যবন্ত

এবং ক্ষিপ্তোঽপি ভগবান্ প্রাবিশদ্‌গিরিকন্দরম্ ।
সোঽপি প্রবিষ্টস্তত্রান্যং শয়ানং দদৃশে নরম্ ॥৯॥

৯। **অন্বয়ঃ** ভগবান্ (সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ) এবং ক্ষিপ্তোঽপি (ভৎ'সিতোঽপি) গিরিকন্দরং প্রাবিশৎ ('প্র + আবিশৎ' সম্যক্‌রূপেন আবিশৎ অর্থাৎ প্রবিশ্য মুচুকুন্দস্য শিরঃ প্রদেশেঽতিষ্ঠদিত্যর্থঃ), সঃ (কালযবনঃ অপি তত্র প্রবিষ্ট [সন্] শয়ানং অন্যং নরং দদৃশে ।

৯। মূলানুবাদঃ সর্বজ্ঞ কৃষ্ণ এইরূপে ভৎ'সিত হয়েও গিরিগুহায় প্রবেশ করত মুচুকুন্দের শিরোদেশে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই কালযবনও তথায় প্রবেশ করে অন্য একজন মনুষ্যকে শায়িত অবস্থায় দেখল।

বালক পদসম্বাহন আর কতিপদ নিষ্পাপ বালক বীজন ইত্যাদি] এখানে হতপাপ্‌মা অর্থাৎ নিষ্পাপ বালকগণ, এর দ্বারা যথা সমস্ত তটস্থ প্রতিপক্ষ ভাবহীন বালকদের ভক্তিতে পর্যাবসান তথা অত্র সম্ভবত অবিনষ্ট অশুভতা হেতু সেই বিরুদ্ধভাবেই সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি অভাবে হেতু বুঝা যায়। যথা শ্রীযশোমা বাল গোপালের পিছু পিছু ধেয়ে চলে দ্রুত চলমান তাকে ধরে ফেললেন, তথা এই কালযবনের ও কি করে গোপালকে ধরে ফেলার সামর্থ হবে অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে। ইহাই এখানে অভিপ্রায়। ॥জী০ ৮॥

৭-৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** আত্মানং হস্তপ্রাপ্তমিব দর্শয়তা দূরং নীত ইত্যন্বয়ঃ ॥৭-৮॥

৭-৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** হস্তপ্রাপ্তমিব ইতি—প্রতিপদবিক্ষেপে নিজেকে হস্তপ্রাপ্তের মত দেখাতে দেখাতে দূরে পর্বত-গুহায় নীত ।বি০ ৭-৮॥

৯। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞঃ গিরিগুহান্তঃশায়ি-মুচুকুন্দস্য প্রভাবং ভক্তিঞ্চ জানন্নিত্যর্থঃ। প্রাবিশদিতি—প্রবিশ্য মুচুকুন্দস্য শিরঃপ্রদেশেঽতিষ্ঠদিতি জ্ঞেয়ম্; তথা চ শ্রীহরিবংশে—'শিরঃস্থানে তু রাজর্ষে মুচুকুন্দস্য কেশবঃ। সন্দর্শনপথং মুক্ত্বা তস্থৌ বুদ্ধিমতাং বরঃ ॥' ইতি। কালযবনস্য তত্রাবকাশায় প্রথমতঃ স্বগোপনায় চেতি ভাবঃ। অন্যমেব দদৃশে, ন তু তত্রৈব স্থিতং ভগবন্তম্ ॥জী০ ৯॥

৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ভগবান্- সর্বজ্ঞ অর্থাৎ তাই গিরিগুহার ভিতরে শায়িত মুচুকুন্দের প্রভাব ও ভক্তি জানেন। প্রাবিশৎ— [প্র + আবিশৎ] 'প্র' সম্যক্‌রূপে আবিশৎ ('আ' সম্যক্, 'বিশ্' প্রবেশ করা—এ ভাবে অর্থ আসছে, মুচুকুন্দের শিরোদেশে গিয়ে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ। এরূপই শ্রীহরিবংশে দেখা যায়, যথা—রাজর্ষি মুচুকুন্দের শিরোদেশে বুদ্ধিমানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেশব দাঁড়ালেন সন্দর্শন পথ খোলা রেখে- প্রথমতঃ কালযবনের তথায় প্রবেশের জন্য,

নন্বসৌ দূরমানীয় শেতে মামিহ সাধুবৎ।
ইতি মত্বাচ্যুতং মূঢ়স্তং পদা সমতাড়য়ৎ ॥১০॥

স উত্থায় চিরং সুপ্তঃ শনৈরুন্মীল্য লোচনে।
দিশো বিলোকয়ন্ পার্শ্বে তমদ্রাক্ষীদবস্থিতম্ ॥১১॥

১০। **অন্বয়ঃ** ননু—(বিতর্কে) মূঢ়ঃ (হতবিচার যবনঃ) অসৌ (কৃষ্ণ) মাং দূরমানীয় ইহ সাধুবৎ শেতে ইতি তং অচ্যুতং মত্বা পদা সমতাড়য়ৎ।

১১। **অন্বয়ঃ** চিরং সুপ্তঃ সঃ (মুচুকুন্দঃ) উত্থায় শনৈঃ লোচনে (নেত্রযুগলং) উন্মীল্য দিশঃ (সর্বান্ দিগ্ভাগান্) বিলোকয়ন্ (বিশেষেণ পশ্যন্সন্) পার্শ্বে অবস্থিতং তং (যবনং) অদ্রাক্ষীৎ (দৃষ্টবান্)

১০। **মূলানুবাদঃ** শায়িত লোকটিকে দেখে কালযবন মনে করল যে আমাকে এই সুদূর পর্বতগুহায় নিয়ে এসে কৃষ্ণই স্বয়ং সাধুর ন্যায় শুয়ে গিয়েছে, তাই হতবিচার যবন মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ ভেবে পদাঘাত করল।

১১। **মূলানুবাদঃ** অতঃপর উক্ত দীর্ঘ নিদ্রামগ্ন পুরুষটি পদাঘাতে জেগে উঠে ধীরে ধীরে নেত্রদ্বয় উন্মীলন পূর্বক চতুর্দিগে অবলোকন করতে করতে স্বকীয় পার্শ্বদেশে অবস্থিত কালযবনকে দেখলেন।

আর নিজেকে গোপনের জন্য, এরূপ ভাব। কালযবন প্রবেশ করে অন্য একটি লোককে দেখল, কিন্তু তথায়ই দাঁড়ানো কৃষ্ণকে দেখতে পেল না।জী০ ৯॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ননু বিতর্কেঽচ্যুতমিতি, অতোঽস্মত্র শ্রীভগবৎপ্রয়াণস্য তেনামননাভিপ্রায়েণ। ন ত্বনুগম্যমানঃ সন্তঃ কথং তথা সুপ্যাদিতি বিচারযোগ্যোঽপ্যসৌ দৃষ্টচতুর্ভুজত্বাদি-রূপাদত্যন্তবিলক্ষণরূপং নরং দৃষ্ট্বাপ্যচ্যুতং কথমমন্যত? তত্রাহ—মূঢ়ঃ গুহাতমসাব্যাপ্ত্যা ক্রোধাদিনা চ হততত্ত্ববিচার ইত্যর্থঃ॥জী০ ১০॥

১০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** ননু—বিতর্কে অচ্যুতং ইতি—অচ্যুত মনে করে—অতএব শ্রীকৃষ্ণের অন্যত্র প্রস্থান চিন্তার মধ্যে আনতে না পারা হেতুই তাকে পদাঘাত করল। যার পিছে পিছে চলছিল সেই লোকটি তৎক্ষণাৎ কি করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারে, এ কথা বিচারযোগ্য হলেও, আরও আগে আগে আসা লোকটি চতুর্ভুজ রূপে দৃষ্ট হওয়া হেতু ভিন্নলক্ষণ রূপা হলেও তাকে এখানে দেখে কি করে অচ্যুত বলে মনে করল? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, মূঢ়ঃ—গুহার অন্ধকার ও ক্রোধাদি দ্বারা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন হয়ে সেই সেই বিচারহীন হয়ে পড়ল যবন, এরূপ ভাব।
।।জী০ ১০।।

স তাবৎ তস্য রুষ্টস্য দৃষ্টিপাতেন ভারত।
দেহজেনাগ্নিনা দগ্ধো ভস্মসাদভবৎ ক্ষণাৎ ॥১২॥

১২। **অন্বয়ঃ** ভারত! (হে রাজন্!) স (যবনঃ) তাবৎ রুষ্টস্য (ক্রুদ্ধস্য) তস্য (মুচুকুন্দস্য) দৃষ্টিপাতেন দেহজেন অগ্নিনা (দৃষ্টিপাতেন সংদীপ্ত যঃ স্বদেহজোঽগ্নিঃ তেন) দগ্ধঃ [সন্] ক্ষণাৎ ভস্মস্যাৎ অভবৎ॥

১২। **মূলানুবাদঃ** হে রাজা পরীক্ষিৎ! তাবৎ রুষ্ট সেই মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতে প্রজ্জ্বলিত স্বদেহাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়ে কালযবন ক্ষণমাত্রে ভস্মীভূত হয়ে গেল।

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** চিরমিতি—বৈবস্বতমন্বন্তরাদ্যচতুর্যুগে ত্রেতায়াং জাতস্য তস্য সাম্রাজ্যে দেবসাহায্যাৎ শনৈরিতি—বলান্নিদ্রাভঙ্গেন ঘূর্ণাব্যাপ্তত্বাৎ ॥জি০ ১১॥

১১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** চিরংসুপ্ত- দীর্ঘকাল ঘুমিয়ে আছেন কেন? এরই উত্তরে—বৈবস্বত মন্বন্তরে আদ্য চতুর্যুগে ত্রেতায় জাত তার সাম্রাজ্যে দেবতাদের সাহায্য হেতু তাদের কাছে দীর্ঘঘুমের বর প্রাপ্ত হয়েছিলেন ।জী০ ১১॥

৯-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** সোঽপি কালযবনোঽপি অন্যং নরং দদর্শ ॥বি০ ৯-১১॥

৯-১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** সোঽপি—কালযবনও। দদৃশে নরম্—অন্য একটি লোককে দেখলো ।বি০ ৯-১১॥

১২। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকাঃ** যাবদদ্রাক্ষীত্তাবদেবেতি—দাহস্য দর্শনসমকালতোক্তা, ক্ষণাদিতি চ—ভস্মসাদ্ভবনে শীঘ্রতা। ভারতেতি—মহাবংশ-জাতেন ভবতেতি, মহাবংশানাং তাদৃশ-প্রভাবে কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন মন্তব্যমিতি। অতস্তস্যেতি—তস্য মহাপুরুষস্য নব ক্রোধদৃষ্ট্যাগ্নিস্তৈ দগ্ধঃ, দেবাদিবরূপলক্ষণমিতি শ্রীবাদরায়ণের্মতম্; অতএব স নাত্র প্রস্তূয়তে। 'স্বপন্তং যো গুহামধ্যে' ইতোতদগ্রে পদ্যন্ত বিগীতমসংলগ্নঞ্চ। শ্রীপরাশরবৈশম্পায়ন-মতে তু বরাদেব তৎ। তথা চ শ্রীবিষ্ণু-পুরাণে—'প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্ত্বামুত্থাপয়িষ্যতি। দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ স তু ভস্মীভবিষ্যতি॥' ইতি; শ্রীহরিবংশে চ দেবেষু তৎপ্রার্থনে—'প্রসুপ্তং বোধয়েদ্যো মাং তং দহেয়মহং সুরাঃ। চক্ষুষা ক্রোধ-দীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুনঃ॥' এবমস্ত্বিতি তং শক্র উবাচ ত্রিদশৈঃ সহেতি। অনেন স্বনিদ্রাপ্রার্থন-মিদং ভগবদ্দর্শনং যাবদ্ভবিষ্যতি, তাবন্মম নিদ্রৈব সমীচীনা, ন তু জাগরণমিত্যভিপ্রায়েণ; জাগরণ-হেতুমাহ—প্রার্থনা চ পূর্ব্ববদসুরসেনানাশনার্থমসৌ ভক্তোঽপি মাং ন জাগরয়েদিত্যভিপ্রায়েণ ॥ ॥জী০ ১২॥

১২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদ ঃ** তস্য—সেই ক্রুদ্ধ লোকটির দৃষ্টিপাতে প্রজ্বলিত স্বদেহজ যে অগ্নি তার দ্বারা (ভস্মীভূত)। —সেইরূপই বর প্রার্থন হেতু সেই বরদান—তথা শ্রীহরিবংশে—'হে দেবগণ! নিদ্রিত হলে আমাকে যে জন জাগাবে আমি ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টিপাতে তাকে ভস্মীভূত করব' —এরূপ বর পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা মুচুকুন্দ করল—দেবতাদের সহিত ইন্দ্র তাঁকে আশীর্বাদ করল "তথাস্তু।" —এখানে এই প্রার্থিত নিদ্রা যাবৎ বৃদ্ধ গর্গোক্ত কৃষ্ণদর্শন ঘটবে, তাবৎই নিদ্রা আমার সুখকর হবে, জাগরণ নয়। তাঁর দর্শন-সমুৎকণ্ঠ আমার পক্ষে বহুতর চতুর্যুগ অবিচ্ছিন্ন-কাল জাগরণে কাটানো সম্ভব নয়। কিন্তু নিদ্রা মধ্যে এই সমস্ত কালটাই ক্ষণপ্রায় হয়ে যাবে। ঐ প্রার্থনায় এরূপই অভিপ্রায়। ক্রোধকরণক-দাহ প্রার্থন কিন্তু উপলক্ষন মাত্র। এই অধ্যায়ের পরবর্তী ২০ শ্লোকের পর 'স্বপন্তং ত্বাং' ইত্যাদি শ্লোক নিন্দিত ও অসংলগ্ন।

শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়ণ মতে কিন্তু দেবতা-বরের প্রভাবেই উহা হয়েছে। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'মুচুকুন্দকে দেবতারা বর দিলেন —'তুমি নিদ্রিত হলে যে তোমাকে জাগাবে সে তোমার দেহজ-অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হবে তৎক্ষণাৎ।

শ্রীহরিবংশে-শ্রীমুচুকুন্দের প্রার্থনা—'হে দেবগণ! নিদ্রিত হলে আমাকে যে জাগাবে আমি ক্রোধদীপ্ত দৃষ্টিদ্বারা তাকে ভস্মীভূত করব।' এরূপ বর বার বার প্রার্থনা করল মুচুকুন্দ।—দেবতাদের সহিত ইন্দ্র তাঁকে আশীর্বাদ করলেন তথাস্তু। যাবৎ ভগবৎ-দর্শন না হয় সে কাল পর্যন্তই আমার নিদ্রা যাওয়াই সমীচীন, জাগরণ নয়, এরূপ অভিপ্রায়। কৃষ্ণদর্শন কাল এসে গিয়েছে। এই মুচুকুন্দ দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়েছিল—অসুরসেনা নাশের জন্য—এই মতোই আবার-না অসুরসেনা নাশের জন্য ইন্দ্রাদি দেবতারা আমাকে জাগায়, এই অভিপ্রায়ে উক্ত প্রার্থনা (হরিবংশে)॥ জী॰ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তস্য ক্রুদ্ধস্য দৃষ্টিপাতেন সংদীপ্তো যঃ স্বদেহজোঽগ্নিস্তেনেতি তথৈব তদ্বরপ্রার্থনাত্তদ্বরদানাচ্চ। তথা হরিবংশে "প্রসুপ্তং বোধয়েদযো মাং তং দহেয়মহং সুরাঃ। চক্ষুষা ক্রোধদীপ্তেন এবমাহ পুনঃ পুন"রিতি। অত্র নিদ্রাপ্রার্থনমিদং বৃদ্ধগর্গোক্ত-কৃষ্ণদর্শনং যাবদ্ভবিষ্যতি তাবন্নিদ্রৈব মম সুখায় ন তু জাগরঃ। তদ্দর্শনসমুৎকণ্ঠস্য মম বহুতরচতুর্যুগাবচ্ছিন্নঃ কালো জাগরেণ যাপয়িতুমশক্যঃ নিদ্রয়া তু তাবানপি কালঃ ক্ষণপ্রায় এব ভবিষ্যতি ইত্যভিপ্রায়েণ। ক্রোধকরণকদাহপ্রার্থনং তু শক্রং ভীষয়িতুমেবান্যথা স্ববৈরিঘাতনার্থং পুনরপি তং শক্রোজাগরয়েদিত্যভিপ্রায়েণ। ততশ্চ তদ্বরো বিষ্ণুপুরাণে যথা,—"প্রোক্তশ্চ দেবৈঃ সংসুপ্তং যস্তামুত্থাপয়িষ্যতি। দেহজেনাগ্নিনা সদ্যঃ সতু ভস্মীভবিষ্যতী"তি॥ বি॰ ১২॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** 'যাবদ্রাক্ষীৎ তাবৎএব ইতি' এইরূপে দাহের আর দর্শনের সমকাল উক্ত হল, আর 'ক্ষণাৎ' শব্দ প্রয়াগে ভস্মসাৎ হওয়া বিষয়ে শীঘ্রতা বুঝানো হল। **ভারত!**

শ্রীরাজোবাচ

কো নাম স পুমান্ ব্রহ্মন কস্য কিংবীর্য্য এব চ।
কস্মাদ্‌গুহাং গতঃ শিশ্যে কিং তেজো যবনার্দ্দনঃ ॥১৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

স ইক্ষ্বাকুকুলে জাতো মান্ধাতৃতনয়ো মহান্।
মুচুকুন্দ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মণ্যঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥১৪॥

১৩। **অন্বয়ঃ** রাজা (পরীক্ষিৎ) উবাচ—[হে] ব্রহ্মণ্ (হে মুনিবর) যবনার্দন (যবন বিনাশনঃ সঃ) পুমান্ (পুরুষঃ) কঃ নাম (কো ভবতি) কস্য (কস্য বংশ্যঃ) কিংবীর্য্যঃ (কীদৃক্ প্রভাববান্) কিং তেজঃ (কস্য বীর্যং অর্থাৎ পুত্রঃ) কস্মাৎ (হেতোঃ) গুহা গতঃ [সন্] শিশ্যে (অবশিষ্ট) এব চ (তৎসর্বং বদ ইত্যর্থঃ)।

১৪। **অন্বয়ঃ** শ্রীশুক উবাচ—স মহান্ (মহাভাগবত) ইক্ষ্বাকুকুলে জাতঃ মান্ধাতৃ তনয়ঃ মুচুকুন্দ ইতি (নাম্না) খ্যাতঃ ব্রহ্মণ্যঃ (ব্রহ্মপরায়ণঃ) সত্যসঙ্গরঃ (সত্যঃ 'সঙ্গরো' যুদ্ধং প্রতিজ্ঞা বা যস্য সঃ তাদৃশো বভুব।)

১৩। **মূলানুবাদঃ** হে মুনিবর, উক্ত কালযবন বিনাশন হেতু কে? তিনি কোন্ বংশজাত? কার পুত্র? তাহার প্রভাবই বা কিরূপ? এবং কি জন্যই বা তিনি গিরিগুহায় শয়ন করে ছিলেন? তা সবকিছু বিস্তারিত ভাবে বলুন।

১৪। **মূলানুবাদঃ** শ্রীশুকদেব বললেন, হে রাজা পরীক্ষিত! উক্ত পুরুষ মহাভাগবত, ইক্ষ্বাকুবংশে জাত, রাজা মান্ধাতার পুত্র, ব্রহ্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ।

- হে রাজা পরীক্ষিৎ! তুমি মহাবংশ জাত হওয়া হেতু তোমার দ্বারা মহাবংশ জাত জনদের তাদৃশ প্রভাবে কোনও আশ্চর্য বোধ করা উচিত নয়। অতএব তস্য ইতি—সেই মহাপুরুষের যে নব ক্রোধ-দৃষ্টাগ্নি, তার দ্বারাই দগ্ধ হল যবন—দেবাদির বরতো ইন্দ্রকে ভয় দেখাবার জন্যই, অন্যথা নিজ শত্রু বধের জন্য পুনরায়ও তাকে জাগাতে পারে ইন্দ্র, এই অভিপ্রায়ে। অতঃপর সেই বর বিষ্ণুপুরাণে, যথা—দেবতাদের দ্বারা স্পষ্ট করে উক্তও হলেন 'গভীর নিদ্রায় মগ্ন তোমাকে যে উঠাবে তোমার দেহজ-অগ্নি দ্বারা সে সদ্য ভস্মীভূত হবে।' ।বি০ ১২॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** কো নাম কিং নামেত্যর্থঃ; যদ্বা নাম প্রাকাশ্যে কঃ, কেন জাত্যাদিনা প্রসিদ্ধঃ, কিং জাতিঃ, কিং নাম চ ॥ জী০ ১৩॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** কো নাম—নাম কি? অথবা, পরিচয় কি? কোন জাত্যাদিতে প্রসিদ্ধ, কি জাতি ও নাম।জী০ ১৩॥

স যাচিতঃ সুরগণৈরিন্দ্রাদ্যৈরাত্মরক্ষণে।
অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈস্তদ্রক্ষাং সোঽকরোচ্চিরম্ ॥১৫॥

লব্ধা গুহং তে স্বঃপালং মুচুকুন্দমথাব্রুবন্।
রাজন্ বিরমতাং কৃচ্ছ্রাদ্ভবান্ নঃ পরিপালনাৎ ॥১৬॥

১৫। অন্বয়ঃ সঃ (মুচুকুন্দঃ) অসুরেভ্যঃ পরিত্রস্তৈঃ (অতিভীতৈঃ) ইন্দ্রাদ্যৈঃ সুরগণৈঃ আত্মরক্ষণে যাচিতঃ (অভূদিতিশেষঃ) [ততঃ] সঃ চিরং তদ্রক্ষাং (তেষাং দেবানাং রক্ষাং) অকরোৎ ॥

১৬। অন্বয়ঃ অথ (অনন্তরং) তে (সুরগণাঃ) গুহং (কার্তিকেয়ং) স্ব পালং (স্বর্গপালকং সেনাগ্রং) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) মুচুকুন্দং অব্রুবন্ (ঊচুঃ) [হে] রাজন্! (হে মুচুকুন্দঃ!) ভবান্ নঃ অস্মাকং পরিপালনাৎ পরিরক্ষণরূপাৎ) কৃচ্ছ্রাৎ (ক্লেশাৎ অধুনা) বিরমতাং।

১৫। মূলানুবাদঃ ইন্দ্রাদি দেবগণ অসুরগণের ভয়ে অতিশয় ভীত হয়ে আত্মরক্ষার নিমিত্ত মুচুকুন্দের সাহায্য প্রার্থনা করায় তিনি বহুকাল তাদিকে রক্ষা করেছিলেন।

১৬। মূলানুবাদঃ অনন্তর দেবগণ কার্তিককে স্বর্গের রক্ষকরূপে প্রাপ্ত হয়ে মুচুকুন্দকে বললেন, "হে রাজন! আপনি এখন আমাদিগের পরিপালন রূপ কষ্ট হতে বিশ্রাম লাভ করুন।"

১৪। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ মহান্ মহাভাগবতঃ। জী০ ১৪॥

১৪। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ মহান্— মহাভাগবত। জী০ ১৪।

১৫। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ আত্মরক্ষণে নিমিত্তে যাচিতশ্চিরং কতিচিৎ চতুর্যুগাণি। জী০ ১৫॥

১৫। শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ আত্মরক্ষণে'—'স যাচিত আত্মরক্ষণ নিমিত্তে ইন্দ্রাদির দ্বারা মুচুকুন্দ প্রার্থিত চিরং—কোনও এক চতুর্যুগে। জী০ ১৫॥

১৩-১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কস্য বংশ্যঃ কিং বীর্য্যঃ কিং প্রভাবঃ কিং তেজঃ কস্য বীর্য্যং কস্য পুত্র ইত্যর্থঃ। বি০ ১৩-১৫॥

১৩-১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কস্য—কার বংশ। কিংবীর্য্য—কি প্রভাব, কি তেজ। কস্যবীর্য্যঃ— কার পুত্র। বি০ ১৩-১৫॥

১৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ অথ কার্ৎস্ন্যেন কৃচ্ছ্রাদ্দুঃখৈকরূপাৎ। জী০ ১৬॥

১৬। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ অথ- সম্পূর্ণরূপে কৃচ্ছ্রাৎ-দুঃখৈকরূপ থেকে বিরমতাং— বিশ্রাম নিন। জী০ ১৬॥

নরলোকং পরিত্যজ্য রাজ্যং নিহতকণ্টকম্ ।
অস্মান্ পালয়তো বীর কামাস্তে সর্ব্ব উজ্ঝিতাঃ ॥১৭॥

সুতা মহিষ্যো ভবতো জ্ঞাতয়োঽমাত্যমন্ত্রিণঃ ।
প্রজাশ্চ তুল্যকালীয়া নাধুনা সন্তি কালিতাঃ ॥১৮॥

১৭। **অন্বয়ঃ** বীর! নরলোকং নিহত কণ্টকম্ (শত্রু রহিতং) রাজ্যং [চ] পরিত্যজ্য অস্মান্ পালয়তঃ (অস্মাকম্ রক্ষণং কুর্বতঃ) তে (তব) সর্বে কামাঃ (বিষয়াঃ) উজ্ঝিতাঃ (ত্যক্তাঃ)।

১৮। **অন্বয়ঃ** ভবতঃ (তব) তুল্যকালীয়াঃ (সমকালবর্তিনঃ) সুতাঃ মহিষ্যঃ (স্ত্রিয়ঃ) জ্ঞাতয়ঃ অমাত্যাঃ (পার্ষদাঃ) মন্ত্রিণঃ প্রজাশ্চ [এতে] কালিতাঃ (কালেন বিনাশিতাঃ সন্তঃ) অধুনা ন সন্তি।

১৭। **মূলানুবাদঃ** হে বীর আপনি শত্রুরহিত ভূমণ্ডল ও রাজ্য পরিত্যাগ করত আমাদিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে করতে আপনার সর্ববিষয় বিসর্জনে গিয়েছে।

১৮। **মূলানুবাদঃ** আপনার সমকালবর্তী পুত্র, মহিষী, জ্ঞাতি, পার্ষদ মন্ত্রী, প্রজা—এরা সকলেই কালবশে বিনাশ প্রাপ্ত হয়েছে, অধুনা আর নেই।

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** কামা বিষয়াঃ, রাজ্যঞ্চেতি পাঠে রাজ্যং নীতি ক্বচিৎ ॥ ॥জী ১৭॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** কামাঃ—বিষয়সমূহ। 'রাজ্যং' এরূপ পাঠের স্থানে কোথাও কোথাও 'রাজ্যং নীতি' ।জী০ ১৭॥

১৬-১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** গুহং কার্ত্তিকেয়ম্ । বি০ ১৬-১৭॥

১৬-১৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** গুহং—কার্তিককে ।বি০ ১৬-১৭॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অমাত্যাঃ পার্ষদা মন্ত্রিণস্তদ্বিশেষাশ্চ তুল্যকালীয়া ইত্যত্র তুল্যকালীনা ইতি ক্বচিৎ। জী০ ১৮॥

১৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অমাত্যাঃ—পার্ষদসকল। 'মন্ত্রিণঃ' পার্ষদের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ। 'তুল্যকালীয়া' স্থানে 'তুল্যকালীনা' ক্বচিৎ ॥ জী০ ১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কালিতাশ্চালিতাঃ॥বি০ ১৮॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কালিতাঃ—ইতঃস্ততঃ পরিচালিত। অর্থাৎ দেহান্তর প্রাপ্ত হয়েছে বি০ ১৮ ॥

কালো বলীয়ান্ বলিনাং ভগবানীশ্বরোঽব্যয়ঃ।
প্রজাঃ কালয়তে ক্রীড়ন্ পশুপালো যথা পশূন্ ॥১৯॥

বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ।
এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ॥২০॥

১৯। অন্বয়ঃ পশুপালঃ পশূন্ যথা (পশূন্ ইব তদ্বৎ) বলিনাং বলীয়ান্ ভগবান্ ঈশ্বরঃ নিয়ন্তা অব্যয়ঃ (অনাদ্যন্ত-প্রবাহঃ) ক্রীড়ন্ কালঃ প্রজা কালয়তে (অন্যত্র নয়তি)।

২০। অন্বয়ঃ তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং, অস্তু) অদ্যনঃ (অস্মান্, প্রতি) কৈবল্যং (সংসার নিবৃত্তিপূর্বকং পরমপদপ্রাপ্তিং) ঋতে (বিনা, অন্যমিত্যর্থঃ) বরং বৃণীষ্ব (প্রার্থয়) [যতঃ] অব্যয়ঃ ভগবান্ (সর্বৈশ্বর্যযুক্তঃ) বিষ্ণুঃ এক এব তস্য (কৈবল্যস্য) ঈশ্বরঃ (প্রদান সমর্থঃ)।

১৯। মূলানুবাদঃ পশুপালক যেমন যথেচ্ছভাবে পশুদের পরিচালিত করে সেইরূপ শ্রীভগবান্ থেকে অভিন্ন ঈশ্বর হওয়া হেতু নিয়ন্তা, অনন্ত প্রবাহমান, বলবানদের মধ্যেও মহাবলবান্ কাল প্রাণিমাত্রকেই যথেচ্ছ ইতঃস্ততঃ পরিচালিত করে।

২০। মূলানুবাদঃ হে রাজন্! (সাধারণ উক্তি) আপনার তাবৎ মঙ্গল হোক। (বিশেষ উক্তি হল) অদ্য আপনি আমাদের নিকট কৈবল্য (সংসার নিবৃত্তি পূর্বক পরমপদপ্রাপ্তি) ব্যতীত অন্যবর প্রার্থনা করুন, যেহেতু সর্বশক্তিমান, ভূরি ভূরি দানেও অপক্ষয় শূন্য সর্বশক্তিমান্ বিষ্ণুই কৈবল্য দানে সমর্থ।

১৯। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ ভগবানিতি—শ্রীনারায়ণশক্তিত্বেন তদভেদাৎ, অতএবেশ্বরো নিয়ন্তা, ন বোতীত্যব্যয়ঃ অনাদ্যনন্তপ্রবাহঃ; কালয়তেঽন্যত্র নয়তি। নন্ব কিমর্থম্? তত্রাহ—ক্রীড়ন্ তাদৃশ্যেব তস্য ক্রীড়েত্যর্থঃ, ইতি তস্য বলীয়স্ত্বাতিশয়ো দর্শিতঃ। পশুপাল ইতি—তেষু তস্য স্বাচ্ছন্দ্যো দৃষ্টান্তঃ॥ জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ কালঃ—ভগবান ঈশ্বরঃ, অব্যয়। 'কাল'কে ভগবান্ বলার কারণ ইহা শ্রীনারায়ণ শক্তি হওয়া হেতু শ্রীভগবান্ থেকে অভিন্ন। অতএব এই কাল 'ঈশ্বর' অর্থাৎ নিয়ন্তা। অব্যয়ঃ—ন বোতি [বি+অতীত (গত) হয় না] তাই অব্যয়ঃ অর্থাৎ অনাদি অনন্ত এই কালের প্রবাহ। প্রজা কালয়তে—অন্যত্র নিয়ে যায়। কেন নিয়ে যায়? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, ক্রীড়ন্—এরূপই তার ক্রীড়া—এরূপে কালের বলাতিশয্য দেখান হল। পশুপালো' ইতি—এই দৃষ্টান্তে চালনা বিষয়ে তাঁর স্বাচ্ছন্দ দেখানো হল। জী০ ১৯॥

১৯। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কেন কালিতা ইত্যত আহুঃ,—কাল ইতি॥ বি০ ১৯॥

এবমুক্তঃ স বৈ দেবানভিবন্দ্য মহাযশাঃ।
(নিদ্রামেব ততো বব্রে স রাজা শ্রমকর্ষিতঃ।
যঃ কশ্চিন্মম নিদ্রায়া ভঙ্গং কুর্য্যাৎ সুরোত্তমাঃ।
স হি ভস্মীভবেদাশু তথোক্তশ্চ সুরৈস্তদা।
স্বাপং যাতং য মধ্যেস্তু বোধয়েৎ ত্বামচেতনঃ।
স ত্বয়া দৃষ্টমাত্রস্তু ভস্মীভবতু তৎক্ষণাৎ॥)
অশয়িষ্ট গুহাবিষ্টো নিদ্রয়া দেবদত্তয়া॥২১॥

২১। **অন্বয়ঃ** এবং উক্তঃ মহাযশাঃ স বৈ (মুচুকুন্দঃ) দেবান্ অভিবন্দ্য গুহাবিষ্টঃ (গুহায়াং প্রবিষ্টঃ সন্) দেবদত্তয়া নিদ্রয়া অশয়িষ্ট (শেতে স্ম)।

২১। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে দেবগণের দ্বারা উক্ত হয়ে মহাযশা মুচুকুন্দ তাঁদিকে বন্দনা করত পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট হয়ে দেবদত্ত নিদ্রায় শুয়ে থাকলেন।

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** কার দ্বারা পরিচালিত। এরই উত্তরে বলা হল, কাল ইতি। বি০ ১৯॥

২০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ভদ্রং ত ইতি সামান্যতস্তাবন্মঙ্গলং তব ভূয়াৎ, বিশেষতস্তু বরং বৃণীষেত্যর্থঃ। কৈবল্যং সংসারনিবৃত্তিপূর্ব্বকং পরমপদপ্রাপ্তিং, বিষ্ণুরেবৈক ঈশ্বরঃ প্রদানসমর্থঃ। তত্র হেতুঃ—ভগবান্ সর্ব্বশক্তিযুক্তঃ, অসংখ্যেভ্যস্তদাদিদানেঽপ্যব্যয়ঃ, ন ত্বস্মদাদিবদল্পশক্তিঃ, তপআদিব্যয়েন সব্যয়ো বা॥ জী০ ২০॥

২০। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ভদ্রং তে—সাধারণ ভাবে বলা হল, তোমার তাবৎ মঙ্গল হউক। বিশেষভাবে বলা হল, বর প্রার্থনা কর। **কৈবল্যং**—সংসার নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমপদপ্রাপ্তি **ঈশ্বরঃ**—প্রদানেসমর্থ **বিষ্ণুএকএব**—এক বিষ্ণুই। এ বিষয়ে হেতু **ভগবান্**—তিনি যে সর্বশক্তিমান **এবং অব্যয়**—অসংখ্যজনকে সেসব মঙ্গলাদি দানেও **অব্যয়ঃ**—অপক্ষয়শূন্য। কিন্তু আমাদের মত অল্পশক্তি নন, তপাদি ব্যয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত বা। জী০ ২০॥

২১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** মহাযশাঃ ইত্যস্যায়ং ভাবঃ—শ্রীবিষ্ণুরেবৈকঃ কৈবল্যদাতা চেত্তর্হ্যেতৈরন্যৈর্বা কিং, প্রত্যুতাস্যদর্শনমপ্যযোগ্যমতস্তদ্দর্শনং যাবৎ তৎপ্রিয়তম-শ্রীমথুরান্তিকে বিবিক্তে স্বপ্তুমেবার্হামীতি নিদ্রায়া এব বরণাৎ। সর্ব্বতো মহাযশো বিততানেতি এবং দেবৈরপি তদনুমোদনাদ্বরত্বেন দত্তয়া; তচ্ছয়নগুহা তু শ্রীমথুরামণ্ডলস্য দক্ষিণসীমায়াং ধবলপুরগিরিমধ্যে লোকপ্রসিদ্ধা; যা তু মথুরাপরিক্রম-প্রসঙ্গে শ্রীবরাহদেবেন পুর্য্যন্তরেণোক্তা, সা তদনুকারি-দেবালয় এব জ্ঞেয়ঃ, শ্রীযশোদালয়বদ্গিরিগহ্বর ইতি বক্ষ্যমাণাৎ॥জী০ ২১॥

যবনে ভস্মসান্নীতে ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ।
আত্মানং দর্শয়ামাস মুচুকুন্দায় ধীমতে॥২২॥
তমালোক্য ঘনশ্যামং পীতকৌশেয়বাসসম্।
শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎকৌস্তুভেন বিরাজিতম্॥২৩॥
চতুর্ভুজং রোচমানং বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
চারুপ্রসন্নবদনং স্ফুরন্মকরকুণ্ডলম্॥২৪॥
প্রেক্ষণীয়ং নৃলোকস্য সানুরাগস্মিতেক্ষণম্।
অপীব্যবয়সং মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমম্॥২৫॥
পর্য্যপৃচ্ছন্মহাবুদ্ধিস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ।
শঙ্কিতঃ শনকৈ রাজা দুর্দ্ধর্ষমিব তেজসা॥২৬॥

২২। **অন্বয়ঃ** যবনে (কালযবনে) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূতে সতি) ভগবান্ ধীমতে মুচুকুন্দায় আত্মানং (স্বরূপং) দর্শয়ামাস।

২২। **মূলানুবাদঃ** কালযবন ভস্মীভূত হলে, কৃষ্ণভক্তিতে একনিষ্ঠ হওয়া হেতু উদারবুদ্ধি মুচুকুন্দকে সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ নিজরূপ দর্শন করালেন।

২৩-২৬। **অন্বয়ঃ** ঘনশ্যামং, পীতকৌশেয় বাসসং, শ্রীবৎসবক্ষসং ভ্রাজৎ কৌস্তুভেন বিরাজিতং (ভ্রাজমানেন তদ্বক্ষোলব্ধ কান্তিবিশেষেণ কৌস্তুভেন বিরাজিতং) চতুর্ভুজং, বৈজয়ন্ত্যা মালয়া চ রোচমানং (শোভমানং) চারুপ্রসন্নবদনং, স্ফুরৎমকরকুণ্ডলং, নৃলোকস্য প্রেক্ষনীয়ং সানুরাগস্মিতেক্ষণং অপীব্যবয়সং ('অপীবং' সুন্দরতরং 'বয়ো' নবযৌবনরূপং যস্য তং) মত্তমৃগেন্দ্রোদারবিক্রমং (মত্তসিংহতুল্য মহাপরাক্রান্তং) তং (শ্রীকৃষ্ণং) আলোক্য তস্য তেজসা ধর্ষিতঃ (অভিভূতঃ) মহাবুদ্ধিঃ রাজা [মুচুকুন্দঃ] শঙ্কিতঃ (কিং অয়ং ঈশ্বর ইব ইতি আগতাশঙ্কঃসন্) তেজসা দুর্দ্ধর্ষং [তং] শনকৈঃ (ক্রমশঃ) পর্যপৃচ্ছৎ।

২৩-২৬। **মূলানুবাদঃ** কৃষ্ণসৌন্দর্যবিশেষে আকৃষ্টচিত্ত শ্রীশুকদেব পুনরায় তাঁকে বর্ণনা করছেন, মুচুকুন্দের প্রশংসাগর্ভ চারটি শ্লোকে—

নবঘনশ্যাম, পীতকৌশেয়বাসা, শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষদেশা, দীপ্তকৌস্তুভমনি শোভমানা, চতুর্ভুজ, বৈজয়ন্তী মালায় দীপ্যমানা, চারুপ্রসন্নবদনা, দীপ্তমকরকুণ্ডলে শোভমানা, সর্বলোকের নয়নানন্দ, নবযৌবনরূপে সুন্দরতর, সানুরাগ মধুরহাস্যোজ্জ্বল নয়নে নিরীক্ষমান, মত্তসিংহতুল্য মহাপরাক্রান্ত কৃষ্ণকে দর্শন করে তাঁর তেজে অভিভূত ও ভীত হয়ে মহামতি মুচুকুন্দ তাঁকে ক্রমে ক্রমে সর্বতোভাবে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

২১। **শ্রীজীব॰ বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ মহাযশাঃ**—এই কথাটার ভাব এইরূপ—শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র শুদ্ধা ভক্তিদাতা যদি হয় তা হলে অন্যকে কি প্রয়োজন, প্রত্যুত অন্যদর্শনও অযোগ্য কাজেই যাবৎ তাঁর দর্শন হয়, তাবৎ তার প্রিয়তম মথুরার নিকটে নির্জনে ঘুমিয়ে থাকাই যুক্তিযুক্ত, ইহাই বরণে হেতু 'মহাযশাঃ' সর্বত্র মহাযশ প্রখ্যাপিত যাঁর সেই মুচুকুন্দের দ্বারা এবং দেবতারাও তা অনুমোদন করা হেতু তাঁদের দ্বারা দত্ত হল ঐ বর। সেই শয়নগুহা মথুরামণ্ডলের দক্ষিণ সীমানায় ধবলপুর গুহা মধ্যে লোকপ্রসিদ্ধ। —যা মথুরাপরিক্রম প্রসঙ্গে শ্রীবরাহদেবের দ্বারা মথুরাপুরির ভিতরে বলেই উক্ত হয়েছে। তবে উহা তদনুকারি দেবালয় রূপেই বিরাজমান, এরূপ বুঝতে হবে, শ্রীযশোদা আলয়বৎ গিরিগহ্বর, এরূপ বক্তব্য থাকা হেতু॥ জী॰ ২১॥

২২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** ধীমতে ত্বদ্ভক্তৈকনিষ্ঠত্বাৎ প্রশস্তবুদ্ধয়ে॥ জী॰ ২২।

২২। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ মুচুকুন্দায় ধীমতে**—'ধীমতি মুচুকুন্দকে'—কৃষ্ণভক্তিতে একনিষ্ঠ হওয়া হেতু উদার বুদ্ধি মুচুকুন্দকে॥ জী॰ ২২॥

২০-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তস্য কৈবল্যস্য দাতেত্যর্থঃ। বি॰ ২০-২২॥

২০-২২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তাঁর কৈবল্যের দাতা। বি॰ ২০-২২॥

২৩-২৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকাঃ** তৎসৌন্দর্য্যবিশেষাকৃষ্টচিত্তঃ পুনর্মুচুকুন্দভাগ্য প্রশংসা-গর্ভং বর্ণয়তি—তমিতি চতুষ্কেণ। ভ্রাজতা ভ্রাজমানেন তদ্বক্ষোলব্ধকান্তিবিশেষেণ কৌস্তুভেন বিরাজিতং, বি-শব্দো ভূষণান্তরাপেক্ষয়া পূর্ব্বোক্তা পদ্মমালৈব, আপাদলম্বিত্বেন বনমালেতি পূর্ব্বং নির্দ্দিষ্টা, সংপ্রত্যস্মিন্ গর্গোপদেশানুসারেণ বৈজয়ন্তী, তয়া স্ফুরিদিতি জ্ঞেয়ম্। ইয়ন্ত পঞ্চবর্ণ-পুষ্পা ইতি—সর্ব্বতদ্-ভূষণানাং ভগবদ্বদনন্তরূপত্বং ব্যঞ্জিতম্। অপীব্যং সুন্দরতরং বয়ো নবযৌবনরূপং যস্য তম্॥

রাজা তস্য তেজসা ধর্ষিতঃ সন্ শনকৈঃ পর্য্যপৃচ্ছৎ। যতো মহাবুদ্ধিরিতি শ্রীভগবদ্বেষেণ নায়মস্মো মাং ভ্রময়তি, মদ্বিধধর্ষক-প্রভাববত্ত্বাভাবাদস্তেতি বিচারসমর্থপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অতএব শঙ্কিতঃ ক্রমশঃ খণ্ডনায় প্রথমং নানাবিতর্কং কৃতবানিত্যর্থঃ। শনকৈরিত্যত্র হেতুস্তেজসা হেতুনা দুর্দ্ধর্ষং প্রশ্ন-বিষয়মপি কর্ত্তুং দুঃশকং তমিতি শেষঃ। ইবেতি বাক্যালঙ্কারে। তথাপি পরি সর্ব্বতো ভাবেনেতি মহাবুদ্ধিত্বাদেবেতি ভাবঃ। মহত্ত্বঞ্চাত্র শ্রীপ্রহ্লাদস্যেব ভক্তিবলং জ্ঞেয়ম্॥ জী॰ ২৩-২৬॥

২৩-২৬। **শ্রীজীব বৈ॰ তো॰ টীকানুবাদঃ**

কৃষ্ণসৌন্দর্যবিশেষে আকৃষ্টচিত্তঃ শ্রীশুকদেব পুনরায় তাঁকে বর্ণনা করছেন মুচুকুন্দ ভাগ্যপ্রশংসাগর্ভ চারটি শ্লোকে, তমালোক্য ইতি। ভ্রাজৎকৌস্তুভেন তাঁর বক্ষোলব্ধ কান্তিবিশেষে দীপ্ত কৌস্তুভের দ্বারা শোভমান বিরাজিতং—'রাজিত' শব্দ দিলেই চলত, কিন্তু অধিকন্তু 'বি' শব্দটা দেওয়া হল অন্যভূষণ পূর্বোক্ত পদ্মমালা অপেক্ষায় আপাদলম্বিত ভাবে বনমালা, ইহা পূর্ব-নির্দিষ্ট। সংপ্রতি গলে গর্গমুনির উপদেশানুসারে 'বৈজয়ন্তী' মালা, এ হল কণ্ঠ থেকে জানুপর্যন্ত লম্বিত পঞ্চবর্ণময়ী মালা, এ সবের দ্বারা দীপ্ত এরূপ বুঝতে হবে। ভগবানের মতো এই সর্বভূষণের অনন্ত-

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ।

কো ভবানিহ সম্প্রাপ্তো বিপিনে গিরিগহ্বরে।
পদ্ভ্যাং পদ্মপলাশাভ্যাং বিচরস্যুরুকণ্টকে ॥২৭॥

২৭। **অন্বয়ঃ** মুচুকুন্দ উবাচ ইহ উরুকণ্টকে বিপিনে গিরিগহবরে ভবান্ কঃ পদ্মপলাশাভ্যাং পদ্ভ্যাং বিচরসি (কথংভ্রমসি)।

২৭। **মূলানুবাদঃ** কে আপনি এই অরণ্যে তার মধ্যেও আবার গিরিগহবরে ঘনকণ্টকাকীর্ণ দুষ্প্রবেশ স্থানে পদ্মপলাশ সদৃশ চরণযুগলে বিচরণ করছেন।

রূপত্ব ব্যঞ্জিত। **অপীব্যবয়সং**—সুন্দরতর 'বয়ো' নবযৌবনরূপবান কৃষ্ণকে।

রাজা মুচুকুন্দ সেই কৃষ্ণের তেজের দ্বারা **ধর্ষিতঃ**—অভিভূত **শঙ্কিতশ্চ** ও ভীত হয়ে। —(কার এই তেজ ইত্যাদি শঙ্কমান) **শনৈক পর্য্যপৃচ্ছৎ**—ক্রমে ক্রমে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, যেহেতু **'মহাবুদ্ধি'** শ্রীভগবৎ-সৌন্দর্যই আমাকে বিভ্রান্ত করে ফেলেছে, আমার মত জনের অভিভূত-কারী প্রভাব দেখা যাচ্ছে। এ অন্য কিছু হতে পারে না, এরূপ বিচার সামর্থ জ্ঞানবান্। —অতএব শঙ্কিত হলেন,—ক্রমে ক্রমে শঙ্কা খণ্ডনের জন্য প্রথমে নানা বিচার করতে লাগলেন। **শনৈঃকঃ**—ক্রমে ক্রমে, এতে হেতু **তেজসা দুর্দ্ধর্ষং**—তেজ হেতু প্রবল পরাক্রান্ত কৃষ্ণকে প্রশ্নের বিষয় করাও দুঃশক, তথাপি [পরি+পৃচ্ছৎ] "পরি" সর্বতোভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, মহাবুদ্ধি থাকা হেতুই, এরূপ ভাব। ...এখানে 'মহাবুদ্ধি' শব্দে শ্রীপ্রহ্লাদের মত ভক্তিবলকেই বুঝতে হবে।

॥জী০ ২৩-২৬॥

২৫-২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ**—স্বপন্তমিতি পদ্যং ন সর্বসম্মতম্॥

শঙ্কিতঃ কিময়মীশ্বর এবেত্যাগতাশঙ্কঃ। দুর্দ্ধর্ষমপ্রধৃষ্যম্ ইবেতি বাক্যালঙ্কারে ॥বি০ ২৫-২৬॥

২৫-২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** স্বপন্তম্ ইত্যাদি পদ্য সর্বসম্মত নয়।

শঙ্কিতঃ—ইনি কি ঈশ্বরই হবেন বা, এরূপ আশঙ্কান্বিত হল। **দুর্দ্ধর্ষম্**—অধৃষ্য অর্থাৎ অপরাজেয় যেন। **ইব**—এই শব্দটি বাক্যালঙ্কারে। বি০ ২৫-২৬॥

২৭। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকাঃ** প্রশ্নমেবাহ—ক ইত্যাদি-দ্বাভ্যাম্, তৈর্ব্যাখ্যাতঞ্চ। তত্রোরুকণ্টক ইত্যনন্তরং সংপ্রাপ্ত ইতি। তত্রাপি পদ্মেত্যাদি যোজ্যম্। পদ্ভ্যামিত্যাদিনা স্নেহো ব্যঞ্জিতঃ, প্রভাবশ্চ তর্কিতঃ॥জী০ ২৭॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** কি প্রশ্ন, তাই বলা হচ্ছে, ক ইত্যাদি দুটি শ্লোকে। [শ্রীধরের দ্বারা ব্যাখ্যাত হয়েছে, যথা—**বিপিনে**—অরণ্যে তার মধ্যেও আবার গিরিগহবরে ঘনকণ্টকাকীর্ণ দুষ্প্রবেশ স্থানে, পদ্মপলাশসদৃশ চরণযুগলে বিচরণ করছ]

কিং স্বিৎ তেজস্বিনাং তেজো ভগবান্ বা বিভাবসুঃ।
সূর্য্যঃ সোমো মহেন্দ্রো বা লোকপালো পরোঽপি বা ॥২৮॥

২৮। **অন্বয়ঃ** কিংস্বিৎ (বিতর্কে, কিং) তেজস্বিনাং তেজঃ (সর্বেষাং তেজস্বিনাং তেজঃ মূর্তিঃ প্রভাবঃ বা ভবতি), বা ভগবান্ বিভাবসুঃ (অগ্নি) বা সূর্যঃ-সোমঃ (চন্দ্রঃ) মহেন্দ্রঃ (ইন্দ্র) বা অপরঃ লোকপালঃ (শিবাদি অষ্টদিক্‌পালঃ) অপি বা (ভবতি কিং)।

২৮। **মূলানুবাদ ঃ** যেমন যেমন প্রশ্নের উদয় হচ্ছে তেমন তেমনই জিজ্ঞাসা করছেন—
আপনি কি অখিল তেজস্বীদের পুঞ্জীভূত তেজ। অথবা ভগবান্ অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্র কিম্বা শিবাদি অষ্টদিক্‌পাল ?

ঘনকণ্টক ঐ গিরিগহ্বরের নিকটবর্তীস্থান সংপ্রাপ্ত। তথায়ও পদ্মপলাশসদৃশ চরণযুগলে বিচরণ করছ। —এতে মুচুকুন্দের কৃষ্ণে-স্নেহ ব্যঞ্জিত হল, এবং কৃষ্ণের প্রভাবও বিচারিত হল ॥জী০ ২৭॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** স্বিৎ বিতর্কে। কিং তেজস্বিনামখিলানাং পুঞ্জীভূতং তেজঃ, অপি তু নেত্যর্থঃ। তদপেক্ষয়া তাবতোঽপ্যল্পপ্রমাণত্বাদিতি ভাবঃ। এবমুত্তরত্রাপি অত্র টীকায়াং তেজো মূর্ত্তিরিতি—তেজোরূপা মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। প্রভাবো দীপ্তির্বা ইতি তচ্চ তেজঃ প্রভাব উচ্যতে, দীপ্তির্বেত্যর্থঃ। তেজঃশব্দো হি ন মূর্ত্তিবাচী, 'তেজো বলে চ দীপ্তৌ চ তেজো ধাম্নি পরাক্রমে। প্রভাবরেতসোশ্চ' ইত্যেতাবন্ত এবার্থা বিশ্বপ্রকাশাদৌ দর্শিতাঃ। মূর্ত্তিরিত্যত্র মূর্ত্ত ইতি নিষ্ঠান্তো বা পাঠঃ। তস্য প্রভাব-দীপ্তাভ্যাং প্রত্যেকমন্বয় ইতি। মহাভূততেজোঽংশরূপং তত্তেজোঽপি কিয়দিত্যাহ—ভগবান্ ভগবদ্বিভূতিরূপো মহাভূততেজোঽধিষ্ঠাতৃরূপো দেবো বিভাবসুরপি নেত্যর্থঃ। ত্রয়ী-তনুত্বেন ততোঽপি মহিষ্ঠমন্যত্তদ্বিতর্ক্য তমপ্যল্পপ্রমাণত্বেন খণ্ডয়তি—সূর্য্য ইতি। তেষামতাপহারকত্বমনাহ্লাদকত্বং চাশঙ্ক্য চন্দ্রং বিতর্ক্য তমপি যথা খণ্ডয়তি—সোম ইতি। প্রভাবার্থমালম্ব্য মহেন্দ্রমপি তথা খণ্ডয়তি। মহেন্দ্রস্তত্তৎসর্ব্বদেবানামধিপোঽপি ততোঽন্যত্রাত্যন্তমনাস্থয়াহ—লোকেতি। বা-শব্দঃ কটাক্ষে।
॥ জী০ ২৮॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** **স্বিৎ কিং তেজস্বিনাং**—কি অখিল তেজস্বিদের পুঞ্জীভূত তেজ ? —তা নয় কিন্তু,—তাঁর অপেক্ষায় তাবৎ তেজই অল্পপ্রমাণ হওয়া হেতু। এই রূপে শ্লোকে 'ভগবান্' বা ইত্যাদি পরপর তেজোমূর্তির উল্লেখ। শ্রীধরে টীকা—প্রভাবো বা দীপ্তি, মূল শ্লোকের তেজকেও প্রভাব বলা হয়—বা দীপ্তি। শ্রীধর তেজ ও মূর্তকে একই অর্থবাচক বলা হয়েছে—তেজ শব্দ কিন্তু মূর্তিবাচক নয়—'তেজো বলে চ দীপ্তৌ চ তেজো ধাম্নি-পরাক্রমে প্রভাবরেতসোশ্চ' ইতি। এত পর্যন্তই অর্থ বিশ্বপ্রকাশাদিতে দেখান হয়েছে। মূর্তি স্থানে পাঠ

মন্যে ত্বাং দেবদেবানাং ত্রয়াণাং পুরুষর্ষভম্।
যদ্বাধসে গুহাধ্বান্তং প্রদীপঃ প্রভয়া যথা ॥২৯॥

২৯। **অন্বয়ঃ** যৎ (যস্মাৎ) প্রদীপঃ যথা [তথা] প্রভয়া (তেজসা) ত্বং গুহাধ্বান্তং (গুহান্ধকার হৃদয়াজ্ঞানাঞ্চ) বাধসে (দূরীকরোষি) [তস্মাৎ] ত্বাং দেবদেবানাং ('দেবানাং' ইন্দ্রাদীনাম্ অপি 'দেবানাং' শ্রেষ্ঠানাং) ত্রয়াণাং (ব্রহ্মা-বিষ্ণু শিবানাম্ মধ্যে) পুরুষর্ষভং (বিষ্ণুত্বমারভ্য মহাভগবত্তা-পর্যন্তবৈভবত্বাৎ সর্বপুরুষশ্রেষ্ঠ) মন্যে (সম্ভাবয়ামি)।

২৯। **মূলানুবাদঃ** পূর্বে যাদের কথা বলা হল, তাদের উপরের প্রভাবশালীদেরও বিবেচনার মধ্যে এনে বলা হচ্ছে—

যেহেতু প্রদীপ যেমন স্বীয় তেজের দ্বারা অন্ধকার দূর করে সেইরূপ আপনি নিজ দেহকান্তি দ্বারা গুহার অন্ধকার ও আমার হৃদয়ের অজ্ঞান দূর করছেন, এ জন্যই আমার মনে হয়, আপনি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই তিনের মধ্যে [বিষ্ণু পর্য্যায়ে] সর্বপুরুষ শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ।

হবে মূর্ত ইতি পাঠ। মহাভূতের তেজও আপনার তেজের অংশরূপ। মহাভূতের তেজ আর কত-টুকু, এই আশয়ে বলা হল—**ভগবান্**—ভগবৎ-বিভূতিরূপ মহাভূত তেজের অধিষ্ঠাতৃ রূপ দেবতা বিভা-বসু আপনার তেজের তুল্য নয়। এই তিন জন শরীরধারী হওয়া হেতু, এদের থেকেও মহিমান্বিত অন্যদের বিচারের মধ্যে আনা হচ্ছে—তেজে কম হওয়া হেতু এদেরও খণ্ডন করা হচ্ছে—সূর্য ইতি—তার শীতলতাহারকত্বগুণ ও নিরানন্দতা আশঙ্কা করত—'সোম' অর্থাৎ চন্দ্রকে বিচারের মধ্যে নিয়ে আসা হল তাকেও পূর্ববৎ খণ্ডন করা হল। 'প্রভাব' অর্থ অবলম্বন করত মহেন্দ্রকে বিচারে আনলেও—পূর্ববৎ খণ্ডন করা হল। —মহেন্দ্র সেই সেই সর্বদেবের রাজা হলেও অন্যস্থানে উপেক্ষিত হওয়ায়—'লোকপাল' শিবাদি অষ্টদিকপালকে বিচারে আনা হল। বা শব্দ কটাক্ষে। জী০ ২৮ ॥

২৭-২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** পদ্মপলাশতুল্যাভ্যাং পদ্ভ্যাম্ ॥বি০ ২৭-২৮॥

২৭-২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পদ্মপলাশভ্যাম্, পদ্ভ্যাং**—পদ্মপলাশতুল্য পদযুগলের দ্বারা। ॥বি০ ২৭-২৮॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তেভ্য ঊর্দ্ধমপি বিবিচ্যাহ—মন্যে ইতি। ত্রয়াণাং মধ্যে পুরুষর্ষভং বিষ্ণুত্বমারভ্য মহাভগবত্তাপর্য্যন্তবৈভবত্বাৎ। সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠো যস্তম্। গুহয়োর্বাহ্যাভ্যন্তরয়োঃ গিরিকন্দরহৃদ্রূপয়োর্ধ্বান্তং যথা স্বমন্ধকারং দুংখঞ্চ প্রভয়া তেজসা। প্রদীপ ইবেতি—শশ্বৎ সর্ব্বানু-ভূতত্বেন দৃষ্টান্তিতং, ন তু যোগ্যত্বেন ॥জী০ ২৯॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** উপরে যাদের কথা বলা হল তাদের থেকেও উচ্চ-কোটিতে যারা অবস্থিত তাদের বিচারের মধ্যে এনে বলা হচ্ছে—মন্যে ইতি—আমি মনে করি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-

শুশ্রূষতামব্যলীকমস্মাকং নরপুঙ্গব।
স্বজন্ম কর্ম্ম গোত্রং বা কথ্যতাং যদি রোচতে ॥৩০॥

৩০। **অন্বয় ঃ** [হে] নরপুঙ্গব (পুরুষোত্তম) অব্যলিক (নিজপ্রিয়ং ত্বজ্জন্ম-কর্ম-গোত্রং বা) শুশ্রূষতাং (শ্রোতুং ইচ্ছতাং) অস্মাকম্, [সমীপে] যদি রোচতে কথ্যতাম্।

৩০। **মূলানুবাদ ঃ** হে পুরুষম্! আপনার জন্ম-কর্ম ও নাম শুনতে ইচ্ছুক আমাদের নিকট বলতে আজ্ঞা হোক যদি রুচি হয় আপনার।

শিব—**ত্রয়াণাং**—তিনের মধ্যে আপনি **পুরুষর্ষভম্**—বিষ্ণুত্ব থেকে মহাভগবত্তা পর্যন্ত বৈভবত্বা হেতু সর্বপুরুষশ্রেষ্ঠ। **গুহাধ্বান্তং**—গিরিকন্দরের বাইরের ও ভিতরের 'তম' অন্ধকার এবং আমার হৃদয়-রূপের বাইরের-ভিতরের 'তম' দুঃখ যথা **প্রভয়া**—তেজের দ্বারা। 'প্রদীপ ইব ইতি' এই উপমা সর্বদা চট্ করে যাতে সকলে বুঝতে পারে সেই জন্য দেওয়া হয়েছে—উপযুক্ত হওয়া হেতু, যে তা নয়। ॥ জী০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** গুহয়োর্গিরিকন্দর মদন্তঃকরণয়োর্ধ্বাত্তং তমস্তচ্চান্ধকারমবিদ্যঞ্চ প্রদীপো মণিময়ঃ জ্ঞানময়শ্চ ॥ বি০ ২৯ ॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ**

প্রদীপ যেমন নিজ প্রভা দ্বারা অন্ধকার দূর করে, সেইরূপ আপনি নিজ দেহকান্তি দ্বারা গুহার অন্ধকার ও আমার হৃদয়ের অজ্ঞান দূর করছেন। বি০ ২৯॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** নরপুঙ্গবেতি ভূমিস্পর্শাদি-মনুষ্যলীলাভিপ্রায়েণ, অতএবা-ব্যলীকং নিজপ্রিয়ং ত্বজ্জন্মাদি-শুশ্রূষতামস্মাকং সকাশে কথ্যতাং ভবতেতি শেষঃ। তদনুক্তিঃ কর্ম্মণি প্রয়োগশ্চ গৌরবেণ। 'ব্যলীকমপ্রিয়াকার্য্যবৈলক্ষ্যেষ্বপি' ইতি বিশ্বঃ। গোত্রং নাম; যদ্বা, অব্যলীকং নিষ্কপটং কথ্যতামিত্যন্বয়ঃ। বা সমুচ্চয়ে, যদ্বা, বিকল্পে। গুহ্যত্বেঽপ্যেকতরমপি কথ্যতামিত্যর্থঃ। 'যদি রোচতে'—ইতি বিনয়োক্তিঃ ॥ জী০ ৩০ ॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ নরপুঙ্গব**—ভগবানকে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ বলা হল ভূমি-স্পর্শাদি মনুষ্যলীলা অভিপ্রায়ে। অতএব **অব্যলীকং**—নিজপ্রিয় আপনার জন্মাদি 'ব্যলীকমপ্রিয়াকার্য বৈলক্ষ্যেষ্বপি' ইতি বিশ্ব। **শুশ্রূষতাম্**—শুনতে ইচ্ছুক আমাদের নিকট বলতে আজ্ঞা হোক। [শ্রীবলদেব—'শুশ্রূষতামিতি' বহুবচন প্রয়োগে মুচুকুন্দের নিজ গৌরব খ্যাপন—কৃষ্ণের থেকে প্রত্যুত্তর লাভের প্রয়োজনে নিজের নিকৃষ্টতা খ্যাপন অযোগ্য হেতু], **গোত্রং**—নাম। অথবা অব্যলিকং নিষ্কপটে অর্থাৎ অমায়ায় বলতে আজ্ঞা হোক। 'যদি রোচতে' যদি রুচি হয়—ইহা বিনয়োক্তি। ॥জী০ ৩০॥

বয়ন্তু পুরুষব্যাঘ্র! ঐক্ষ্বাকাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ।
মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তো যৌবনাশ্বাত্মজঃ প্রভো! ॥৩১॥

৩১। **অন্বয়ঃ** পুরুষব্যাঘ্র! বয়ং ঐক্ষ্বাকাঃ (ইক্ষ্বাকুবংশজাতাঃ) ক্ষত্রবন্ধবঃ (নীচক্ষত্রিয়াঃ) প্রভো! তু (কিন্তু) [তেষু মধ্যে অহং] যৌবনাশ্বাত্মজঃ (যুবনাশ্বস্যাপত্যং পুমান্ যৌবনাশ্বঃ—মান্ধাতা, তস্য আত্মনঃ জায়তে ইতি যৌবনাশ্বাত্মজঃ) মুচুকুন্দ ইতি প্রোক্তঃ (মুচুকুন্দনাম্না কথিতঃ)।

৩১। **মূলানুবাদঃ** হে পুরুষব্যাঘ্র! আমরা ইক্ষ্বাকুবংশ জাত নীচ ক্ষত্রিয়। হে প্রভো! তার মধ্যে আমি যুবনাশ্ব রাজার পুত্র মান্ধাতা নামক নৃপতির পুত্র মুচুকুন্দ।

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** 'শুশ্রূষতা'মিতি বহুবচনেন স্বর্গৌরব প্রখ্যাপনং তৎপ্রতিবচন-শ্রবণার্থমেব স্বস্য নিকৃষ্টত্বে প্রত্যুত্তরানর্হত্বাৎ ॥বি০ ৩০॥

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **শুশ্রূষতাম্ অস্মাকম্**—শুনতে ইচ্ছুক আমাদের নিকট, এই বহুবচন প্রয়োগে স্বর্গৌরব খ্যাপন করা হল, কৃষ্ণের থেকে উত্তর শ্রবণার্থেই। কারণ নিকৃষ্ট-জনে প্রত্যুত্তর অযোগ্য। বি০ ৩০॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অহো মহত্তমস্য জন্মাদিপ্রশ্নে নীচকস্য কা শক্তিঃ, কথং বা তেন নীচে তৎ কথ্যতাম্? অত আত্মনঃ সমর্পণার্থমাত্মন এব জন্মাদিকং কথয়েয়ং, তৎপ্রসঙ্গাদসৌ স্বয়মপি তৎ কথয়েচ্চ। যতো নরলীল ইতি গূঢ়াভিপ্রায়েণাহ—বয়মিতি। তু-শব্দো নিজাল্পতা-মননা-দ্ভিন্নোপক্রমে। ঐক্ষ্বাকাঃ ইক্ষ্বাকব ইত্যর্থঃ; ক্ষত্রবন্ধবঃ—নীচক্ষত্রিয়া ইত্যপি বিনয়াভাবাৎ ॥জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অহো মহত্তমের জন্মাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে নীচ-জনের কি শক্তি? কেনই বা নীচের দ্বারা সেই প্রশ্ন তোলা হল? অতএব বুঝা যাচ্ছে, ইহা আত্মসমর্পনার্থে মুচুকুন্দের নিজেরই জন্ম কথার পূর্বাভাষ—প্রসঙ্গক্রমে আপনি এসে গিয়েছে, যেহেতু ইহা নরলীলা।

গূঢ়অভিপ্রায়ে বলা হল বয়ং তু ইতি। [শ্রীধর-বংশ উদ্দেশ্যে 'বয়ং' বহুবচন ব্যবহার।] **তু**—মুচুকুন্দের নিজের নীচতা মনন হেতু ভিন্ন উপক্রমে 'তু' শব্দ। ঐক্ষ্বাকাঃ অর্থাৎ ইক্ষ্বাকবঃ। ক্ষত্রবন্ধবঃ—নীচ ক্ষত্রিয়—এও বলা হল বিনয়ভরে॥

[শ্রীসনাতন—হে পুরুষব্যাঘ্র ইতি—ইক্ষ্বাকুবংশ জাত হলেও আমাদের মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব থাকলেও আপনিই সর্বথা সর্বশ্রেষ্ঠতম, এরূপভাব।]॥জী০ ৩১॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তদপি মৌনমালক্ষ্য স্বোৎকর্ষমপি ব্যঞ্জয়ন্ তং পরিচায়য়তি—বয়মিতি। ক্ষত্রবন্ধব ইতি স্বস্য নিকর্ষেঽপি নিরহঙ্কারিত্ব জ্ঞাপনয়া প্রকর্ষ এব॥ বি০ ৩১॥

চিরপ্রজাগরশ্রান্তো নিদ্রয়াপহৃতেন্দ্রিয়ঃ।
শয়েঽস্মিন্ বিজনে কামং কেনাপ্যুত্থাপিতোঽধুনা ॥৩২॥
সোঽপি ভস্মীকৃতো নূনমাত্মীয়েনৈব পাপ্মনা।
অনন্তরং ভবান্ শ্রীমাল্লক্ষিতোঽমিত্রশাসনঃ ॥৩৩॥

৩২। **অন্বয়ঃ** চিরপ্রজাগরশ্রান্তঃ ('চিরং' বহুকালং 'প্রজাগরেণ' সর্বতোভাবে জাগরেণ ক্লান্ত) [অহং] নিদ্রয়া উপহতেন্দ্রিয়ঃ (উপহতানি আচ্ছন্নানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য তথাভূতঃ) [অহং] বিজনে (নির্জনে) অস্মিন্ [অরণ্যে] কামং (যথেচ্ছং) শয়ে (শয়িতবানিত্যর্থঃ) অধুনা কেনাপি (কেনচিজ্জনেন) উত্থাপিতঃ (জাগরিতঃ)।

৩৩। **অন্বয়ঃ** নূনং (বিতর্কে,) [যো মামুত্থাপিতবান্] সোঽপি আত্মীয়েন [স্বীয়েন] এব পাপ্মনা (পাপেন) ভস্মীকৃতঃ, [অহন্তু নিমিত্তমাত্র ত্বয়ৈব বুদ্ধ্যা অসৌ নিজশত্রুর্ঘাতিত ইতি ভাবঃ যতঃ] অনন্তরং শ্রীমান্ (সর্বসৌন্দর্যযুক্তঃ) অমিত্রশাসনঃ (শত্রুমারকঃ) ভবান্ লক্ষিতঃ (ময়া দৃষ্টঃ)।

৩২। **মূলানুবাদঃ** এইরূপে জন্ম ও নাম বলবার পর অন্তরের ভাব গোপন রেখে বাহ্যশয়ন-কারণ বলবার পর নিজের কর্ম বলছেন—

বহুকাল সর্বতোভাবে জাগা থাকায় ক্লান্ত আমার ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ায় আমি নির্জনে এই অরণ্যে যথেচ্ছ শয়নে মগ্ন হয়ে আছি। অধুনা কোনও একজন আমাকে জাগিয়ে দিল।

৩৩। **মূলানুবাদঃ** আমার মনে হয়, যে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়েছে, সে নিজেও নিজের পাপেই ভস্মীভূত হয়েছে (তাতে আমি কেবল নিমিত্ত কারণ, আপনিই বুদ্ধিদ্বারা স্বকীয় শত্রুর সংহার সাধন করেছেন।) তৎপরই সর্বসৌন্দর্যশালী, শত্রুদমন আপনি আমার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছেন।

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** স্বগৌরব খ্যাপন করলেও কৃষ্ণের মৌনতা লক্ষ্য করে নিজের উৎকর্ষও প্রকাশ করে তাঁর কাছে পরিচয় প্রদান করলেন 'বয়ং তু' ইতি। **ক্ষত্রবন্ধবঃ**—নীচ ক্ষত্রিয়, এইরূপে নিজের নিকৃষ্টতা জ্ঞাপনে যে দৈন্য প্রকাশ পেল তাও তার পক্ষে প্রকর্ষই। বি০ ৩১॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** এবং জন্ম নাম চ কথয়িত্বা বিনয়াদিনা স্বস্যান্তরং ভাবং গোপয়ন্ বাহ্যং শয়নকারণং কথয়ন্নিজকর্ম্মাহ—চিরেতি; প্রজাগরকারণাকথনঞ্চ বিনয়াদেব ॥ জী০ ৩২॥

৩২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** এইরূপে জন্ম ও নাম বলবার পর বিনয়ে নিজের অন্তরের ভাব—(যতদিন কৃষ্ণদর্শন না হয় ততদিন মথুরার নিকটে নির্জনে ঘুমিয়ে থাকাই শ্রেয়)—গোপন রেখে বাহ্য শয়নের কারণ বলবার পর নিজের কর্ম বলছেন, চির ইতি। বহুকাল অনিদ্রার কারণ না-বলা বিনয় হেতুই। জী০ ৩২॥

তেজসা তেঽবিষহ্যেণ ভূরি দ্রষ্টুং ন শক্নুমঃ।
হতৌজসো মহাভাগ! মাননীয়োঽসি দেহিনাম্ ॥৩৪॥

৩৪। **অন্বয়ঃ** হে মহাভাগ! তে (তব) অবিষহ্যেন (সোঢ়ুং অশক্যেন) তেজসা হতৌজসঃ (প্রতিহতপ্রভাবাঃ) [বয়ং] **ভূরিদ্রষ্টুং** (ভবন্তং বারম্বারং দ্রষ্টুং, কুতঃ বক্তুং প্রষ্টুং বেত্যর্থ) ন শক্নুমঃ (সমর্থাঃ ভবামঃ) [অতঃ ত্বং] দেহিনাং (সর্বজীবানাং) মাননীয়োঽসি।

৩৪। **মূলানুবাদঃ** হে মহাভাগ! আপনার সহ্যের অতীত তেজে প্রতিহত প্রভাব আমরা আপনাকে বারম্বার চেয়ে দেখতেও সমর্থ হচ্ছি না, কথা বলা বা জিজ্ঞাসা করার কথা আর কি আছে? অতএব আপনি সর্বজীবের মাননীয়ই কেউ নিশ্চয়।

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** নূনং বিতর্কে। আত্মীয়েনৈবেতি স্বাপরাধঃ পরিহৃতঃ, বিনয়শ্চ ব্যঞ্জিতঃ। স্বস্যাপরাধাভাবং পরমভাগ্যদশাং চ ব্যঞ্জয়তি—অনন্তরমিতি; শ্রীমানিতি শ্রীমন্নিতি বা পাঠঃ। ভবতৈব নিজশত্রুরসৌ বুদ্ধ্যা ঘাতিত ইত্যপি বুদ্ধমিত্যাশয়েনাহ—অমিত্রং শাস্তি দণ্ডয়তীতি তথা সঃ, অমিত্রশাতন ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ ॥জী০ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **নূনং**—বিতর্কে (আমার মনে হয়), **আত্মীয়েন এব**—'স্বীয়েন' অর্থাৎ নিজের দ্বারাই, এইরূপে নিজের অপরাধ পরিহার করা হল ও বিনয় ব্যঞ্জিত হল। নিজের অপরাধ-অভাব ও পরমভাগ্যদশা প্রকাশ করা হচ্ছে—'অনন্তরং ভবান্' ইত্যাদি দ্বারা। পাঠ ভেদ, শ্রীমান্ বা শ্রীমৎ। **অমিত্রশাসনঃ**—(শত্রুশাসন) এ নিজ শত্রু [বুদ্ধ্যা] এই বুদ্ধিতেই আপনার দ্বারা ঘাতিত, [বুদ্ধ] 'জ্ঞানী' এই আশয়ে বলা হচ্ছে শত্রুকে দণ্ডদান করেন, এরূপই আপনি। 'অমিত্রশাতন' এরূপ পাঠেও একই অর্থ ॥জী০ ৩৩॥

৩৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তব তেজসা হতম্ ওজঃ প্রভাবো যেষাং তথাভূতা বয়ং ভূরি কিমর্থমত্রাগতোঽসি? কুত্র বা যাস্যসি? কিংবাঽধুনা করিষ্যসি? ইত্যাদিকং বহু প্রষ্টুং ন শক্নুমঃ। বক্তুমিতি বক্তব্যে হতৌজস্ত্বাদেব ভাববরণাশক্তেঃ। প্রষ্টুম্ ইত্যুক্তং, দ্রষ্টুমিতি পাঠে দ্রষ্টুমপি, কুতো বক্তুং প্রষ্টুং বেত্যর্থঃ। এতাবত্তু নির্ণীতমিত্যাহ—দেহিনাং ব্রহ্মাদীনাং মাননীয়োঽসি ইতি তচ্চ যুক্তমেবেতি সম্বোধয়তি—মহল্লোকোত্তরং ভাগং মাহাত্ম্যসমূহো যস্য, হে তথাবিধেতি ভগশব্দাৎ সমূহে অণ্ প্রত্যয়ঃ ॥ জী ৩৪॥

৩৪। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **তে**—তোমার **তেজসা**—তেজে। **হতৌজসো**—বিগত হয়েছে প্রভাব যাদের তথাভূত আমরা **ভূরি**—কিসের জন্য এই অরণ্যগুহায় এসেছেন? কোথায় যাবেন? কিংবা অধুনা কি করবেন ইত্যাদি বহু **প্রষ্টুং**—প্রশ্ন করতে পারলাম না। তাই বলা হচ্ছে। পাঠভেদ- দ্রষ্টুম্, এতে অর্থ আসছে, তাকিয়ে দেখতেই পারছি না, উক্তির কথা

এবং সম্ভাষিতো রাজ্ঞা ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
প্রত্যাহ প্রহসন্ বাণ্যা মেঘনাদগভীরয়া ॥৩৫॥

শ্রীভগবানুবাচ।
জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ! সহস্রশঃ।
ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি ॥৩৬॥

৩৫। **অন্বয়ঃ** রাজ্ঞা (মুচুকুন্দেন) এবং সম্ভাষিত ভূতভাবনঃ (অনুকম্পায় ভূতমাত্রং পালয়িতুম্ প্রবৃত্ত ইত্যর্থঃ) ভগবান্ প্রহসন্ মেঘনাদগভীরয়া বাণ্যা (বাচা) প্রত্যাহ।

৩৬। **অন্বয়ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—অঙ্গ! [হে] (রাজন্!) মে (মম) সহস্রশঃ জন্মকর্মাভিধানানি (জন্মানি কর্মানি নামানি চ) সন্তি, অনন্তত্বাৎ [তানি] ময়াপি (কিমুতান্যেন) অনুসংখ্যাতুং সংখ্যাত সদৃশমপি কর্তুং ন হি (নিশ্চিতং) শক্যন্তে।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** রাজা মুচুকুন্দের দ্বারা এইরূপে সম্ভাষিত হয়ে জীবমাত্রের পালক কৃষ্ণ শ্রীমুখের প্রসন্নতা স্বভাবেই ঈষৎ হাসতে হাসতে মেঘনাদবৎগম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর দিলেন।

৩৬। **মূলানুবাদঃ** শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে রাজা মুচুকুন্দ! জন্ম-কর্ম-নাম সমূহ অনন্ত হওয়া হেতু সে সকল আমি নিজেও কোনও প্রকারে গণনার সাদৃশ্য দানেও সমর্থ নই—অন্যের কথা আর বলবার কি আছে?

বা প্রশ্ন করার কথা তো দূরে। এতটুক তো নির্ণত হয়েছে, তাই বলছি। **দেহিনাঃ**—আপনি ব্রহ্মাদির মাননীয়—কথাটা সঙ্গতই তাই সম্বোধন করা হল **মহাভাগ**—লোকাতীতমহত্ব বিশিষ্ট 'ভাগ্যং' মাহাত্ম্যসমূহ যাঁর, হে তথাবিধ ॥জী০ ৩৪॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অনুকম্পয়া ভূতমাত্রং ভাবয়তি পালয়িতুং প্রবৃত্তঃ, কিমুত তাদৃশমিতি, তথাহ—ত এব প্রহসন্। মেঘেতি স্বভাবানুবাদঃ ॥জী০ ৩৫॥

৩৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **ভূতভাবনঃ**—ভগবান্ অনুকম্পায় জীবমাত্রকেই পালন করবার জন্য প্রবৃত্ত, মুচুকুন্দ রাজার মতো ভক্তজনকে যে করবেন, তাতে আর বলবার কি আছে' এই আশয়ে বলা হচ্ছে, অতএব **প্রহসন্**—শ্রীমুখের প্রসন্নতা স্বভাবেই ঈষৎ হাসতে হাসতে। **মেঘনাদগভীরয়া**—মেঘনাদবৎ গম্ভীরস্বরে—ইহা স্বভাবেরই অনুবাদ জী০ ৩৫॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অমিত্রশাসনেতি মন্যে মদ্দ্বারেণ ত্বয়ৈব স্বশত্রুর্ঘাতিত ইতি ভাবঃ ॥বি০ ৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **অমিত্রশাসনঃ**—আপনি 'শত্রুশাসন' তাই মনে হয় আমার দ্বারে আপনার দ্বারাই শত্রুঘাতিত, এরূপ ভাব ।বি০ ৩৩॥

ক্বচিদ্রজাংসি বিমমে পার্থিবান্যুরুজন্মভিঃ।
গুণকর্ম্মাভিধানানি ন মে জন্মানি কর্হিচিৎ ॥৩৭॥

কালত্রয়োপপন্নানি জন্মকর্ম্মাণি মে নৃপ!।
অনুক্রমন্তো নৈবান্তং গচ্ছন্তি পরমর্ষয়ঃ ॥৩৮॥

৩৭। **অন্বয়ঃ** [যদি কশ্চিৎজনাঃ] ক্বচিৎ (কদাচিৎ) পার্থিবানি (পৃথিবীস্থিতানি) রজাংসি (ধূলিকণান্) বিমমে (গণিতবান্) [তথাপি] উরুজন্মভিঃ (বহুভিঃ জন্মভিঃ অপি) কর্হিচিৎ (কদাচিৎ) মে (মম) গুণকর্মাভিধানানি (গুণাশ্চ কর্মণি চ অভিধানানি নামানি চ) জন্মানি ন (ন বিমিমীতে)।

৩৮। **অন্বয়ঃ** নৃপ! (হে রাজন্) কালত্রয়োপপন্নানি ('কালত্রয়ে') ভূতে ভবিষ্যতি বর্তমানে চ উপপন্নানি (সিদ্ধানি) মে (মম) জন্মকর্মানি অনুক্রমন্তঃ (ক্রমেণ গণয়ন্তঃ) পরমর্ষয়ঃ (ভৃগু-পরাশর-বৈশম্পায়ন-শনকাদয়ঃ) অন্তং নৈব গচ্ছন্তি।

৩৭। **মূলানুবাদঃ** যদি কোনও সূক্ষ্মবুদ্ধি লোক কদাচিৎ পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করতে সমর্থ হয়, তথাপি বহু জন্মেও কদাচিৎ আমার গুণ-কর্ম-নাম সমূহ গণনা করতে সমর্থ হবে না।

৩৮। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! যদিও ভৃগু-পরাশরাদি বৈদান্তিক ঋষিগণ আমার ভূত-ভবিষ্যত বর্তমান, এই ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম ও কর্ম সকলের যথাক্রমে গণনা করতে গিয়ে অন্ত পায়নি। তথাপি হে মুচুকুন্দ! আমি আমার বর্ত্তমান জন্ম কর্মাদি বিষয় বলছি, আমার মুখে আপনি শ্রবণ করুন।

৩৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** তানি চ সহস্রাণি অনুসংখ্যাতুং সংখ্যাতসদৃশমপি কর্ত্তুম্; 'অনু হীনে সহার্থে চ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপি' ইতি বিশ্বঃ। হি নিশ্চিতম্ ॥জী০ ৩৬॥

৩৬। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ সহস্রশঃ**—জন্ম-কর্ম-নাম সকল ও সহস্র সহস্র এদিকে **অনুসংখ্যাতুং**—গোণার সাদৃশ্য দানে আমিও সমর্থ নই। 'অনু হীনে সহার্থেচ পশ্চাৎ সাদৃশ্যয়োরপি' ইতি বিশ্ব। **হি**—নিশ্চিত ॥জী০ ৩৬॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** বিমমে বিমিমীতে, তথাপি মে জন্মানি ন বিমিমীতেত্যর্থঃ। কীদৃশানি? গুণৈঃ কর্ম্মভিশ্চাভিধানানি নামানি যত্র তাদৃশানি; টীকায়াং জন্মানীতি কর্ম্মাণ্যুপলক্ষয়তি উত্তরানুরোধাৎ। ন মে জন্মানীত্যন্বয় ইতি তু চিৎসুখঃ ॥জী০ ৩৭॥

৩৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ ক্বচিৎ রজাংসি বিমমে**—গণিতবান্, তথাপি আমার জন্মসমূহ গণনীয় নয়। ঐ জন্ম সকল কিদৃশ? এরই উত্তরে—এ সকল **গুণকর্ম্মাভিধানানি**—গুণচয় ও কর্মসমূহের থেকে উত্থিত। শ্রীধরের টীকাতে 'জন্মনীতি' কর্মানি উপলক্ষিত হয়েছে ৩৬ শ্লোকের অনুরোধে জী০ ৩৭॥

তথাপ্যদ্যতনান্যঙ্গ শৃণুষ্ব গদতো মম।
বিজ্ঞাপিতো বিরিঞ্চেন পুরাহং ধর্ম্মগুপ্তয়ে।
ভুমের্ভারায়মাণানামসুরাণাং ক্ষয়ায় চ ।৩৯।
অবতীর্ণো যদুকুলে গৃহ আনকদুন্দুভেঃ।
বদন্তি বাসুদেবেতি বসুদেবসুতং হি মাম্ ।৪০।

৩৯। **অন্বয়ঃ** তথাপি অঙ্গ! অদ্যতনানি (আধুনিকানি) [তানি] গদতঃ (কথয়তঃ) মম (মত্তঃ) শৃণুষ্ব (আকর্ণয়), পুরা অহং ধর্মগুপ্তয়ে (ধর্মপরিত্রাণায়, সাধূনাং রক্ষণায় ইত্যর্থঃ) ভুমের্ভারায়মাণানাং (ভারভূতানাং) অসুরাণাং ক্ষয়ায় (বধায়) চ বিরিঞ্চেন (ব্রহ্মণা) বিজ্ঞাপিতঃ (প্রার্থিতসন্)।

৪০। **অন্বয়ঃ** যদুকুলে আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) গৃহে অবতীর্ণঃ মাং হি বসুদেবসুতং বাসুদেবেতি বদন্তি।

৩৯-৪০। **মূলানুবাদ ঃ** পূর্বে ব্রহ্মা ধর্মের রক্ষা ও ভূভারস্বরূপ অসুরগণের সংহার সাধনের নিমিত্ত প্রার্থনা করায় আমি যদুকুলে শ্রীবসুদেব-ভবনে অবতীর্ণ হয়েছি।

শ্রীরামাদির চিত্ত অধিষ্ঠাতা বসুদেব পুত্ররূপে বাসুদেব নাম সম্ভব হলেও পিতৃস্নেহাধিক্যে আমাতেই বাসুদেব নামের প্রসিদ্ধি। এ কারণে আমাকেই লোকে বাসুদেব বলে থাকে।

৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** কালেতি সার্দ্ধকম্। কালত্রয়ে উপপন্নানি সিদ্ধানি ভূতে বা ভবিষ্যতি বা বর্ত্তমানে বা কানিচিদপীত্যর্থঃ। কর্ম্মাণীতি—গুণনাম্নামুপলক্ষণম্। অনুক্রমন্তঃ ক্রমেণ গণয়ন্তঃ ন গচ্ছন্তি 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' (শ্রীতৈ ২।৪।১) ইত্যাদেঃ। এব নির্দ্ধারণে, পরমর্ষয়ঃ বেদান্তা অপি, তথাপি ভবদনুরোধেনাদ্যতনানি সাম্প্রতানি পরমদুরূহাণ্যপি গদতো মম কথয়তো মত্তঃ সকাশাৎ শৃণুষ্ব মাত্রং, ন তু তত্ত্বতঃ পরিমাণতো বা জ্ঞাতুমিচ্ছেত্যর্থঃ ॥জী০ ৩৮॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ কাল ইতি**—'কাল' থেকে 'মম' পর্যন্ত দেড় শ্লোক এক সঙ্গে ব্যাখ্যা। **কালত্রয়ে উপপন্নানি**—ভূত বা ভবিষ্যত বা বর্তমান যে কোনও কালেই সিদ্ধ অর্থাৎ ত্রিকালসিদ্ধ জন্ম, **কর্মাণি**—ও কর্ম—এই কর্মশব্দে উপলক্ষণে গুণ ও নামকেও বুঝানো হল। **অনুক্রমন্তঃ**—যথাক্রমে গণনা করতে গিয়ে **অন্তং নৈব গচ্ছন্তি**—অন্তপাননি। কারণ মন ও বাক্য (অন্ত না পেয়ে) ফিরে আসে; ইহা নিশ্চয়। —(শ্রীতৈ ২।৪।১) **পরমর্ষয়**—পরাশরাদি পরম ঋষিগণ—বৈদান্তিক হলেও **তথাপি**—তথাপি আপনার অনুরোধে **অদ্যতনানি**—সম্প্রতি জন্ম কর্মাদি কথা পরম দুরুহ হলেও **গদতঃ মম**—কথিত হচ্ছে, আমার থেকে **শৃণুষ্ব**—শ্রবণ কর মাত্র, কিন্তু তত্ত্বতঃ বা পরিমাণতঃ জানতে ইচ্ছা করো না।জী০ ৩৮॥

কালনেমির্হতঃ কংসঃ প্রলম্বাদ্যাশ্চ সদ্দ্বিষঃ।
অয়ঞ্চ যবনো দগ্ধো রাজংস্তে তিগ্মচক্ষুষা ।৪১॥

৪১। **অন্বয়ঃ** [আধুনিকানি কর্মানি আহ] হে রাজন্! কালনেমিঃ কংসঃ হতঃ (নিহতঃ) সদ্দ্বিষঃ ('সতঃ' সাধূন্ দ্বিষন্তি ইতি তথা) প্রলম্বাদ্যাশ্চ (অসুরা হতাঃ) তে (তব) তিগ্মচক্ষুষা (উগ্রদৃষ্ট্যাময়ৈব) অয়ং যবনশ্চ দগ্ধঃ।

৪১। **মূলানুবাদঃ** আধুনিক কর্ম বলা হচ্ছে, যথা—পূর্বজন্মের যে কালনেমি এই জন্মে উগ্রসেন পুত্র কংস, সেই তাকে এবং সাধুগণের বিদ্বেষকারী প্রলম্বাদি অসুর গণকে আমি সংহার করেছি, আর এখন হে রাজন্! আপনার উগ্রদৃষ্টির তাপে কালযবনকেও পুড়িয়ে সংহার করলাম।

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** বিজ্ঞাপিত ইতি সার্দ্ধকম্। ধর্ম্মগুপ্তয়ে সাধূনাং রক্ষণায়েত্যর্থঃ ॥জী০ ৩৯॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** 'বিজ্ঞাপিত' থেকে 'আনকদুন্দুভেঃ' পর্যন্ত দেড় শ্লোক একসঙ্গে, **ধর্মগুপ্তয়ে**—সাধুদের রক্ষণের জন্য। ॥জী০ ৩৯॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** আদৌ জন্মাহ—অবতীর্ণ ইতি, নামাহ—বদন্তীত্যর্দ্ধকেন। বাসুদেবেতীতি, 'সহ সুপা' (পা ২।১।৪) ইতি সামান্যঃ সমাসঃ। নন্থ 'বসন্তি তত্র ভূতানি' ইত্যাদিনা তব নামেদং পূর্ব্বমপি প্রসিদ্ধমেব, সত্যং, কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিরোভূতেন প্রবৃত্তি-নিমিত্তবিশেষেণাধুনিকমিব প্রতীয়ত ইত্যাহ—বসুদেবসুতমিতি। হি প্রসিদ্ধৌ। শ্রীরামাদিষ্বনেকেষ্বপি তৎপুত্রেষু সৎসু প্রাধান্যান্মষ্যেব তৎপ্রসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥জী০ ৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** প্রথমে জন্ম বলা হয়েছে—অবতীর্ণ ইতি এবার নাম বলা হচ্ছে বদন্তি ইতি অর্ধ শ্লোকে **বাসুদেবেতীতি**—'সহ সুপা' ইতি সামান্য সমাস। আচ্ছা 'বসন্তি তত্র ভূতানি' ইত্যাদি দ্বারা আপনার এই নাম পূর্বেই প্রসিদ্ধ হয়ে আছে? এরই উত্তরে —সত্যই কিন্তু মধ্যে মধ্যে তিরোভূত হওয়া হেতু প্রবৃত্তি-নিমিত্ত-বিশেষণে আধুনিকের মতই প্রতীয়মান হন, তাই পুনরায় বিশেষ ভাবে পরিচয় করাবার জন্য বলা হল বসুদেব সুত। হি—প্রসিদ্ধিতে, ['বসুদেব' অর্থান্তর শুদ্ধ সত্ত্ব,] এই অর্থ ধরে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এখানে—শ্রীরামাদি অনেকেই বসুদেব পুত্র হলেও তাদের মধ্যে প্রধান হওয়ায় আমাতেই বসুদেব-পুত্র-প্রসিদ্ধ

[শ্রীসনাতন টীকা—এইরূপে আদিকাল থেকেই বাসুদেব নামের সম্যক অর্থ তা দেখানই হয়েছে, তা হলেও শ্রীরামাদির চিত্ত অধিষ্ঠাতৃ বসুদেব পুত্ররূপে বাসুদেব নাম সম্ভব হলেও পিতৃস্নেহাধিক্যে আমাতেই বাসুদেব নামের প্রসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণদামোদর-গোবিন্দাদি গোকুল সম্বন্ধি নাম সকল গুহ্য হওয়া হেতু উক্ত হল না।—অতএব মুচুকুন্দের এই সকল শ্রীকৃষ্ণাদি নাম এই জন্মে শ্রবণ অযোগ্য

সোঽহং তবানুগ্রহার্থং গুহামেতামুপাগতঃ।
প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্ব্বং ত্বয়াহং ভক্তবৎসলঃ ॥৪২॥

৪২। **অন্বয়ঃ** [কথমত্রাগত ইত্যাশঙ্ক্যাহ—] সঃ (উক্তবিধঃ) অহংতব অনুগ্রহার্থং (ত্বামনুগ্রহিতুং) এতাং গুহাং উপাগতঃ (দাক্ষিণ্যেনাগতঃ) [যতঃ] পূর্বং ত্বয়া ভক্তবৎসলঃ অহং প্রচুরং প্রার্থিতঃ (শুদ্ধভাবাদিনা দ্রষ্টুং যাচিতঃ ইত্যর্থঃ)

৪২। **মূলানুবাদঃ** এই গুহায় আপনি এসেছেন কেন, এই প্রশ্নের আশঙ্কায় বলছেন— উক্তবিধ আমি আপনাকে অনুগ্রহ করার জন্য করুণায় এই গুহায় এসেছি, কারণ পূর্বে আপনি ভক্তবৎসল আমার নিকট শুদ্ধ ভাবাদির সহিতদর্শনের জন্য প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

হওয়া হেতু পরবর্তী যোগ্য জন্মে যে পাবে তা শ্রীকৃষ্ণ নিজেই পরবর্তী ১০।৫১।৬৩ শ্লোকে বলেছেন।জী০ ৪০॥

৪১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** কর্ম্মাহ—কালনেমিরিতি ; ময়েতি শেষঃ॥জী০ ৪১॥

৪১। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** কর্ম বলা হচ্ছে, কালনেমিরিতি —আমার দ্বারা কালনেমি প্রভৃতি হত হয়েছে।জী০৪১॥

৪২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ন চ তদ্ধননার্থমেবাগতোঽস্মি, অন্যথাপি তস্য শক্যত্বাৎ ; কিন্তু ত্বৎকৃপার্থমেবেত্যাশয়েনাহ—স ইতি। তাদৃশমাহাত্ম্যোঽপ্যহং উপ দাক্ষিণ্যেনাগতঃ ; 'উপ সামীপ্যদাক্ষিণ্যদোষাখ্যাপনাত্যয়েষপি' ইতি বিশ্বঃ। প্রচুরং যথা স্যাত্তথা প্রকর্ষেণ শুদ্ধভাবাদিনার্থিতঃ, দ্রষ্টুং যাচিতো বাঞ্ছিত ইত্যর্থঃ॥জী০ ৪২॥

৪২। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** আমি কালযবন হননার্থেও আসিনি—যদি হননার্থেও আসতাম তাও পারতাম। কিন্তু এসেছি তোমাকে অনুগ্রহ করার জন্য—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, স ইতি। তাদৃশ মহিমাবিশিষ্ট হলেও আমি **উপাগত**—'উপ' দাক্ষিণ্য গুণে চালিত হয়ে এসেছি—['উপ'-সামীপ্য-'দাক্ষিণ্য' দোষাখ্যাপনাত্যয়েষ্পপি'ইতি বিশ্বঃ] **প্রচুরং**—পর্য্যাপ্ত যাতে হয় সেইরূপে **প্রার্থিতঃ**—'প্র'—প্রকর্ষেণ অর্থাৎ শুদ্ধ ভাবাদির সহিত যাচিত।জী০ ৪২॥

৩৬-৪২ **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** পরমনিরহঙ্কারিত্বেঽপি মদ্বচনশ্রবণার্থমেব স্বোৎকর্ষমসৌ দ্যোতয়ত্যতোঽহমপি পরমনিরহঙ্কারোঽপি নিজমুখেনৈবাস্য স্বোৎকর্ষমভিধাস্যামি "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে" ইতি মদুক্তেরিতি বিমৃশ্যাহ,—জন্মেতি বিমমে কশ্চিদগণয়ামাস ॥বি০ ৩৬-৪২ ॥

৩৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পরম নিরহঙ্কারী হলেও আমার বচন-শ্রবণ প্রয়োজনে নিজের উৎকর্ষ প্রকাশ করেছে এই মুচুকুন্দ, অতএব আমিও পরমনিরহঙ্কার হলেও নিজ মুখেই এর

বরান্ বৃণীষ্ব রাজর্ষে সর্ব্বান্ কামান্ দদামি তে।
মাং প্রপন্নো জনঃ কশ্চিন্ন ভূয়োঽর্হতি শোচিতুম্ ॥৪৩॥

শ্রীশুক উবাচ।

ইত্যুক্তস্তং প্রণম্যাহ মুচুকুন্দো মুদান্বিতঃ।
জ্ঞাত্বা নারায়ণং দেবং গর্গবাক্যমনুস্মরন্ ॥৪৪॥

৪৩। **অন্বয় ঃ** রাজর্ষে! বরান্ বৃণীষ্ব (প্রার্থয়) তে সর্বান্ কামান্ দদামি। মাং প্রপন্নঃ (শরণাগতোঽপি) কশ্চিন্নজনঃ ভূয়োশোচিতুম্ অর্হতি।

৪৪। **অন্বয় ঃ** শ্রীশুক উবাচ। ইতি (এতৎ উক্তসন্) মুচুকুন্দ গর্গবাক্যমনুস্মরন্ তং (শ্রীকৃষ্ণং) নারায়ণং দেবং জ্ঞাত্বা (সুষ্ঠু নিশ্চিত্য) মুদান্বিতঃ প্রণম্য (সাষ্টাঙ্গ নত্বা) আহ।

৪৩। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজর্ষে! বর প্রার্থনা করুন। আমি আপনার সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ করব। আমার শরণাগত হলেই কোন জীব আর শোচ্য থাকে না। তাদৃশ ভক্তের কথা আর বলবার কি আছে? (সুতরাং তুচ্ছ বর প্রার্থনা করো না,—ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায়।)

৪৪। **মূলানুবাদ ঃ** শ্রীশুকদেব বলছেন—রাজা মুচুকুন্দ শ্রীভগবান্ কর্তৃক উপর্যুক্ত প্রকারে উক্ত হয়ে গর্গ বাক্য স্মরণকরত সম্মুখের করুণার মূর্তিকে স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বলে সুষ্ঠুভাবে নিশ্চয় করত আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত বলতে লাগলেন,—

নিকট নিজ উৎকর্য সম্যক্‌রূপে তুলে ধরব। 'আমাকে যে যে ভাবে ভজনা করে, আমি তাকে সে ভাবেই ভজনা করে থাকি'—ইহা আমারই উক্তি। এই উক্তি বিবেচনা করত শ্রীকৃষ্ণ বললেন 'জন্ম' ইতি॥ বি° ৩৬॥

৩৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিস্ময়ে**—কদাচিৎ গণনা করা যায়।বি° ৩৭॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** হে রাজর্ষে ইতি রাজ্ঞ ঋষেশ্চ যোগ্যান্ সর্বানিতি ভাবঃ। প্রপন্নঃ শরণাগতোঽপি, কিং পুনর্ভক্তিমাংস্তাদৃশ ইত্যর্থঃ। ন ভূয় ইতি, তস্মাত্তুচ্ছো বরো ন মৃগ্য ইতি তু নিগূঢ়ো ভাবঃ ॥জী° ৪৩॥

৪৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** হে রাজর্ষে! রাজার ও ঋষির যোগ্য সর্বান্—সকল কাম্য বস্তুই দিব। **প্রপন্নঃ**—শরণাগতোঽপি **ন ভূয় ইতি**—পুনরায় আর শোচ্য থাকেনা পুনরায় তাদৃশ ভক্তের কথা আর বলবার কি আছে!—সুতরাং তুচ্ছ বর প্রার্থনা কর না, ইহাই নিগূঢ় অভিপ্রায় জী° ৪৩॥

শ্রীমুচুকুন্দ উবাচ।

বিমোহিতোঽয়ং জন ঈশ মায়য়া
তবদীয়য়া ত্বাং ন ভজত্যনর্থদৃক্।
সুখায় দুঃখপ্রভবেষু সজ্জতে
গৃহেষু যোষিৎ পুরুষশ্চ বঞ্চিতঃ ॥৪৫॥

৪৫। **অন্বয়ঃ** মুচুকুন্দ উবাচ—ঈষ! (হে পরমেশ্বর!) যোষিৎ পুরুষশ্চ (ইতি দ্বিবিধোঽপি) অয়ংজনঃ ত্বদীয়য়া (ত্বৎসম্বন্ধিন্যা) মায়য়া বিমোহিতঃ অনর্থদৃক্ ত্বাং (পরমার্থরূপিনং ভবন্তং) নভজতি [ইতি] বঞ্চিত [সন্] দুঃখপ্রভবেষু (দুঃখানামেব 'প্রভবঃ" উৎপত্তির্যেষু তেষু) গৃহেষু (তৎসম্বন্ধি-পুত্রাদিধনেষু) সজ্জতে (আসক্তো ভবতি)।

৪৫। **মূলানুবাদঃ** মুচুকুন্দের উক্তি—আপনার শ্রীচরণে ভক্তি পরিহার করত যেহেতু কাম্য-বিষয় সকল বরণ করে নেয়, ইহাই আপনার মায়া।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে পরমেশ্বর! স্ত্রী-পুরুষ দ্বিবিধ লোকই আপনার মায়ায় বিমোহিত হয়ে অনর্থস্বরূপ সংসারে বদ্ধদৃষ্টি হয়।

পরমার্থস্বরূপ আপনার দিকে দৃষ্টি যায় না, তাই আপনাকে ভজন করে না—এইরূপে বঞ্চিত হয়ে দুঃখের উৎপত্তি স্থান গৃহ ও তৎসম্বন্ধি পুত্রাদিধনে আসক্ত হয়।

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** শোচিতুং নার্হতীত্যনৈর্দ্দত্তেষু বরেষু ক্ষীয়মাণেষু সৎসু যথা শোচতি নৈব মাং প্রপন্নঃ। মদ্দত্তবরাণামক্ষয়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥বি০ ৪৩॥

৪৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ শোচিতুম্ ন অর্হতি ইতি**—শোকের যোগ্য থাকে না অর্থাৎ শোচ্য থাকে না,—অন্যের দত্ত বর যথা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেলে শোক করে, এরূপ আমাতে শরণাগত জন করে না—আমার দত্ত বর অক্ষয় হওয়া হেতু।বি০ ৪৩॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ইত্যেতদুক্তঃ সন্ গর্গবাক্যমনুস্মরংস্তং নারায়ণং দেবং স্বয়ং ভগবন্তং কৃষ্ণং জ্ঞাত্বা সুষ্ঠু নিশ্চিত্য মুদান্বিতঃ প্রণম্য সাষ্টাঙ্গং নত্বাহ ॥জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ ইতি**—উপর্যুক্ত কথা বলা হয়ে গেলে গর্গবাক্য **অনুস্মরন্**—স্মৃতিতে নিয়ে এসে সম্মুখের এই করুণার মূর্তিকে **নারায়ণং দেবং**—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বলে **জ্ঞাত্বা**—ভাল করে নিশ্চয় করে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে **প্রণম্য**—সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করত বললেন,—

[শ্রীসনাতন—বৃদ্ধ গর্গ ঋষির বাক্য—অষ্টাবিংশতিতম যুগে বসুদেব গৃহে ভগবান্ অবতীর্ণ হবেন—এই বাক্য স্মরণে নিয়ে এসে আনন্দিত হয়ে প্রণাম করে বললেন।] ॥জী০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** অষ্টাবিংশতিতমে যুগে ভগবানবতরিষ্যতি তং ত্বং দ্রক্ষ্যসীতি বৃদ্ধ-

লব্ধ্বা জনো দুর্ল্লভমত্র মানুষং
কথঞ্চিদব্যঙ্গমযত্নতোঽনঘ।
পাদারবিন্দং ন ভজত্যসন্মতি-
গৃহান্ধকূপে পতিতো যথা পশুঃ ॥৪৬॥

৪৬। **অন্বয়ঃ** [হে] অনঘ! (হে যৎকিঞ্চিৎভজনেন সর্বদুঃখনিবর্তক) অত্র (ভারতভূমৌ) অব্যঙ্গং (অবিকলাঙ্গং অর্থাৎ ভবৎপদারবিন্দ ভজনার্হম্) মানুষং (মনুষ্যদেহম্) কথঞ্চিৎ (পূর্বাদৃষ্টেন্ ত্বদীচ্ছয়া বা) অযত্নতঃ (প্রয়াসমন্তরা) লব্ধ্বা (প্রাপ্যাপি) অসন্মতিঃ (অসতি বিষয়সুখে মতিঃ যস্য তথাভূতঃ) পশুর্যথা গৃহান্ধকূপে পতিতঃ (চ সন্ পদারবিন্দং ন ভজতি)।

৪৬। **মূলানুবাদঃ** হে অনঘ! [ভজনমাত্রে সর্বদুঃখ নিবর্তক!] এই ভারতভূমিতে মানুষ পূর্বজন্মের অদৃষ্টবশে বিনা প্রয়াসে ভজনযোগ্য সুস্থ শরীর পেয়েও অসৎ বিষয় সুখে মজে যায়। আদরে, এমন কি অভিলাষশূন্য ভাবেও ভজন করে না। পশুর মত বিবেকরহিত ভাবে গৃহান্ধকূপে পতিত হয়।

গর্গবাক্যমনুস্মরন্নিত্যর্থঃ ॥বি০ ৪৪॥

৪৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** অষ্টাবিংশতিতম যুগে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হবেন তাকে তুমি দর্শন করবে,—এই পূর্ব বৃদ্ধগর্গ বাক্য স্মরণ করত।বি০ ৪৪॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ত্বদীয়য়েতি- দুর্লঙ্ঘত্বমভিপ্রেতম্। অয়মিতি—এতচ্চ প্রত্যক্ষমেবেত্যর্থঃ। গৃহেষু তেষু তৎসম্বন্ধি-পুত্রধনাদিষু চ সজ্জতে, আসক্তো ভবতি, ন চ সাক্ষাদ্দুঃখেঽপি কদাচিৎ নির্বিণ্ণঃ স্যাৎ। রত্যাদিনা প্রতারণাদিত্যাহ—বঞ্চিত ইতি ॥জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** মুচুকুন্দ বললেন। **ত্বদীয়য়া ইতি**—আপনার মায়ায়, এখানে 'ত্বদীয়' শব্দ প্রয়োগে এই মায়ার দুর্লঙ্ঘত্ব অভিপ্রেত। **অয়ম্ জনঃ**—এই লোক সকল বিমোহিত ইহা যে প্রত্যক্ষই তা বুঝানো হল এই 'অয়ম' শব্দ দ্বারা। **গৃহেষু**—গৃহে ও তৎসম্বন্ধি পুত্রধনাদিতে **সজ্জতে**—আসক্ত হয়, সাক্ষাৎ দুঃখেও কখনও নির্বেদপ্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ দুঃখ বোধ হয় না—কামপত্নী প্রভৃতি দ্বারা প্রতারণা হেতু, এই আশয়ে বলা হচ্ছে 'বঞ্চিত'। ॥জী০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** ত্বদ্ভক্তিং পরিহায় কামা যতঃ ব্রিয়ন্তে এষব তব মায়েত্যাশয়েনাহ,—বিমোহিত ইতি। যোষিচ্চ জনঃ পুরুষশ্চ জনো বঞ্চিত ইত্যন্বয়ঃ ।বি০ ৪৫॥

৪৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আপনার চরণে ভক্তি পরিহার করত যেহেতু কাম্য বিষয় সকল বরণ করে নেয়,—ইহাই আপনার মায়া।—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—'বিমোহিত' ইতি। যোষিৎ

মমৈষ কালোঽজিত নিষ্ফলো গতো
রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধমদস্য ভূপতেঃ।
মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ সুতদারকোশভূ-
ষ্বাসজ্জমানস্য দুরন্তচিন্তয়া ॥৪৭॥

৪৭। **অন্বয়ঃ** (ন কেবলমন্যেষাং মমাপি তথা ইত্যাশয়েনাহ—) অজিত! ভূপতেঃ (সর্বপৃথ্বীশাভিমানিনঃ) [অতঃ] রাজ্যশ্রিয়া উন্নদ্ধমদস্য (উন্নদ্ধঃ সংবৃদ্ধঃ মদো যস্য তস্য) মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ (মরণধর্মিণি শরীরে আত্মবুদ্ধির্যস্য তস্য) সুতদারকোশভূষু (পুত্র-কলত্র-ধনাগার-রাজ্যেষু) আসজ্জমানস্য (অত্যাসক্তস্য) মম দুরন্তচিন্তয়া এষকালঃ নিষ্ফলো গতঃ।

৪৭। **মূলানুবাদঃ** এক্ষেত্রে আমারও কোনও বিশেষত্ব নেই, সাধারণ মানুষের দলভুক্তই আমি এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

হে অজিত! সর্বপৃথ্বীশ্বর অভিমানে আমি রাজ্য সম্পদের দ্বারা অতিশয় গর্বিত হয়েছিলাম, আর এই নশ্বর দেহকেই আত্মাজ্ঞান করত পুত্র-কলত্র-ধনাগার ও রাজ্যে অত্যন্ত আসক্ত হওয়াতে দুরন্ত চিন্তাতেই এতাবৎ কাল নিষ্ফলেই অতিবাহিত হয়েছে।

জনও, পুরুষজনও উভয়েই বঞ্চিত অর্থাৎ প্রতারিত ।বি০ ৪৫॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** মানুষং মানুষ্যম্; অনঘ হে যৎকিঞ্চিদ্ভজনেন সর্ব্বদুঃখনিবর্ত্তক! কথঞ্চিৎ পূর্ব্বাদৃষ্টেন লব্ধ্বা পাদারবিন্দং ত্বদীয়মিতি প্রকরণবলাৎ সাক্ষাদনুক্তিঃ। সম্ভ্রমেণাযত্নতোঽপি ন ভজতি; অপ্রয়াসেন তস্য যদ্ভজনং, তদপি ন কুরুতে; অভজনে হেতুঃ—যথা পশুস্তথাবাসম্মতঃ বিবেক-রহিতঃ; অতো গৃহান্ধকূপে পতিতশ্চ ভবতি॥জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **মানুষং**—মনুষ্য দেহ। **অনঘ**—[হে] যৎকিঞ্চিৎ ভজনে সর্বদুঃখ নিবর্তক। **কথঞ্চিৎ**—পূর্বঅদৃষ্টে পেয়ে গেলেও **পাদারবিন্দং**—এই বাক্যের পূর্বে 'ত্বদীয়ম্' বাক্যটি প্রকরণ বলেই পাওয়া যাওয়া হেতু সাক্ষাৎভাবে উক্ত হয় নি। **—ন ভজতি—** আদরে, এমন কি অযত্নেও ভজন করে না **অযত্নতঃ**—অভিলাষশূণ্য ভাবে তাঁর যে ভজন, তাও করে না; অভজনে হেতু—**যথা পশু**—পশুর মত **অসম্মতঃ**—বিবেকরহিত। অতএব গৃহরূপ অন্ধকূপে পতিত হয় ॥জী০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অহো দ্বিত্রিবরাটিকামূল্যেনাজ্ঞশ্চিন্তামণিং বিক্রীণাতীত্যাহ,—লব্ধ্বেতি। অত্র ভারতভূমৌ অব্যঙ্গমবিকলাঙ্গম্ ॥বি০ ৪৬॥

৪৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অহো অজ্ঞব্যক্তি দু-তিন কড়ি মূল্যে চিন্তামণি বিক্রী করে দেয়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে, লব্ধ্বা ইতি **অত্র** (ভারতভূমৌ) **অব্যঙ্গম্**—অবিকলাঙ্গম্ ॥বি০ ৪৬॥

কলেবরেঽস্মিন্ ঘটকুড্যসন্নিভে
নিরূঢ়মানো নরদেব ইত্যহম্ ।
বৃতো রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈ-
র্গাং পর্য্যটংস্ত্বাগণয়ন্ সুদুর্ম্মদঃ ॥৪৮॥

৪৮। **অন্বয়ঃ** (উন্নদ্ধমদত্বং প্রপঞ্চয়তি)—ঘটকুড্যসন্নিভে (ঘটপটাদিসদৃশে) [অনাত্মনি] অস্মিন্ কলেবরে অহং নরদেবঃ (নরাণাং দেবঃ অধিপতিঃ) ইতি নিরূঢ়মানঃ (বদ্ধমূল অভিমানং) রথেভাশ্বপদাত্যনীকপৈঃ (রথাশ্চ 'ইভাঃ' হস্তিনশ্চ অশ্বাশ্চপদাতয়ঃ সৈনিকাশ্চ অনীকপঃ সেনাপতয়শ্চ) তে [তৈ] বৃতঃ (বেষ্টিতঃ) গাং (পৃথ্বীং) পর্যটন্ (পরিতঃ ভ্রমন্) ত্বা (ত্বাং ভগবন্তম্) অগণয়ন্ (বিস্মরণাদিভিরনাদ্রিয়মাণঃ সন্) সুদুর্মদঃ (যতঃ আসং অতঃ মমৈব কালঃ নিষ্ফলো গতঃ ইত্যর্থঃ।)

৪৮। **মূলানুবাদ ঃ** ৪৭ শ্লোকস্থ তাদৃশ দুরন্তচিন্তার পর্যাবসান দশা প্রকাশ করা হচ্ছে—ঘটপটাদি সদৃশ অনাত্মন এই দেহে আমি 'রাজরাজেশ্বর' বদ্ধমূল অভিমান পোষণ করে চলেছি, রথ-হস্তি-অশ্ব-পদাতিক সৈনিক সেনাপতি প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হয়ে পৃথিবীর চতুর্দিকে ভ্রমণ করতে করতে আপনাকে বিস্মরণাদি হেতু আদর না করে অতিশয় উন্মত্ত অবস্থায় ছিলাম, তাই আমার সময় নিষ্ফলে গিয়েছে।

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** মম তু তত্রাবিশেষ ইত্যাহ—মমেতি। এষ বহুযুগলক্ষণঃ; নিষ্ফলত্বে হেতুঃ—অজিত হে মদ্বিধ, বহির্মুখাবশীকৃত! ভক্তিবিঘ্নে হেতুঃ—ভূপতেঃ সর্ব্বপৃথ্বীশাভিমানিনঃ, অতো রাজ্যশ্রিয়োন্নদ্ধঃ সংবৃদ্ধো মদো যস্য তস্য ; অতো মর্ত্ত্যাত্মবুদ্ধেঃ, অতএব চ সুতাদিষ্বপ্যাসজ্জমানস্য, তত্রাপি 'ইদমদ্য ময়া লব্ধম্' (শ্রীগী ১৬।১৩) ইত্যাদ্যুক্তদুরন্তচিন্তয়াঽপারচিন্তনেন ; যদ্বা, দুঃখমন্তে যস্যাস্তয়া তাদৃশচিন্তয়াঽতো ন কেবলং নিষ্ফলত্বং, কিন্তু দুঃখদত্বমপীতি ভাবঃ ॥জী০৪৭॥

৪৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** এক্ষেত্রে আমারও কোনও বিশেষত্ব নেই—সাধারণ মানুষের দলভুক্ত আমিও। —এ আশয়ে বলা হচ্ছে, মম ইতি। **এষ কাল**—'এষ' বহুযুগলক্ষণ-কাল। 'নিষ্ফলো গতো' নিষ্ফলে হেতু **অজিত**—[হে] মদ্বিধ বহির্মুখজনের অবশীকৃত! ভক্তি বিঘ্নে হেতু ভূপতেঃ—সর্বপৃথিবীর প্রভু জ্ঞান, এ হেতু বেড়ে ওঠা অহঙ্কার, এ হেতু নশ্বর দেহাদিতে আত্মাজ্ঞান। আরও অতঃপর সুতাদিতেও অত্যাসক্ত **মম**—আমার এতাবৎকাল **দুরন্তচিন্তয়া**—তত্রাপি 'আজ আমি এই বস্তু পেয়েছি, এতো আছেই পুনরায় এই ধনপাব'—(শ্রীগী০ ১৬।১৩) ইত্যাদি উক্ত **দুরন্তচিন্তয়**—অপার চিন্তনে নিষ্ফলে গেছে। অথবা, [দুঃ+অন্ত=দুরন্ত] যার শেষ দুঃখে তাদৃশ চিন্তায় সময় নিষ্ফলে গেছে—কেবল তাই নয় কিন্তু এই চিন্তা দুঃখদও, এরূপ ভাব ।।জী০ ৪৭।।

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** যমহং নিন্দামি সচাহমেবেত্যাহ,—মমেতি। মর্ত্যে শরীরে এব আত্মবুদ্ধির্যস্য তস্য ।।বি০ ৪৭।।

প্রমত্তমুচ্চৈরিতিকৃত্যচিন্তয়া
প্রবৃদ্ধলোভং বিষয়েষু লালসম্ ।
ত্বমপ্রমত্তঃ সহসাভিপদ্যসে
ক্ষুল্লেলিহানোঽহিরিবাখুমন্তকঃ ॥৪৯॥

৪৯। **অন্বয়ঃ** [ত্বাং অগণয়ন্তং ত্বং আক্রমসি ইত্যাহ] ইতি কৃত্যচিন্তয়া (এবমেবং করণীয়ং ইতি মনোরথপরম্পরয়া উচ্চৈঃপ্রমত্ত (নিতরাং অনবহিতং বিষয়েষু লালসং (তদীপ্সাভরাকুলং) প্রবৃদ্ধলোভং (তেষাং ভোগাদনুপরতম্, প্রাপ্তে তু বিষয়ে পরিবর্দ্ধিত তৃষ্ণাযুক্তং) [জনং] অপ্রমত্তঃ (সদাপ্রবুদ্ধঃ) অন্তকঃ (কালরূপঃ) ত্বম্, ক্ষুৎল্লেলিহানঃ (ক্ষুধয়া স্বর্দ্বিণী লেলিহানঃ) অহিঃ আখুম্ (মুষিকম্) ইব সহসা অভিপদ্যসে (অভিভবসি)।

৪৯। **মূলানুবাদঃ** শ্রীভগবান্ আপনাকে আদর না-করা জনকে কালরূপী আপনি আক্রমন করেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—

এইরূপ আমার করণীয়, এইরূপ মনোরথ পরম্পরা হেতু আপনার বিষয়ে অতিশয় অমনোযোগী, অপ্রাপ্ত বিষয়ে অভিলাষ ভরাকুল, ও সেইসব থেকে অনিবৃত্ত ও প্রাপ্ত বিষয়ে পরিবর্ধিত তৃষ্ণাতুর জনকে সদা জাগ্রত কালরূপ আপনি উহার অলক্ষিতে গ্রাস করে থাকেন, যেমন নাকি ক্ষুধায় ওষ্ঠ-প্রান্ত পুনঃ পুনঃ লেহনকারী সর্প ইঁদুরকে গ্রাস করে থাকে।

৪৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** যাকে আমি নিন্দা করছি, সে তো আমিই এই আশয়ে বলা হচ্ছে মম ইতি। **মর্ত্ত্যে**—শরীরেই আত্মবুদ্ধি যার, তার।বি০ ৪৭॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অস্মিন্ সর্ব্বদোষাস্পদেঽগণয়ন্ বিস্মরণাদিভিরনাদ্রিয়মাণঃ॥ জী০ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** **কলেবরেঽস্মিন**—'অস্মিন্' এই সর্বদোষাস্পদ কলেবরে অভিমান। **ত্বা অগণয়ন্**—আপনাকে (শ্রীভগবান্‌কে) বিস্মরণাদি হেতু আদর না করে। ॥জী০ ৪৮।

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কুড্যং ভিত্তিঃ যতোঽহং সুদুর্ম্মদোঽভূবম্। অত এষ কালো নিষ্ফলো গত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥বি০ ৪৮॥

৪৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **কুড্য**—ভিত্তি। যেহেতু আমি বিষয়ে অতিশয়মত্ত, তাই আমার সময় নিষ্ফলেই গিয়েছে, এই টুকু পূর্বের শ্লোকের সহিত অন্বয়। বি০ ৪৮॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা০** তাদৃশচিন্তায়াঃ পর্য্যবসানদশাং ব্যঞ্জয়তি—প্রমত্তমিতি। উচ্চৈঃ প্রমত্তং ত্বয়ি স্মরণাদৌ চাবধানরহিতম্, অতঃ প্রাপ্তেষু বিষয়েষু প্রবৃদ্ধলোভং, তেষাং ভোগা-

পুরা রথৈর্হেমপরিষ্কৃতৈশ্চরন্
মতঙ্গজৈর্বা নরদেবসংজ্ঞিতঃ।
স এব কালেন দুরত্যয়েন তে
কলেবরো বিট্‌কৃমিভস্মসংজ্ঞিতঃ ॥৫০॥

৫০। **অন্বয় ঃ** [যঃ] কলেবরঃ (দেহঃ) পুরা হেমপরিষ্কৃতৈঃ (সুবর্ণালঙ্কৃতঃ) রথৈঃ মতঙ্গজৈঃ (হস্তিভিঃ) বা চরণ্ নরদেবসংজ্ঞিতঃ, স এব [দেহঃ] দুরত্যয়েন (দুরতিক্রমণীয়েন) তে (তব) কালেন (প্রভাব রূপেন কালেন) বিট্-কৃমি-ভস্ম সঙ্গিতঃ।

৫০। **মূলানুবাদ ঃ** যে দেহ পূর্বে সুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত রথে বা হাতীতে বিচরণ করত মহারাজচক্রবর্তী নামে সঙ্গীত হইত, সেই দেহই দুরতিক্রমণীয় প্রভাবশালী কালগ্রস্ত হয়ে বিষ্ঠা-কৃমি-ভস্ম বলে অভিহিত হয়।

দনুপরতম্, অপ্রাপ্তেষু তু তেষু লালসাঞ্চ তদীপ্সাভরাকুলং, কালরূপেণান্তয়সীত্যন্তকস্তম্—অভেদোক্তিঃ। কালশক্তেস্তব ভজনং ভয়েনাপি যুক্তমিতি বিবক্ষয়া সহসা তর্কমতিক্রম্য অভিপদ্যসে, আভিমুখ্যেন সর্ব্বতো বা প্রাপ্নোষি ; দৃষ্টান্তেঽপি বিশেষণানি সমানানি ॥জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** ৪৭ শ্লোকস্থ তাদৃশ দুরন্তচিন্তার পর্য্যবসানদশা বলা হচ্ছে—প্রমত্তং ইতি। **উচ্চৈঃ প্রমত্তং**—হে ভগবন্! আপনার স্মরণাদিতেও অবধান রহিত, অতএব প্রাপ্তবিষয়ে **প্রবৃদ্ধলোভং**—ক্রমবর্দ্ধমান লোভ, সেই সব ভোগ থেকে অনিবৃত্ত, অপ্রাপ্ত বিষয়ে **লালসম্**—তৎপ্রাপ্তি-ইচ্ছা ভরাকুলজনকে আপনি কালরূপে পরাভূত করে থাকেন, তাই আপনি অন্তক-অভেদ উক্তি। কালশক্তির ভয়েও আপনার ভজন যুক্তিযুক্ত, এরূপ যদি বলা হয়, তারই উত্তরে **সহসাভিপদ্যসে**—তর্ক অতিক্রম করত আপনি সহসা সম্মুখে গিয়ে পরে সর্বতো-ভাবে পরাভূত করে থাকেন-জী০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ত্বামভজন্তং জনং ত্বৎ স্বরূপঃ কাল এবং গ্রসেদিত্যাহ,—প্রমত্তং বিষয়াসক্তত্বেন ত্বয্যনবহিতম্। ইতিকৃত্যমেবমেবং করণীয়মিতি তচ্চিন্তয়া বিষয়েষু প্রবৃদ্ধলোভম্। মনোরথে ভগ্নেঽপি লালসং বিষয়েষূৎসুকম্। অন্তকঃ কালরূপী ত্বন্তু অপ্রমত্তঃ সাবধান এবাভিপদ্যসে অভিভবসি। ক্ষুধা স্বকিনী লেলিহানোঽহিরাখুং মূষিকং যথাভিপদ্যতে তথা ॥বি০ ৪৯॥

৪৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** শ্রীভগবানকে যারা ভজন করে না, সেরূপ জনকে ভগবৎ স্বরূপ কাল এইরূপে গ্রাস করে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—

প্রমত্তম—বিষয়াসক্ত হওয়া হেতু আপনাতে অনবহিত। তাই বিষয়কর্ম এইরূপ করণীয়,

নির্জ্জিত্য দিক্‌চক্রমভূতবিগ্রহো
বরাসনস্থঃ সমরাজবন্দিতঃ।
গৃহেষু মৈথুন্যসুখেষু যোষিতাং
ক্রীড়ামৃগঃ পুরুষ ঈশ নীয়তে ॥৫১॥

৫১। **অন্বয় ঃ** (বিষয়ভোগে পারতন্ত্র্যদুঃখং আহ—)

ঈশ! (হে মায়য়া জগন্মোহনকারিন্!) দিকচক্রং (দিগ্মণ্ডলং নির্জ্জিত্য অভূতবিগ্রহঃ (অবিদ্যমান সংগ্রামঃ, —নিবৃত্তসংগ্রামকৃচ্ছ্রঃ ইত্যর্থঃ বরাসনস্থঃ (মহাসিংহাসনে স্থিতঃ) সমরাজবন্দিতঃ (পূর্বং সমাঃ যে রাজানঃ তৈর্বন্দিতোঽপি) পুরুষঃ, যোষিতাং (স্ত্রীণাং) মৈথুন্যসুখেষু গৃহেষু ক্রীড়ামৃগঃ [ইব] নীয়তে (ইতস্ততঃ চাল্যতে যোষিদ্ভিস্তদ্দাস্যাদিভির্বেতি শেষঃ)।

৫১। **মূলানুবাদ ঃ** বিষয়ভোগে আসক্ত রাজরাজেশ্বরেরও পরাধীনতার দুঃখ বলছেন— হে পরমেশ্বর! যিনি দিগ্‌দিগন্তের নরপতিগণকে জয় করত সংগ্রাম ক্লেশ দূর করে মহাসিংহাসনে সমারূঢ় হয়ে আছেন। সেই তিনিও রমণীগণের সুরতসুখময় গৃহনিবহে ক্রীড়া মৃগের ন্যায় নারীগণের দ্বারা ইতস্ততঃ চালিত হন।

এইরূপে বিষয় চিন্তা হেতু বিষয়ে **প্রবৃদ্ধলোভং**—ক্রমবর্ধমান লোভ। মনোরথ ভগ্ন হলেও **লালসং**—বিষয়ে উৎসুক হয়। **অন্তকঃ**—কালরূপী আপনি অন্তক অর্থাৎ নাশকারী। **অপ্রমত্তঃ**—সাবধানে **সহসা**—তার অলক্ষিতে **অভিপদ্যসে** —পরাভূত করেন। **ক্ষুল্লেলিহাহো ইতি**—যথা 'ক্ষুৎ' ক্ষুধায় ওষ্ঠপ্রান্ত পুনঃ পুনঃ লেহনকারী সর্প আখুম্ ইঁদুর পরাভূত করে।বি০ ৪৯॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** মরণেঽপি চাত্যন্তঘৃণাকরং কলেবরং স্যাদিতি সমুখবিকারমাহ—পুরেতি। যশ্চরন্নাসীৎ, স এব ; অত্র পুংস্ত্বমার্ষম্ ; তে তব, প্রভাবরূপেণ কালেন ॥জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** মরণেও অত্যন্ত ঘৃণা কর দেহ হয়, এই আশয়ে মুখবিকারের সহিত বললেন পুরা ইতি **চরন্**—যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, **স এব**—সেই জনই। **তে**—তব। **দুরত্যয়েণ কালেন**—প্রভাবরূপ কালের দ্বারা।জী০ ৫০॥

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** কালগ্রস্তো দেহ এবং ভবেদিত্যাহ,—পুরেতি। যো রথৈর্মতঙ্গজৈর্বা চরন্ নরদেবনামা শোভিত আসীৎ স এব দেহঃ বিট্ কৃমিভস্মনামা বীভৎসিতো ভবতীত্যর্থঃ॥ ॥বি০ ৫০॥

৫০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** কালগ্রস্ত দেহ এরূপই , এই আশয়ে বললেন—পুরা ইতি। যে জন রথে বা হাতীতে বিচরণ করত মহারাজ নামে শোভিত হতেন, সেই দেহ দুরত্যয় কালের দ্বারা গ্রস্ত হয়ে বিষ্ঠা-কৃমি-ভস্ম নামক বীভৎসিত রূপ ধারণ করে।বি০ ৫০॥

করোতি কর্ম্মাণি তপঃসুনিষ্ঠিতো
নিবৃত্তভোগস্তদপেক্ষয়াদদৎ।
পুনশ্চ ভূয়াসমহং স্বরাড়িতি
প্রবৃদ্ধতর্ষো ন সুখায় কল্পতে ॥৫২॥

৫২। **অন্বয় ঃ** ধর্ম আচরণকারী হলেও কামীজনের সদা দুঃখ, এই অভিপ্রায়ে বললেন—পুনশ্চ (জন্মান্তরে) আমি স্বরাট্ (চক্রবর্তী ইন্দ্র বা) ভূয়েয়ং [স্যাং] ইতি প্রবৃদ্ধতর্ষঃ (প্রবৃদ্ধঃ তৃষ্ণা যস্য তথাভূতঃ) তপঃ-সুনিষ্ঠিতঃ (তপসি অধঃশয়নব্রহ্মচর্য্যাদৌ 'সুনিষ্ঠিতঃ' সঞ্জাতপরমনিষ্ঠঃ, অতএব) নিবৃত্তভোগঃ (নিবৃত্তঃ-'ভোগঃ' বিষয়ভোগঃ যস্য তথাভূতোঽপি, জনঃ) তদপেক্ষয়া (তস্য ভোগস্যৈব অপেক্ষয়া) [তু] দদৎ (কর্মসাঙ্গতার্থং ধনদানং কুর্বন্ সন্) কর্মাণি (ব্রতযজ্ঞাদীনি) করোতি [অতঃ] ন সুখায় কল্পতে (যোগ্যা ভবতি)।

৫২। **মূলানুবাদ ঃ** কামীমাত্রেই জন্মান্তরে আমি চক্রবর্তী বা ইন্দ্র হব, এরূপ তৃষ্ণার্ত হয়ে মাটিতে শয়ন ও ব্রহ্মচর্যাদি তপস্যাতেই সুনিষ্ঠিত হয় বলে বিষয় ভোগ থেকে নিবৃত্ত হয়, কিন্তু সেই ভোগেরই অপেক্ষায় কর্ম সমাপ্তির নিমিত্ত দক্ষিণাদিরূপে ধনদান করতে করতে ব্রত-যজ্ঞাদি কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। অতএব কোন সময়েই সুখের মুখ দেখতে পারে না।

৫১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** কামিমাত্রস্য জীবনে মরণেঽপি সুখং নাস্তীতি বদন্নাদা-বৈহিককামিনঃ সাম্রাজ্যেঽপি পরাধীনতাদুঃখমাহ—নির্জ্জিত্যেতি দ্বাভ্যাম্। বরাসনস্থঃ মহাসিংহাসনে স্থিতঃ। নীয়তে যোষিদ্ভিস্তদ্দাস্যাদিভিরপি। হে ঈশেতি—সর্ব্বেষাং ত্বন্মায়াধীনত্বাদিতি ভাবঃ॥ ।জী০ ৫১।।

৫১। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** কামিমাত্রেরই জীবনে মরণে কখনওই সুখ নেই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—বলতে গিয়ে প্রথমে ঐহিক কামিজনের সাম্রাজ্যেও পরাধীনতা-দুঃখ বলছেন—নির্জ্জিত্যেতি দুটি শ্লোকে।

বরাসনস্থঃ—মহাসিংহাসনে অবস্থিত পুরুষ **নীয়তে**—নারীগণের দ্বারা, এমন কি তাদের দাসীগণের দ্বারাও ইতস্ততঃ পরিচালিত হয়ে থাকেন।জী০ ৫১॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** এবং স্বসজাতীয়জনস্য নরদেবত্বং বিট্কৃমিত্বং কালভেদগতমুক্তম্। দিগ্বিজয়িত্বং যোষিৎক্রীড়ামৃগত্বন্তু সমকালগতমেবেত্যাহ,—নির্জ্জিত্যেতি। অভূতবিগ্রহঃ নিবৃত্তসংগ্রামকৃচ্ছ্র ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বং যে সমাসীন্ত রাজভির্বন্দিতোঽপি পুরুষঃ যোষিতাং ক্রীড়ামৃগো ভবন্ গৃহেষু বিবিধান্তঃপুরেষু নীয়তে। যোষিদ্ভিস্তদ্দাস্যাদিভির্বেতি শেষঃ ॥বি০ ৫১॥

৫১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** উপর্যুক্তরূপে নিজ স্বজাতীয় জন সম্বন্ধে নরদেবতা ও বিষ্ঠাকৃমিত্ব কালভেদগত কথা উক্ত হল। দিগ্বিজয়িত্ব, যোষিৎক্রীড়া মৃগত্ব কিন্তু সমকালগত কথাই, এই

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ ॥৫৩॥

৫৩। **অন্বয়** ঃ হে অচ্যুত! ভ্রমতঃ জনস্য যদা **ভবাপবর্গঃ** (সংসার দুঃখস্য নাশঃ) ভবেৎ তর্হি (তদা) সৎসমাগমঃ, যর্হি সৎসঙ্গমঃ তদৈব সদ্গতৌ (সন্ত এব গতিরাশ্রয়ো যস্য তস্মিন্) পরাবরেশে (উচ্চনীচানাং ঈশে) ত্বয়ি মতিঃ জায়তে।

৫৩। **মূলানুবাদ** ঃ হে অচ্যুত! নানা যোনিতে ভ্রমণ করতে করতে জীবের যখনই আপনার কৃপায় সংসার দুঃখের অবসান হয়, তখনই সৎসঙ্গ লাভ হয়ে থাকে। আর সৎসঙ্গ লাভ হলেই, সাধুই আশ্রয় যার সেই কার্যকারণ নিয়ন্তা আপনাতে অঙ্কুরূপা আসক্তি জন্মে থাকে।

আশয়ে বললেন—নির্জিত্ব ইতি। **অভূতবিগ্রহঃ**—নিবৃত্ত সংগ্রামক্লেশ। **সমরাজবন্দিতঃ**—পূর্বে যারা সমান ছিলেন, সেই রাজগণের দ্বারা বন্দিত হয়েও **পুরুষো যোষিতাং ইতি**—সেই পুরুষ নারীগণের সুরতসুখময় গৃহসমূহে অর্থাৎ বিবিধ অন্তঃপুরে ক্রীড়ামৃগের মত **নীয়তে**—ইতস্ততঃ চালিত হয়। ঐ নারীগণের দ্বারা বা তাদের দাসীগণের দ্বারা।বি০ ৫১॥

৫২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা** ঃ ধর্ম্মমাচরতোঽপি পারলৌকিক-কামিনোঽপি সদা দুঃখমেবেত্যাহ—করোতীতি। কর্ম্মাণি ব্রতযজ্ঞাদীনি, তপঃসুনিষ্ঠিতত্বান্নিবৃত্তবিষয়ভোগোঽপি তস্য ভোগস্যৈবাপেক্ষয়া দদদ্বিবিধদানং কুর্ব্বন্; যদ্বা, কর্ম্মসাঙ্গতার্থং দক্ষিণাং দদৎ; এবমিহিকমর্থক্ষয়াদিদুঃখং সূচিতম্। সুখায় ন কল্পতে, যোগ্যোঽপি ন ভবতি, এবং স্বর্গেঽপি পাতভীতস্য 'ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নির্বৃতিঃ' ইত্যাদিন্যায়েনেন্দ্রত্বেঽপি সুখাভাবাৎ পারলৌকিকমপি দর্শিতম্। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে চ্যবনস্য স্তুতৌ—'দেবলোকগতিং প্রাপ্তো নাথ দেবগণোঽপি হি। মত্তঃ সাহায্যকামোঽভূস্তাবতী কুত্র নির্বৃতিঃ॥' ইতি॥ জী০ ৫২॥

৫২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ** ঃ ধর্ম আচরণ করে চলা জনও, পারলৌকিক কামিগণও সদা দুঃখই পেয়ে থাকে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—করোতি ইতি। **কর্ম্মাণি**—ব্রত-যজ্ঞসমূহ **তপঃ সুনিষ্ঠিত**- তপস্যায় সুনিষ্ঠিত হওয়া হেতু নিবৃত্ত বিষয় ভোগ হলেও সেই ভোগেরই বাসনায় **দদৎদ্বিবিধ**—দান করতে করতে, অথবা, কর্ম সমাপনের জন্য দক্ষিণা দান করতে করতে।—এইরূপে ইহকালের অর্থক্ষয়াদি দুঃখ সূচিত হল। **সুখায় ন কল্পতে**—সুখের মুখ দেখতে পায় না, সুখের যোগ্যও হয় না, এইরূপে স্বর্গেও পতনভীত জনের 'ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নিবৃত্তি' ইত্যাদি ন্যায়ে ইন্দ্রত্বেও সুখঅভাব

হেতু পরলোক সম্বন্ধীয় দুঃখও দর্শিত হল ॥জী০ ৫২॥

৫২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ত্বামভজতো বিষয়ভোগো যথা নিন্দ্যস্তথা বিষয়ভোগাভাবোঽপি নিন্দ্য ইত্যাহ,—করোতীতি। তপসি অধঃশয়নব্রহ্মচর্য্যাদৌ সুনিষ্ঠিতঃ পুনশ্চ স্বরাড়িন্দ্রশ্চক্রবর্ত্তী বা। ॥বি০ ৫২॥

৫২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** তাঁকে যারা ভজন করেনা সেই সব জনের বিষয়ভোগ যথা নিন্দনীয় তথা বিষয়ভোগ অভাব ও নিন্দনীয়, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—করোতি ইতি। **তপসি**—মাটিতে শয়ন, ব্রহ্মচর্য্যাদিতে **সুনিষ্ঠিতঃ**—সুনিষ্ঠিত জন পুনরায় ঈশ্বর বা ইন্দ্র চক্রবর্তী হবে, এরূপ তৃষ্ণাযুক্ত চিত্তে ইত্যাদি ॥বি০ ৫২॥

৫৩। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** তর্হি কদা ভদ্রং স্যাৎ ? তত্রাহ—ভবেতি। যদা ভবেৎ, সর্ব্বজ্ঞৈঃ সম্ভাবিতো ভবতি, তর্হি সৎসঙ্গমোঽপি বিবেকিভিঃ সম্ভাব্যত ইত্যর্থঃ ; যদ্বাতিশয়োক্তিনাম্নোঽলঙ্কারস্য চতুর্থোঽয়ং ভেদঃ। যথোক্তং তদ্বিবৃতৌ—'চতুর্থী সা কারণস্য গদিতুং শীঘ্রকামিতাম্। যা হি কার্যস্য পূর্ব্বোক্তিঃ' ইতি। তস্মাদযর্হি সৎসঙ্গমো ভবেত্তর্হি ভবাপবর্গঃ শীঘ্রমেব ভবেদিত্যর্থঃ, যতঃ সৎসঙ্গম ইত্যাদি, যতস্ত্বয়ি মতৌ চ জাতায়াং, ভবাপবর্গস্যাপ্যব্যভিচারঃ স্যাদিত্যাহ—তদেবেতি। এবকারান্নান্যদা কদাপীত্যর্থঃ। অচ্যুতেতি সম্বোধ্য তত্র ত্বমচ্যুতো ভবসীতি ভাবঃ। নন্বু মৎকৃপাং বিনা সৎসঙ্গমোঽপি ন স্যাদিতি সৈবাস্ত্বাদিকারণং, তত্রাহ—সন্ত এব গতিরাশ্রয়ো যস্য তস্মিন্ স্বেচ্ছাময়স্যেতি—'অহং ভক্তপরাধীনঃ' (শ্রীভা ৯।৪।৬৩) ইতি সদিচ্ছয়ৈব তত্র সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ন তু স্বতঃ; অতঃ সাপি তদনুগতৈবেতি ভাবঃ। সতাঙ্গতাবিত্যস্মিন্নর্থেঽপি অসতাঙ্গতির্ন ভবসীতি ভাবঃ ; পূর্ব্বপূর্ব্বেণ সত্তাপরস্য সত্ত্বে নিষ্পাদিত এব সা প্রবর্ত্ততে, ন তু পূর্ব্বং 'স্বয়ং সমুত্তীর্য্য' (শ্রীভা ১০।২।৩১) ইত্যাদেঃ, ততঃ প্রথমতঃ সৎসঙ্গমেনৈব ত্বন্মতিঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—পরাবরেশে পরেষামবরেষাঞ্চ জ্ঞানাদ্যনধীনে, অতো মমাপি শ্রীগর্গসঙ্গমাদেব ত্বন্মতির্জাতা। 'প্রার্থিতঃ প্রচুরং পূর্ব্বং ত্বয়াহম্' (শ্রীভা ১০।৫১।৪২) ইতি ভবদুক্তরীত্যা যয়াসৌ ভবাপবর্গদাতা ত্বং লব্ধ ইতি ভাবঃ। মতিরিতি রতিরিতি চ পাঠঃ। সমর্থ এব সৎসঙ্গমেন রত্যঙ্কুররূপৈব মতির্জায়ত ইতি ॥জী০ ৫৩॥

৫৩। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** তা হলে কখন মঙ্গল হবে, এরই উত্তরে 'ভব ইতি' শ্লোকটি। যদা ভবেৎ—যদা সর্বজ্ঞ শ্রীভগবানের দ্বারা সম্ভাবিত হয়, অর্থাৎ হতে পারে এরূপ অনুমেয় হয়, তদা সৎসঙ্গমও বিবেকীগণের দ্বারা সম্ভাবিত হয়। অথবা অতিশয় উক্তি নামক অলঙ্কারের চতুর্থ ভেদ ইহা—('বিপর্যয়ে কার্যকারণয়োরন্যান্যা।)—যথা এর বিবৃতিতে উক্ত হয়েছে—কারণের শীঘ্র কামিতা বুঝানোর জন্য কার্যের পূর্বোক্তি [যথা 'আয়ুর্ঘৃতম্' যথা আয়ু বৃদ্ধি হয় ঘৃত সেবনে।] সুতরাং যখনই সৎসঙ্গম হয়, তখনই **ভবাপবর্গ**—সংসার নাশ শীঘ্র হয়ে যায়। যেহেতু **সৎ-**

সঙ্গমো—ইত্যাদি, যেহেতু আপনাতে মতি জাত হলে সংসার-দুঃখের নাশ, অন্যথা হয়না অর্থাৎ নিশ্চয়ই হয়ে থাকে—এই আশয়ে বলা হচ্ছে, **তাঁদৃব ইতি**—সেইক্ষণেই, কদাপি অন্য সময়ে নয়। **অচ্যুত ইতি**—অচ্যুত বলে সম্বোধন করে বুঝানো হল, এ বিষয়ে আপনি চ্যুতিরহিত হয়ে থাকেন। পূর্বপক্ষ, আমার কৃপা বিনা তো সৎসঙ্গমও হয় না, অতএব উহাই আদিকারণ হোক, এরই উত্তরে **সদ্‌গতো**—সাধুই 'গতি' আশ্রয় যার সেই, পরাবরেশে—স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবান্ বলছেন, 'অহং ভক্তপরাধীন' (শ্রীভা॰ ৯।৪।৬৩), অতএব সতের ইচ্ছাতেই শ্রীভগবানের কার্যে প্রবৃত্তি, স্বতঃ হয় না। অতএব শ্রীভগবানও 'তদনুগতি' ভক্তের অধীনতাই স্বীকার করে থাকেন, এরূপ ভাব। —'ভক্তের অধীনতা' এই অর্থেও অভক্তের অধীন হন না, এরূপ ভাব। পূর্ব পূর্বের দ্বারা সত্ত্বা পরের সত্ত্বে নিষ্পাদিত, কিন্তু পূর্ব নয়। —এ বিষয়ে প্রমাণ 'স্বয়ং সমুত্তীর্য' (শ্রীভা॰ ১০।২।৩১) অর্থাৎ "(হে স্বপ্রকাশ আপনি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, আপনার চরণাশ্রিত মহাজনগণ এই ভীষণ সুদুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়ে আপনার পাদপদ্মতরণী ইহলোকে গুরুপরম্পরায় রেখে গিয়েছেন, কেন-না তাঁরা সর্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত)"—সুতরাং প্রথমে সৎসঙ্গেই শ্রীভগবানে মতি হয়, এরূপ ভাব। এ বিষয়ে হেতু—**পরাবরেশে**- উচ্চ ও নীচজনের দুঃখাদি নিত্য আনন্দময় শ্রীভগবানের স্পর্শ হয় না (কিন্তু সাধুর হয় কারণ সেতো ভবদাবাগ্নি পার হয়েই এসেছে)—অতএব আমারও আপনার ভক্ত গর্গমুনির সঙ্গ থেকেই আপনাতে মতি জাত হয়েছে। —হে মুচুকুন্দ, 'আপনি ভক্তবৎসল-আমার নিকট বহুত কৃপা প্রার্থনা করেছিলেন পুরাকালে।'—(শ্রীভা॰ ১০।৫১।৪২)। এইরূপে আপনার দ্বারা উক্ত রীতিতে সেই ভবাপবর্গদাতা আমাকে আপনি লব্ধ হলেন, এরূপ ভাব। পাঠ, মতি ও রতি! **সমর্থ সৎসঙ্গমের দ্বারা রতি**—অঙ্কুররূপা আসক্তি অর্থাৎ মতি জন্মে।জী॰ ৫৩॥

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তর্হি সর্ব্বদুঃখোপশমনী পরমসুখময়ী ভক্তিরেব কদা ভবেদিত্যত আহ,—ভবেতি। হে অচ্যুত ! ভ্রমতো জীবস্য যদা ভবাপবর্গো ভববন্ধস্য নাশঃ স্যাৎ তদা সৎসঙ্গমঃ। অনুগ্রাহকসাধুসঙ্গো ভবেৎ। যর্হি সৎসঙ্গমস্তদৈবেত্যেবকারান্নান্যদা কদাপীত্যর্থঃ। অত্র যর্হি তর্হি ইতি স্থূলকালমালম্ব্যৈবোক্তিঃ, সূক্ষ্মকালমবলম্ব্য তু সৎসমাগমভবাপবর্গয়োঃ কারণকার্য্যয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যমবশ্যমেব বক্তুমুচিতম্। তদপি তদ্বিপর্য্যয়েণোক্তিঃ, কার্যস্যাতিশৈঘ্র্যবোধিন্যতিশয়োক্তিশ্চতুর্থী জ্ঞেয়া। অত্র সদ্গতাবিত্যস্য বৈষ্ণবতোষণ্যাং ব্যাখ্যা যথা,—"নন্থ মৎকৃপাং বিনা সৎসঙ্গমোঽপি ন স্যাদিত্যতো মৎকৃপৈবাদিকারণমস্তু তত্রাহ,—সন্ত এব গতিরাশ্রয়ো যস্য তস্মিন্। স্বেচ্ছাময়স্যেতি অহং ভক্তপরাধীন" ইত্যাদেঃ সদিচ্ছয়ৈব তচ্চ সর্ব্বং প্রবর্ততে ন স্বত ইতি বুধ্যতে। অতস্ত্বৎ কৃপাপি সদনুগতৈবেতি ভাবঃ। সতাং গতাবিত্যস্মিন্নর্থেঽপ্যসতাং গতি র্ন ভবসীতি পূর্ব্ব-পূর্ব্বেণ সতা পরস্পরস্য সত্ত্বে নিষ্পাদিত এব ত্বৎ কৃপা প্রবর্ততে নতু পূর্ব্বং স্বয়ং সমুত্তীর্য্যেত্যাদেরিত্যেষা॥বি॰ ৫৩॥

মন্যে মমানুগ্রহ ঈশ তে কৃতো
রাজ্যানুবন্ধাপগমো যদৃচ্ছয়া।
যঃ প্রার্থ্যতে সাধুভিরেকচর্য্যয়া
বনং বিবিক্ষদ্ভিরখণ্ডভূমিপৈঃ ॥৫৪॥

৫৪। **অন্বয়ঃ** ঈশ! দুর্ঘট-ঘটনা-পটো! **সাধুভিঃ**—বিবেকিভিঃ। বনং বিবক্ষদ্ভিঃ (তপসে বনং প্রবেষ্টুং ইচ্ছদ্ভিঃ) অখণ্ডভূমিপৈঃ (সার্বভৌমৈঃ একচর্য্যয়া (একান্তনিষ্ঠয়া) যঃ (যোঽনুগ্রহঃ) প্রার্থ্যতে, মম [সঃ] রাজ্যানুবন্ধাপগমঃ (রাজ্যাদি সঙ্গবিচ্ছেদঃ) তে (ত্বয়া) অনুগ্রহঃ কৃতঃ, [ইতি] মন্যে (তর্কয়ামি)।

৫৪। **মূলানুবাদঃ** হে দুর্ঘট-ঘটনা-পটো ভগবান্! তপস্যা দ্বারা বনে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক বিবেকী সার্বভৌম সম্রাটগণের দ্বারা একনিষ্ঠায় যে অনুগ্রহ প্রার্থিত, সেই রাজ্যাদি-আসক্তি বিনাশ হে কৃষ্ণ, আপনার অনুগ্রহেই আমার হয়ে গিয়েছে বলে মনে করি।

৫৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ তর্হি**—কদাপি। এখানে **যর্হি তর্হি**—শব্দ দুটি অসূক্ষ্ম কালকে অবলম্বন করেই বলা হয়েছে। সূক্ষ্মকাল অবলম্বন করে যদি হত তবে সাধুসঙ্গ ও সংসার নাশরূপ কারণ কার্যদ্বয়ের পূর্বাপর সম্বন্ধ অবশ্যই বলা উচিত ছিল। তা হলেও ঐ উল্টা উক্তি, (কার্য 'সংসার নাশ' বলবার পর, এর কারণ 'সৎসঙ্গ') কার্যের অতি শীঘ্রতা বোধিনি অতিশয় উক্তি চতুর্থী বুঝতে হবে। এখানে **সদ্গতো ইতি**- এর শ্রীজীবকৃত বৈষ্ণবতোষণী ব্যাখ্যা, যথা—"পূর্বপক্ষ আচ্ছা, আমার কৃপা বিনা সৎসঙ্গও হয় না, অতএব আমার কৃপাই আদিকারণ হোক, এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, 'সদ্গতৌ' সাধুই 'গতি' আশ্রয় যার সেই পরাবরেশে আপনাতে মতি জন্মে। স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবান্ বলেছেন—'আমি ভক্ত পরাধীন' ইত্যাদি হেতু সাধুর ইচ্ছাতেই হে কৃষ্ণ! আপনার সব কিছুতে প্রবৃত্তি হয় স্বতঃ হয় না, এরূপ বুঝা যাচ্ছে। অতএব আপনার কৃপাও সাধুকৃপার পশ্চাতেই হয়, এরূপ ভাব। 'ভক্তের অধীনতা' এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় 'অভক্তের অধীন হন না।' পূর্বপূর্বের দ্বারা সত্ত্বা পরের সত্ত্বে নিষ্পাদিত কিন্তু পূর্ব নয়—এ বিষয়ে প্রমাণ 'স্বয়ং সমুত্তীর্য' (শ্রীভা০ ১০'২।৩১) অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ ভগবান্ আপনি বাঞ্ছাকল্পতরু, আপনার চরণাশ্রিত মহাজনগণ এই ভীষণ সুদুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়ে আপনার পাদপদ্মতরণী ইহলোকে গুরুপরম্পরায় রেখে গিয়েছেন, কেন-না তাঁরা সর্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত।' বি০ ৫৩॥

৫৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** ততস্তদারভ্যৈব ময়ি ত্বদনুগ্রহো লক্ষিত ইত্যাহ—মন্য ইতি। হে ঈশ 'মূকং করোতি বাচালম্' ইত্যাদি-ন্যায়েন হে দুর্ঘট-ঘটনাপটো! রাজ্যানুবন্ধস্য রাজত্বাশক্তেরপগমো যস্মাত্তাদৃশোঽনুগ্রহঃ তে ত্বয়ৈব যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতয়া কৃত ইতি তর্কয়ামি। যোঽনুগ্রহ

ন কাময়েঽন্যং তব পাদসেবনা-
দকিঞ্চনপ্রার্থ্যতমাদ্বরং বিভো।
আরাধ্য কস্ত্বাং হ্যপবর্গদং হরে
বৃণীত আর্য্যো বরমাত্মবন্ধনম্ ॥৫৫॥

৫৫। **অন্বয়ঃ** বিভো—প্রভো তব অকিঞ্চন-প্রার্থতমাৎ ('অকিঞ্চনা' ভক্তা, তৈঃ প্রার্থতমাৎ) পাদসেবনাৎ অন্যং বরং (মোক্ষমপীত্যর্থঃ) ন কাময়ে, হরে! (হে মনোহর!) কঃ আর্যঃ ('আর্য' বিবেকী) অপবর্গদং (শুদ্ধ ভক্তিপ্রদং) হি (অপ্যর্থে) ত্বাং আরাধ্য (প্রাপ্য সেবিত্বা বা) আত্মবন্ধনং (আত্মানং বধ্নাতি তথা) বরং [ত্বয়া দিৎসিতমপি] বৃণীত (নৈব বৃণীত ইত্যর্থঃ)।

৫৫। **মূলানুবাদঃ** হে প্রভো! আপনার ভক্তগণ আপনার নিকট প্রার্থতম পাদসেবনাদি-বিনা অন্য বর, এমন কি মোক্ষও কামনা করে না। হে মনোহর! কোন্ বিবেকী শুদ্ধভক্তিপ্রদ আপনাকে পেয়ে নিজের বিষয়বন্ধন বর, আপনি দিলেও গ্রহণ করে? (নিশ্চয়ই করে না।)

একচর্য্যয়া একান্তনিষ্ঠয়া অখণ্ডভূমিপৈরপি মৃগ্যতে, কিং পুনর্ভারতবর্ষকদেশপতিভিরিত্যর্থঃ। তেষাং কথং বনবিবিক্ষা স্যাৎ? তত্রাহ—সাধুভির্বিবেকেনাসন্নিষ্ঠাত্যাগিভিরিত্যর্থঃ॥জী০ ৫৪॥

৫৪। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অতঃপর সাধুসঙ্গোত্থ অঙ্কুররূপা মতি থেকে আরম্ভ করেই আমাতে আপনার অনুগ্রহ লক্ষিত, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মন্য ইতি। হে ঈশ্বর 'মূককে বাচাল করেন' এই ন্যায় অনুসারে হে দুর্ঘট-ঘটনাপটো! **রাজ্যানুবন্ধঃ**—রাজত্ব অভিলাষের বিনাশ যার থেকে তাদৃশ অনুগ্রহ **তে**—ত্বয়ৈব অর্থাৎ তোমার দ্বারাই **যদৃচ্ছয়া কৃত**—স্বেচ্ছাচারে কৃত, এরূপ মনে হয়। যে অনুগ্রহ **একচর্য্যয়া**—একান্ত নিষ্ঠার সহিত **অখণ্ডভূমিপৈঃ**—সার্বভৌম সম্রাটও প্রার্থনা করেন। ভারতের একদেশাধিপতির কথা আর বলবার কি আছে? কি করে তাদের বনে যাওয়ার ইচ্ছা হতে পারে? এই উত্তরে **সাধুভিঃ**—বিবেকের দ্বারা অসৎনিষ্ঠা ত্যাগীদের দ্বারা॥জী০ ৫৪॥

৫৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** মম তু ত্বদ্ভক্তগর্গসঙ্গানন্তরমকস্মাদেব যো রাজ্যাদিসঙ্গবিচ্ছেদো জাতঃ স তবৈবানুগ্রহাদিত্যহং জানামীত্যাহ,—মন্য ইতি। "ত্রৈবর্গিকায়াসবিঘাতমস্মৎপতির্বিধত্তে পুরুষস্য শক্রঃ। ততোঽনুমেয়ো ভগবৎপ্রসাদো যো দুর্ল্লভোঽকিঞ্চন গোচরোঽন্যৈ"রিতি শ্রীবৃত্রোক্তেঃ। যো রাজ্যানুবন্ধোপগমঃ সাধুভির্ভূমিপৈঃ প্রার্থতে। একচর্য্যয়া একচারিত্বেন নির্ব্বিঘ্নত্বদীয়ধ্যানভক্তিসিদ্ধ্যার্থমিতি ভাবঃ॥বি০ ৫৪॥

৫৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** আমার তো আপনার ভক্তগর্গসঙ্গের পরেই যে রাজ্যাদিসঙ্গ বিচ্ছেদ জাত হল, সে আপনার অনুগ্রহ বলেই জানি, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—মন্য ইতি।

হে ইন্দ্র! আমাদের প্রভু ভগবান্ শ্রীহরি স্বদীয় ভক্তগণের ধর্ম-অর্থ-কাম চেষ্টা বিনাশকারী। তদ্দ্বারাই তাঁর কৃপা অনুমান করা যায়। এতাদৃশ ভগবৎপ্রসাদ একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তেরই লভ্য। অন্য বিষয়াবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিদের পক্ষে দুর্লভ।

শ্রীবৃত্রোক্তির রাজ্য-অভিলাষ-বিনাশ, বিবেকী রাজচক্রবর্তীগণ একনিষ্ঠায় প্রার্থনা করেন, নির্বিঘ্নে স্বদীয় ধ্যানভক্তি সিদ্ধির জন্য।বি০ ৫৫॥

৫৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** অতঃ পাদসেবনাৎ সাক্ষাদ্বিবিধপরিচর্য্যয়া অন্যং বরং বরণীয়ার্থং ন কাময়ে, তদেব কাময়ে ইত্যর্থঃ। কুতঃ? অকিঞ্চনামুক্তিপর্য্যন্তমর্থং তুচ্ছীকৃত্য ভক্তৈস্তৈরপি প্রার্থ্যতমাৎ প্রার্থ্যা ভক্তিঃ, প্রার্থ্যতরং দর্শনং, প্রার্থ্যতমং পাদসেবনম্; তস্মাদিতি সর্ব্বপুরুষার্থত আধিক্যমুক্তম্। তদেব হি যোগ্যমিত্যাশয়েন সম্বোধয়তি—বিভো হে সর্ব্বপুরুষার্থাধিকসুখদানসমর্থ! আরাধ্য প্রাপ্য, সেবিত্বা বা; অপবর্গো ভক্তিঃ; তথা চ পঞ্চমস্কন্ধে (১৯।১৮-১৯)—'যথাবর্ণবিধানমপবর্গশ্চ ভবতি', 'যোঽসৌ ভগবতি সর্ব্বভূতাত্মন্যনাদ্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নে পরমাত্মনি বাসুদেবেঽনন্যনিমিত্তভক্তিযোগলক্ষণঃ' ইতি; যদ্বা, মুক্তিং কথং ন বৃণুষে? তত্রাহ—আরাধ্যেতি। বরমীষৎপ্রিয়েঽব্যয়ম্; আরাধ্য সেবিত্বা বা, কস্ত্বামপবর্গদং মুক্তিপ্রদং সন্তং বৃণীত? বরমাত্মবন্ধনমেব বৃণীতেত্যর্থঃ॥ জী০ ৫৫।

৫৫। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর পাদসেবন থেকে সাক্ষাৎবিবিধ পরিচর্যা বিনা অন্য বরং—বরণীয়ার্থ কামনা করি না, বিবিধপরিচর্যাই কামনা করি। কেন? অকিঞ্চনা অর্থাৎ মুক্তগণ মুক্তি পর্য্যন্ত অর্থ তুচ্ছীকৃত করত, ভক্তগণে পরিগণিত, এই ভক্তগণের দ্বারাও প্রার্থতম হতেও প্রার্থণীয় ভক্তি, প্রার্থতর দর্শন, আর প্রার্থতম্ হল পাদসেবন—এইরূপে সর্ব্বপুরুষার্থ থেকে আধিক্য উক্ত হল।

[শ্রীবলদেব—হে বিভো! আপনার পাদসেবন বিনা অন্য **বরং**—স্বসুখ-ঐশ্বর্যপ্রধান মোক্ষও আমি কামনা করি না। কী দৃশ থেকে? এই আশয়ে বলা হয়েছে—**অকিঞ্চন ইতি**—প্রার্থতর আপনার স্নেহ, প্রার্থতম কিন্তু আপনার পাদসেবন। **অপবর্গদং**—শুদ্ধভক্তিপ্রদং] ॥জী০ ৫৫॥

৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** বরান্ বৃণীষ্বেতি যদুক্তং তত্রোত্তরমাহ,—নেতি। অকিঞ্চনৈঃ প্রার্থ্যা ভক্তিঃ প্রার্থ্যতরঃ প্রেমা প্রার্থ্যতমং পাদসেবনং তস্মাৎ। অন্যং মোক্ষমপি ন কাময়ে কিমুতান্যান্ বরান্। অপবর্গদং ভক্তিযোগপ্রদং পঞ্চমস্কন্ধে অপবর্গশব্দেন ভক্তিযোগোক্তেঃ অথবা দৃষ্টান্তমপি কৈমুত্যেনৈবাহ,—হি অপ্যর্থে। অপবর্গদং মোক্ষার্থিত্বাৎ মোক্ষপ্রদমপি ত্বাং আরাধ্য কঃ খলু বিবেকী আত্মনো বন্ধনং বরং ত্বয়া দিৎসিতমপি বৃণীত। অহন্তু মোক্ষেঽপি নিরপেক্ষঃ কথং তৎ বৃণয়ামিতি ভাবঃ ॥বি০ ৫৫॥

তস্মাদিসৃজ্যাশিষ ঈশ সর্ব্বতো
রজস্তমঃসত্ত্বগুণানুবন্ধনাঃ।
নিরঞ্জনং নির্গুণমদ্বয়ং পরং
ত্বাং জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষং ব্রজাম্যহম্ ॥৫৬॥

৫৬। **অন্বয়ঃ** ঈশ (সর্বপ্রদান সমর্থ!) তস্মাৎ সর্বতো (সর্বা এব) রজস্তমঃ সত্ত্ব 'গুণানুবন্ধনাঃ' (রজস্তমঃসত্ত্ব-ত্রিগুণান্বিতা) আশিষঃ (ফলানি) বিসৃজ্য অহং নিরঞ্জনং (উপাধিং বিনা স্বরূপেণৈব তথাস্থিতম্) নির্গুণং (প্রাকৃতগুণশূণ্যং) অদ্বয়ং (প্রকৃতি সম্বন্ধ রহিতম্) জ্ঞপ্তিমাত্রং (জ্ঞানঘনং সচ্চিদানন্দবিগ্রহমিত্যর্থঃ) পরং পুরুষং (পরমেশ্বরং) ত্বাং ব্রজামি (শরণং যামি)।

৫৬। **মূলানুবাদঃ** হে সর্বপ্রদান সমর্থ! অতএব আমি সর্বতোভাবে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের সম্বন্ধযুক্ত কাম্যবিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপাধিবিনা স্বরূপেই তথাস্থিত, প্রাকৃতগুণশূণ্য, প্রকৃতি সম্বন্ধরহিত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর আপনার চরণে শরণ নিলাম।

৫৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** বর সকল প্রার্থনা কর, এই যা বলা হয়েছে, তারই উত্তরে—'নেতি'—অকিঞ্চনের দ্বারা প্রার্থ্যনীয় হল ভক্তি, প্রার্থ্যতর হল প্রেম আর এই প্রার্থতম হল পাদসেবন; কাজেই অন্যবর মোক্ষও কামনা করি না, আর অন্যবরের কথা বলবার কি আছে? **অপবর্গদং**—ভক্তিযোগপ্রদং—ভাং পঞ্চম স্কন্ধে 'অপবর্গ' শব্দে ভক্তিযোগ অর্থ করা হেতু। অথবা এখানে দৃষ্টান্তেও কৈমুতিক ন্যায়েই বলা হয়েছে 'হি' শব্দটি এই শব্দের 'অপি' অর্থ করত 'অপবর্গদং' মোক্ষার্থি জনের কাছে আপনি মোক্ষপ্রদ হলেও আপনাকে আরাধনা করে কে এমন বিবেকী আছে, যে নিজের বন্ধন বর আপনি দিলেও গ্রহণ করবে? মোক্ষেও নিরপেক্ষ আমি আর কি করে তা গ্রহণ করব? এরূপ ভাব। বিং ৫৫॥

৫৬। **শ্রীজীব বৈং তোং টীকাঃ** আশিষঃ ফলানি; সর্ব্বশ ইতি পাদসেবনবিরুদ্ধো মোক্ষো-ঽপি নিরস্তঃ। সর্ব্বত ইতি পাঠে স এবার্থঃ। তস্যাপি জ্ঞানহেতুসত্ত্বগুণানুবন্ধনত্বাৎ সেবায়াস্ত নৈর্গুণ্যহেতুকত্বাৎ। 'সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা' (শ্রীভা ১১।২৫।২৭) ইত্যাদৌ, 'মৎসেবায়ান্ত নির্গুণা' ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। অন্যত্তৈঃ। তত্র ত্বামিত্যেতদাকারেণাবির্ভবন্তমিত্যর্থঃ। তচ্চ 'সত্যং পরং ধীমহি' (শ্রীভা ১।১।১) ইতি, 'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য' (শ্রীভা ২।৬।৪২) ইতি, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা ১।৩।২৮) ইতি-দৃষ্ট্যা স্বয়ং ভগবন্তমিত্যর্থঃ। 'পুরুষমীশ্বরম্' (শ্রীভা ১০।৪০।৪) ইতি, 'বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন' (১০।৪২) ইতি গীতাদৃষ্ট্যান্তর্য্যাম্যাকারেণ পরমাত্মাখ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞপ্তিমাত্রমিতি—'জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম' (শ্রীভা ৩।৩২।২৬) ইতিদৃষ্ট্যা চিন্মাত্রাকারেণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মাখ্য-মিত্যর্থঃ তদুক্তম্—'ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে' (শ্রীভা ১।২।১১) ইতি। তদেব-

মাবির্ভাবত্রয়াত্মকে মায়াতীতত্বমাহ —কুত ইত্যাদিনা। তত্র ত্রিধাপি নিরঞ্জনমুপাধিং বিনা স্বরূপেণৈব তথা তথা স্থিতং, ভগবত্ত্বে পরমাত্মত্বেঽপি নির্গুণং, নির্গতা গুণেভ্যঃ প্রাকৃতেভ্যো গুণাঃ স্বরূপশক্তি-বৃত্তিরূপা ঐশ্বর্য্যাদয়ো যস্য তং মধ্যপদলোপঃ ; 'মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে' (শ্রীভা ১১।১৩।৪০) ইত্যাদৌ, 'সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ' ইতি শ্রীভগবদুক্তেঃ। অদ্বয়ং—সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ-রহিতং, জ্ঞপ্তিমাত্রত্বেঽপি স্বরূপশক্তির্যৎকিঞ্চিদুপলভ্যতে, ঈক্ষিতৃত্বস্য স্বাভাবিকতয়াবশ্যং মন্তব্যত্বাৎ। তদুক্তং 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্' (শ্রীব্র সূ ১।১।৫) ইত্যত্র ভাষ্যকৃদ্ভির্জ্ঞানস্বরূপস্য তস্য জ্ঞানসাধনাপেক্ষা নাস্তি, প্রকাশস্বরূপবস্তুনঃ প্রকাশসাধনাপেক্ষাভাবাদিতি ভগবত্ত্বে পরমাত্মত্বে চ স্পষ্টমেব সা শ্রূয়তে। 'ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥' (শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি, 'অপাণিপাদো যবনো গ্রহীতা' (শ্রীশ্বে ৩।১৯) ইতি চ বিগ্রহশ্চ; 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্' (শ্রীকঠ ১।২।২৩, শ্রীমু ৩।২।৩) ইতি; যদ্বা, নিরঞ্জনং নিতরাং রঞ্জকং নির্গুণং নিঃশেষেণ গুণয়তি উত্তরোত্তরং ভক্তিবিস্তারেণ বর্দ্ধয়তীতি তমদ্বয়ং প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্যং জ্ঞপ্তিশ্চিদেকলক্ষণং ব্রহ্মাখ্যং বস্ত্বপি মাত্রাংশো যস্য তং সচ্চিদানন্দরূপমনন্তশক্তিং পুরুষাকারং ত্বামেতমিত্যর্থঃ। ব্রজামি সেব্যত্বেনাসাদয়ামি, শেষং পূর্ব্ববৎ॥জী০ ৫৬॥

৫৬। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** আশিষঃ—যলসমূহ **সর্ব্বশ ইতি**—সর্বতোভাবে পাদসেবনবিরুদ্ধ মোক্ষও নিরস্ত হল। 'সর্ব্বত ইতি' পাঠেও একই অর্থ। এই মোক্ষেরও হেতু জ্ঞান হওয়ায় ইহা সত্ত্বগুণ সম্বন্ধযুক্ত। তাই ইহা পরিত্যাগ করত আপনার শরণাগত হচ্ছি। সেবা বিষয়িনী শ্রদ্ধা কিন্তু নির্গুণা এ বিষয় প্রমাণ—"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকা—মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা" (শ্রীভা০ ১১।২৫।২৭) অর্থাৎ 'আত্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবা বিষয়িনী শ্রদ্ধা নির্গুণা।' —শ্রীভগবৎ উক্তি (শ্রীভা০ ১১।২৫।২৭)।—[শ্রীশ্রী-স্বামী—রজ-তম-স্বত্ত্বগুণের দ্বারা সম্বন্ধযুক্ত যে **আশিষ**—শত্রুমারণাদি ধর্ম্মাদিরূপা ঐশ্বর্যাদি। **বিসৃজ্য**—পরিত্যাগ করত **পরং পুরুষং**—পরমেশ্বর **জ্ঞপ্তিমাত্রং**—জ্ঞানঘন, **নিরঞ্জন**—নির্গুণ যে সে আর কি কথা, অদ্বয় যে সে আরও কি কথা—অতএব পরিপূর্ণ 'ত্বাং' আপনার শরণাগত হচ্ছি।] শ্রীধর টীকায় **ত্বাং ইতি—এই** শ্যামসুন্দররূপে আবির্ভূত আপনার শরণাগত হচ্ছি। আরও আপনি সত্যং পরং ধীমহি (শ্রীভা০ ১।১।১) ইতি, অর্থাৎ সত্যস্বরূপ পরতত্ত্বকে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করি। সেই লীলা পুরুষোত্তমই একমাত্র ধ্যানের বস্তু ইতি, "আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য" (শ্রীভা০ ২।৬।৪২) ইতি, অর্থাৎ 'পরস্য' পরমব্যোমাধিনাথ ভগবানের, 'আদ্যঃ' প্রথম অবতার, 'পুরুষঃ' প্রকৃতি ঈক্ষণকর্তা কারণার্ণবশায়ী ইতি, 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্' (শ্রীভা০ ১।৩।২৮) অর্থাৎ 'কৃষ্ণেরই ভগবৎ-লক্ষণ ধর্ম সাধিত হয়, ভগবানের কৃষ্ণত্ব নয়, সুতরাং কৃষ্ণই ভগবান্ মূলীভূত। ইহাই পুনরায় পরিষ্কার করতে গিয়ে বলা হচ্ছে, স্বয়ম্ ইতি—এর দ্বারা পুরুষ-অবতারী ভগবান্ মহানারায়ণ

থেকেও কৃষ্ণের উৎকর্ষ সাধিত হয়। ভগবানের মাধুর্য-ঐশ্বর্য-কারুণ্যাদি শক্তি-প্রকাশ তারতম্যের দ্বারাই অংশত্ব-পূর্ণত্ব ব্যবস্থা। আবির্ভাবিত পূর্ণসর্বশক্তিত্বপূর্ণত্ব। আবির্ভাবিত যথাপ্রয়োজন অল্প-শক্তিত্ব অংশত্ব। —কৃষ্ণ পূর্ণষড়ৈশ্বর্যমাধুর্যের মহাসাগর। সমস্ত অবতারকে তাঁর অন্তর্ভূত করত নিখিলশক্তিমান্। **'মহাপুরুষমীশ্বরম্**—(শ্রীভা০ ১০।৪০।৪) অন্তর্যামিস্বরূপ ঈশ্বর আপনাকে। **বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন**—(গীতা ১০।৪২) অর্থাৎ 'হে অর্জুন! আমি একাংশে প্রকৃতির অন্তর্যামী পুরুষরূপেই এই সৃষ্ট জগৎব্যাপী অবস্থান করছি।' এইরূপে গীতাদৃষ্টে অন্তর্যামী আকারে পরমাত্মা আখ্যায় ভূষিত। **জ্ঞপ্তিমাত্রং**—আপনি জ্ঞানঘন—'জ্ঞানমাত্রং পরংব্রহ্ম'—(শ্রীভা০ ৩।৩২।২৬) এই দৃষ্টান্ত অনুসারে আপনি চিৎমাত্র আকারে সর্বত্র ব্রহ্ম আখ্যায় ভূষিত।—ইহাই বলা হয়েছে—"ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে"—(ভা০ ১।২।১১) ইতি। কিভাবে কথিত হন? এরই উত্তরে—উপযুক্ত তিনভাবে থাকলেও নিরঞ্জন অর্থাৎ উপাধিবিনা স্বরূপেই তথা তথা স্থিত। ভগবান্ রূপে ও পরমাত্মারূপে 'নির্গুণ' অর্থাৎ প্রাকৃতগুণের বাইরে অবস্থিত স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা ঐশ্বর্যাদি যার সেই তত্ত্ববস্তু কথিত হন। 'মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্বে' (শ্রীভা০ ১১।১৩।৪০) ভগবান বলছেন—'সমতা অপ্রাকৃতেও আসক্তি স্বভক্তে ইত্যাদি নিত্য অপ্রাকৃতগুণ সকল অনিত্য প্রাকৃতগুণ সম্পর্ক শূণ্য, নিরপেক্ষ, সর্বহিতকারী সর্বপ্রমাস্পদ, সর্বান্তর্যামিস্বরূপ আমার সেবা করে থাকে।' **অদ্বয়ম্** (১০।৫১।৫৬) শরণাগত হতে গিয়ে মুচুকুন্দ কৃষ্ণের পরিচয় দিচ্ছেন—অদ্বয়ং—সজাতীয়-বিজাতীয়ভেদ রহিত [জ্ঞানং চিদেকরূপম্; অদ্বয়ত্বং চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ—তাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যৈকসহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধাত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি পরমপুরুষার্থতা দ্যোতনায় পরমসুখরূপস্য অস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্।—(শ্রীভা০ ক্রমসন্দর্ভ)।] জ্ঞপ্তিমাত্রং—জ্ঞানঘন-মাত্র হলেও স্বরূপশক্তি যৎকিঞ্চিৎ পাওয়া যায়, ভগবানের ঈক্ষণ কর্তৃত্ব স্বাভাবিক হওয়া হেতু, এ বিষয়ে মন্তব্য করা সমীচীন, তাই বলা হচ্ছে, 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' (শ্রীব্রহ্মসূত্র ১।১।৫) এই সূত্রে ব্যাখ্যা ভাষ্যকারগণের দ্বারা এরূপ করা হয়েছে, যথা 'জ্ঞানস্বরূপ তাঁর জ্ঞানের জন্য সাধনের অপেক্ষা নেই, প্রকাশস্বরূপ বস্তুর প্রকাশসাধন অপেক্ষার অভাব থাকায়।—ভগবত্বে ও পরমাত্মে ইহা শুনা যায় স্পষ্টই, যথা—'তাঁর কার্য নেই, কার্যের সাধনও নেই তার সম নেই অধিকও নেই। ভগবানের শক্তি বিবিধ বলেই শুনা যায়, স্বাভাবিকী জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া॥'—(শ্রীশ্বে ৬।৮) ইতি, তাঁর হাত নেই, পা নেই কিন্তু তিনি হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন, হেটে চলেন—(শ্রীশ্বে ৩।১৯) তাই দেখা যাচ্ছে তিনি অপ্রাকৃত বিগ্রহবান। 'এই আত্মা যাকে বরণ করেন তিনিই তাঁকে পেতে পারেন, তাঁকেই তিনি স্বীয় তনু পর্যন্ত দান করে থাকেন।'—(শ্রীকঠ ১।২।২৩)।

অথবা, শ্রীভা০ ১০।৫১।৫৬ শ্লোকের শেষ দু-লাইনের অন্য প্রকার অর্থ করা হচ্ছে—**নিরঞ্জনং**—

অত্যন্ত চিত্তচমৎকারকারী **নির্গুণঃ**—'নিঃশেষেণ গুণয়তি'—উত্তরোত্তর ভক্তিবিস্তারের দ্বার বাড়িয়ে তোলেন। **অদ্বয়ঃ**—আপনি প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য **জ্ঞপ্তি**—চিদেকলক্ষণ ব্রহ্মাখ্যবস্তু অর্থাৎ তত্ত্বও **মাত্রঃ**—অংশ যার সেই সচ্চিদানন্দরূপ অনন্তশক্তি **পুরুষঃ**—পুরুষাকার আপনার শরণাগত হচ্ছি। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—**আশিষঃ**—ফল সকল। সর্ব্বশ ইতি—সর্ব্বতোভাবে, এই পদে মোক্ষও নিরস্ত হল, তারও জ্ঞান হেতু—সত্ত্বগুণের সহিত সম্বন্ধ থাকায়। সেবা কিন্তু নির্গুণতা—হেতু সম্বন্ধীয় হওয়ায় প্রার্থনীয়—(ভা০ ১১।২৫।২৭) শ্রীভগবৎ উক্তি আত্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্মবিষয়িণী শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম বিষয়িণী শ্রদ্ধা তামসী এবং মদীয় সেবাবিষয়িণী শ্রদ্ধা নির্গুণা।" **জ্ঞপ্তিমাত্রঃ**—জ্ঞানঘন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। **নিরঞ্জনম্**—উপাধিবিনা স্বরূপে তথা স্থিত। **নির্গুণঃ**—যাঁর গুণ প্রাকৃতগুণের থেকে বাইরে অবস্থিত। **অদ্বয়ঃ**—প্রকৃতি সম্বন্ধ রহিত।] ।জী০ ৫৬॥

৫৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** স্বস্য সর্ব্বকামনিস্পৃহং স্পষ্টীকৃত্যাহ,—তস্মাদিতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বা এব 'সর্ব্বত' ইতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। রজস্তমঃ সত্ত্বগুণৈরনুবধ্যন্ত ইতি তাঃ। তেন জ্ঞানহেতুসত্ত্বগুণানুবন্ধিনী মুক্তিরপি বিসৃষ্টা গুণত্রয়াতীতা পাদসেবনাত্মিকা ভক্তিরেব প্রার্থিতা। শ্রীমদ্গীতাস্বেকাদশে চ ভক্তেরেব ত্রিগুণাতীতত্বশ্রবণাৎ ত্বাং পুরুষং ব্রজামি প্রাপ্নুয়ামিত্যর্থঃ। নন্বু পুরুষাকারং মাং মায়াশরণং ব্রহ্মেতি কেচিদাচক্ষতে। তত্রাহ,—নিরঞ্জনং অঞ্জনমুপাধিস্তদ্রহিতম্। যতো নির্গুণম্। নন্বু, সত্যং নির্গুণ এবাস্মি ইদং মদীয়ং বপুস্তু গুণময়মেব বদন্তীত্যত আহ,—অদ্বয়ং ত্বং ত্বদ্বপুশ্চ ন ভিন্নং ত্বমেব তদ্বপুরিত্যর্থঃ। তর্হি বপুরিদং কং স্বরূপং তত্রাহ,—জ্ঞপ্তিমাত্রং চিৎস্বরূপং ব্রহ্মেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, গুণময়জগতোঽপি ত্বচ্ছক্তিময়ত্বেন তদ্ভিন্নত্বাভাবাদদ্বয়ম্। স্বরূপশক্ত্যা তু জ্ঞপ্তিমাত্রং পুরুষম্ ॥বি০ ৫৬॥

৫৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মুচুকুন্দ নিজের সব কামনা-বাসনা সম্বন্ধে নিস্পৃহতা স্পষ্ট করে বলছেন—তস্মাদিতি। 'সর্ব্বশঃ' = 'সর্ব্বাএব' সর্বতোভাবে এবং 'সর্ব্বতঃ' দু পাঠেই একই অর্থ। রজঃ-তমঃ ও সত্ত্বগুণের সহিত সম্বন্ধ আমার দ্বারা ত্যক্ত হওয়ায় জ্ঞানের হেতু সত্ত্বগুণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত মুক্তিও ত্যক্ত হয়েছে। গুণত্রয়ের অতীত পাদসেবনাত্মিকা ভক্তিই আমার দ্বারা প্রার্থিত। শ্রীগীতা-একাদশে ভক্তিই ত্রিগুণাতীতা বলে শ্রবণ হেতু ত্বাং **পুরুষঃ**—ত্রিগুণাতীতাপুরুষ আপনাকে লাভ করব। কৃষ্ণ যেন পূর্বপক্ষ করছেন, কেউ কেউতো বলে থাকেন, পুরুষাকার আমি মায়া-উপহত চৈতন্য। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে **নিরঞ্জনঃ**—অঞ্জন-রহিত যেহেতু **নির্গুণম্**—নির্গুণ। পুনরায় পূর্বপক্ষ, সত্যই আমি নির্গুণই বটে, কিন্তু আমার এই বপু গুণময়, এরূপ কেহ কেহ বলে থাকে। এরই উত্তরে বলা হচ্ছে, **অদ্বয়ঃ**—আপনি ও আপনার বপু ভিন্ন নয়, আপনিই তৎ বপু। তা হলে এই বপুর স্বরূপ কি এরই উত্তর **জ্ঞপ্তিমাত্রঃ**—চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম 'অথবা' গুণময় জগৎও আপনার শক্তিময় হওয়া হেতু আপনা থেকে ভিন্ন নয় বলে 'অদ্বয়'। স্বরূপ শক্তিযুক্ত জ্ঞানঘন পুরুষ ॥বি০ ৫৬॥

চিরমিহ বৃজিনার্ত্তস্তপ্যমানোঽনুতাপৈ-
রবিতৃষষড়মিত্রো লব্ধশান্তিঃ কথঞ্চিৎ।
শরণদ সমুপেতস্ত্বৎপদাব্জং পরাত্মন্
অভয়মৃতমশোকং পাহি মাপন্নমীশ ॥ ৫৭ ॥

৫৭। **অন্বয়ঃ** [হে] শরণদ ! (শরণং দদাতীতি), ঈশ, ইহ (সংসারে) চিরং (দীর্ঘকালং) বৃজিনার্ত্তঃ ('বৃজিনৈঃ' কর্মফলৈঃ আর্ত্ত) অনুতাপৈঃ (পুনঃ তদ্‌বাসনাভিঃ) তপ্যমানঃ (সন্তাপিতঃ) [তথাপি] অবিতৃষ-ষড়মিত্রঃ (ন বিগত তৃষা ষট্ অমিত্রাঃ ইন্দ্রিয়রূপাঃ শত্রবঃ যস্য সঃ) [অতএব] অলব্ধ শান্তিঃ [অহং] কথঞ্চিৎ (বিনা প্রযত্নে অনিরূপণীয় কোনও কারণে) ঋতং (সত্যং) [অতঃ] অভয়ং-অশোকং তৎপদাব্জং (তবপাদপদ্মং) সমুপেতঃ (প্রত্যক্ষতয়া, তত্রাপি 'উপ' সমীপে 'ইতঃ' প্রাপ্তঃ অস্মি) [অতঃ] আপন্নং (আপদা ব্যাপ্তং) মা (মাং) পাহি (রক্ষ)।

৫৭। **মূলানুবাদঃ** হে শরণ দাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ! এই সংসারে দীর্ঘকাল নিজ কর্মফলে আর্ত পুনরায় ঐ বিষয় বাসনা দ্বারা সন্তাপিত, পুণ্যভোগক্ষয়ে শোকে সন্তাপিত তথাপি যাদের তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয়নি, এমন ছয়টি ইন্দ্রিয়রূপা শত্রু কবলিত, অলব্ধ শান্তি আমি বিনা প্রযত্নে অনিরূপণীয় কোনও কারণে সত্য-অভয়-অশোক আপনার পাদপদ্ম প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হয়ে গেলাম, অতএব আপদে আচ্ছন্ন আমাকে রক্ষা করুন।

৫৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকাঃ** অতোঽধুনা কথমপি মামুপেক্ষিতুং নার্হসি, কিন্তু সর্ব্বতো রক্ষেতি সদৈন্যমর্থয়তে—চিরমিতি। ইহ সংসারে বৃজিনৈঃ পাপভোগৈরার্ত্তঃ অনুতাপৈঃ পুণ্যভোগক্ষয়ে শোকৈস্তপ্যমানঃ, কথঞ্চিদপি ন লব্ধা শান্তিশ্চিত্তস্থৈর্য্যং সুখং বা যেন সঃ ; যদ্বা, কথঞ্চিৎ প্রযত্নাভাবাদনিরূপ্যেণ কেনাপি কারণেন সম্যক্ প্রত্যক্ষতয়া। তত্রাপ্যুপ সমীপে ইতঃ প্রাপ্তঃ, তচ্চ তব যোগ্যমিত্যাহ—হে শরণদ 'আর্ত্তানাং শরণং ত্বহম্' ইত্যাদি-স্বপ্রতিজ্ঞাপেক্ষয়া স্বাশ্রয়দায়ক ; ন চ বক্তব্যং, ত্বদ্ভক্তিবশাদিতি ভক্তেরপি প্রবর্ত্তকস্ত্বমেব ইত্যাশয়েন সম্বোধয়তি—পরাত্মন্নিতি। অতোঽধুনা নিজপাদাব্জ-মাহাত্ম্যানুরূপমেব দাতুমর্হসি, ন ত্বন্যদিত্যাশয়েন পাদাব্জং বিশিনষ্টি—পদদ্বিভিরতঃ পাহি, নিজসেবকত্বেন পালয়, তচ্চ কেবলং দীনবাৎসল্যাদেবেতি দৈন্যেন পুনরাহ—আপন্নমিতি। তত্র চ ত্বমেবৈকঃ সমর্থ ইত্যাহ—হে ঈশেতি ॥ জী০৫৭ ॥

৫৭। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদঃ** অতএব অধুনা কোনও প্রকারেই আপনি আমাকে উপেক্ষা করতে যোগ্য নন, অতএব সর্বতোভাবেই পালন করুন, এইরূপে সদৈন্যে প্রার্থনা করছেন—চিরম্ ইতি। **ইহ**—এই সংসারে **বৃজিনৈঃ**—পাপভোগে আর্ত **অনুতাপৈঃ**—পুণ্যভোগক্ষয়ে শোকে

তপ্যমান, **কথঞ্চিৎ ইতি**—কোনও প্রকারেই 'শান্তি' চিত্তস্থৈর্য বা সুখ লব্ধ হচ্ছে না যার দ্বারা, সেই আমি। অথবা, **কথঞ্চিৎ**—বিনা প্রযত্নে অনিরূপণীয় কোনও কারণে **সমুপেতঃ**—[সম্+উপ+ইতঃ] 'সম্যক্' প্রত্যক্ষরূপে, এর মধ্যেও আবার 'উপ' নিকটে 'ইতঃ' প্রাপ্ত,—এও আপনার পক্ষে' যোগ্যই বটে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে—হে শরণদ—সম্বোধন করেই মনে বিচারের উদ্ভব হল' এইরূপ—'আর্তদের শরণ আমি' ইত্যাদি স্বপ্রতিজ্ঞা অপেক্ষায় নিজজনের আশ্রয়দায়ক। এও বলতে পার না, ত্বদীয় ভক্তি বশ হেতু 'শরণদ' কারণ ভগবান্ ভক্তির প্রবর্তকও, এই আশয়ে সম্বোধন করছেন—**পরাত্মন্ ইতি**—[অন্তর্যামিরূপে সর্বত্র প্রবর্তক—শ্রীসনাতন]

অতএব অধুনা নিজপাদাব্জ মাহাত্ম্য অনুরূপেই দান করতে যোগ্য, অন্যরূপে নয় কিন্তু—এই আশয়ে পাদপদ্মকে বিশেষান্বিত করা হচ্ছে—তিনটি পদের দ্বারা, যথা—['অভয়ং' কালাদি ভয়নিবর্তক, 'অশোকং' স্ববিচ্ছেদশোক নিবর্তক. যেহেতু 'ঋতং' স্বএকান্তিসহ সর্বদাস্থিতা—শ্রীবলদেব] **পাহি**—নিজসেবকরূপে পালন করুন তাও কেবল দীনবৎসল হওয়া হেতুই। দৈন্যে পুনরায় বলছেন **আপন্নম্**—আমি আপদে আসন্ন। জী০ ৫৭॥

৫৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** ভুঙ্ক্ষ্ব তাবদ্ভোগান্ তদন্তে সাক্ষাৎ পাদসেবনং তে দাস্যাম্যেবেতি পুনর্ব্বারৈঃ প্রলোভয়ন্তং শ্রীকৃষ্ণং পাদোপগ্রহণেন প্রার্থয়তে চিরমিতি। বৃজিনৈঃ সংগ্রামে শক্রৈবরিজিগীষালক্ষণৈরুপদ্রবৈরেবার্ত্তঃ। হরি হরি এতাবদ্দিনানি ভগবন্তং নাভজমিত্যনুতাপেন তপ্যমানঃ বিষয়ভোগে প্রস্তুতে সত্যবিতৃষষড়মিত্রঃ। বিগততৃষ্ণানি মে ষড়িন্দ্রিয়াণি ন ভবন্তি কথঞ্চিৎ স্বকৃতেনান্যদত্তেন বিবেকেনাপ্যলব্ধশান্তিঃ। তেন ত্বদ্দত্তেষ্বপি ভোগেষ্বেবমেব পুনরপ্যহং ভবিষ্যামি. বিষয়ভোগস্য স্বভাব এবায়ং তস্মান্মাদেহি ভোগানিতি দ্যোতিতম্. হে **পরমাত্মন্**। অন্তর্যামিন্. সর্ব্বং ত্বং জানাস্যেবেতি ভাবঃ। অভয়মৃতমশোকমিতিপদাব্জস্য বিশেষণত্রয়েণ। অন্যত্র মানুষসম্পত্তৌ রোগবিপক্ষাদিভয়ং দিব্যসম্পত্তৌ অচিরস্থায়িত্বলক্ষণমনৃতত্বম্। ব্রাহ্মসম্পত্তৌ তৎপাদসেবনবঞ্চিতত্ব লক্ষণঃ শোক ইত্যলং তাভিরিতি দ্যোতিতম্। তস্মান্মামাম্ আপন্নমাপদ্‌গ্রস্তং পাহি স্বপাদাব্জে এব রক্ষেত্যর্থঃ॥ বি০ ৫৭॥

৫৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** যত কিছু ভোগ আছে সব ভোগ করে নেও তারপর সাক্ষাৎ পাদসেবন তোমাকে দিব নিশ্চয়ই এইরূপে পুনরায় প্রলোভিতকারী শ্রীকৃষ্ণের নিকট চরণধরে প্রার্থনা করলেন চিরম্ ইতি।

বৃজিনার্ত্তঃ—সংগ্রামে ইন্দ্র শত্রুর বিজয়েচ্ছা লক্ষণ উপদ্রবের দ্বারা আর্ত হয়ে হরিহরি এতাবদ্ দিন ভগবান্‌কে ভজন করিনি, এইরূপে অনুতাপে সন্তপ্ত। প্রস্তুত বিষয় ভোগে **অবিতৃষ্ণোষড়মিত্রো**—আমার চক্ষু-কর্ণ-নাসা-জিহ্বা-ত্বক্ ও মন. এই ছয়টি ইন্দ্রিয়ের ভোগতৃষ্ণা নিবৃত্ত হচ্ছে না। **কথঞ্চিৎ**—স্বকৃত অন্যদত্ত বিবেকের দ্বারাও শান্তি পাচ্ছি না, সুতরাং আপনার দ্বারা দত্ত

শ্রীভগবানুবাচ।
সার্ব্বভৌম মহারাজ মতিস্তে বিমলোর্জ্জিতা।
বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি ন কামৈর্বিহতা যতঃ॥ ৫৮ ॥

৫৮। **অন্বয়ঃ** শ্রীভগবান্ উবাচ—সার্ব্বভৌম! (হে অখণ্ড মহিপতে) হে মহারাজ! তে (তব) মতিঃ বিমলা (সংসার বাসনাশূন্যা) উর্জ্জিতা (রস বিদগ্ধা), যতঃ বরৈঃ প্রলোভিতস্যাপি [তব সা মতিঃ] কামৈঃ ন বিহতা (ন ক্ষোভিতা)।

৫৮। **মূলানুবাদঃ** ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন—হে অখণ্ডমহিপতে, হে মহারাজ! তোমার অন্তঃকরণ সংসার বাসনা শূন্য, রসবিদগ্ধা, কারণ বরের দ্বারা প্রলোভিত করলেও ঐ অন্তঃকরণ কামের দ্বারা চঞ্চল হল না।

হলেও ভোগে এইরূপ-এইরূপই পুনরায়ও ভোগের দিকেই ধাবিত হব. ভোগের স্বভাবই এইরূপ। সুতরাং ভোগ দিবেন না, এরূপই কথার দ্যোতনা এখানে। [হে] **পরমাত্মন্**! —অন্তর্য্যামিন্!—সবই তো আপনি জানেন এরূপ ভাব। **অভয়মতমাশোকং** [অভয়ং—কালাদি ভয়নিবর্তক, অশোকং—স্বজন বিচ্ছেদ শোক নিবর্তক কারণ **স্বাতং**—নিজ ঐকান্তিক ভক্তসহ সর্বদাই অবস্থান করেন আপনি—শ্রীবলদেব] পাদাব্জম এই বিশেষণত্রয়ের দ্বারা অন্যত্র মানুষ সম্পত্তিতে রোগ-বিপক্ষাদি ভয় দিবা সম্পত্তিতে অচিরস্থায়ী লক্ষণ, ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় সম্পত্তিতে ভগবৎপাদ-সেবন বঞ্চিতত্ব লক্ষণ শোক, তাই এই সব তুচ্ছ, এরূপভাব। সুতরাং **মাপন্নমীশ** [ঈশ+মা+আপন্নম্] আপদগ্রস্ত আমাকে পালন করুন। বি০৫৭॥

৫৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** হে সার্ব্বভৌমেষ্বপি মহারাজ, হে সার্ব্বভৌম-মহারাজ ইত্যত্যন্তাদরাৎ পৌনরুক্ত্যং বা। ততঃ পরমেশ্বরস্যাপীদৃশং বচনমিত্যহো সৌশীল্যমিতি ভাবঃ। বিমলা সংসারবাসনাশূন্যা উর্জ্জিতা প্রখরা রসবিদগ্ধেত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—প্রকর্ষেণ মাং প্রপন্নো জন ইত্যাদ্যুক্তযুক্ত্যা লোভিতস্যাপি কামৈঃ সাম্রাজ্যাদিমোক্ষপর্য্যন্তৈর্মদুক্ত্যা কাম্যমানৈরর্থৈর্ন বিহতা, কিন্তু তস্যামেব বদ্ধস্পৃহা জাতেত্যর্থঃ॥ জী০ ৫৮॥

৫৮। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** হে সার্বভৌমদের মধ্যেও মহারাজ! হে সার্বভৌম মহারাজ, এরূপ সম্বোধন অত্যন্ত আদর হেতু বা পুনরুক্তি। অতঃপর পরমেশ্বরেরও ঈদৃশ বচন, অহো সুশীলতা, এরূপ ভাব। **বিমলা**—তোমার মতি সংসার বাসনা শূন্যা ও **উর্জ্জিতা**-প্রখরা অর্থাৎ রসবিদগ্ধা। এতে হেতু—'আমার শরণাগতজন পুনরায় অনুশোচনীয় হয় না (শ্রীভা০ ১০।৫১।৪৩), ইত্যাদি উক্ত যুক্তি দ্বারা প্রলোভিত হলেও তোমার মতি **ন কামৈর্বিহতা**

প্রলোভিতো বরৈর্যৎ ত্বমপ্রমাদায় বিদ্ধি তৎ।
ন ধীরেকান্তভক্তানামাশীর্ভির্ভিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৫৯ ॥

৫৯। **অন্বয় ঃ** ত্বম্ [ময়া] বরৈঃ প্রলোভিতঃ [ইতি] যৎ (প্রলোভনং) তৎ অপ্রমাদায় (প্রমাদায় ন ভবত্যেব) বিদ্ধি (জানীহি) [যত] একান্ত ভক্তানাং ধীঃ (মতিঃ) আশীর্ভি (কামনাভিঃ) ন ভিদ্যতে (ন প্রবিশ্যতে, তাসু নাসজ্জত ইত্যর্থঃ) ক্বচিৎ।

৫৯। **মূলানুবাদ ঃ** হে মহারাজ! আপনাকে যে বরদ্বারা প্রলোভিত করেছিলাম, নিশ্চয়ই জানবেন তা আপনাকে প্রমাদে ফেলবার জন্য নয়; কারণ একান্ত ভক্তদের মতি কখনওই সংসার বাসনায় আসক্ত হয় না।

—আমার ভক্তি বিনা সাম্রাজ্যাদি প্রাপ্তি পর্যন্ত, কাম্যমান অর্থের দ্বারা প্রতিহত হয় না, কিন্তু ভক্তিতেই বদ্ধস্পৃহা জাত হয়॥ জী০ ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** উর্জ্জিতা চালয়িতুমশক্যত্বাদ্বলবতী ॥ বি০ ৫৮ ॥

৫৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ উর্জ্জিতা**—বলবতী, এদিক-ওদিক চালনার যোগ্য না হওয়া হেতু। [**হে সার্বভৌম**—হে নিখিল ভূমি বিজিত! (শ্রীবলদেব)] ॥বি০ ৫৮॥

৫৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** প্রলোভিত ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র প্রমাদশ্চিন্তান্তরং, তথা ন ভবত্যেবেত্যনন্তরমিতি তদ্বিদ্ধীতি শেষঃ। একান্তভক্তানামুপাসনান্তর-কামনান্তরশূন্যানামাশীর্ভিঃ কামনাভির্ন ভিদ্যতে, ন প্রবিশ্যতে, তাসু নাসজ্জত ইত্যর্থঃ। এতদ্দর্শনায়ৈব প্রলোভিতোঽসি ইতি ভাবঃ। অপ্রমাদায় প্রমাদাভাবায় ॥ জী০ ৫৯ ॥

৫৯। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [শ্রীধর—প্রলোভিত ইতি—**অপ্রমাদায়**—প্রমাদের উৎপাদক হবে না, **তৎ-বিদ্ধি**—একথা জেনে রাখ। কেন? এরই উত্তরে বলা হচ্ছে দ্বিতীয় লাইনে ন ধীরিতি। —কারণ একান্ত ভক্তদের মতি প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্ত হয় না।] শ্রীধরের ব্যাখ্যার 'প্রমাদ' শব্দের অর্থ অন্য চিন্তা 'তথা ন ভবতি এব' অনন্তর অন্য চিন্তার উৎপাদক হবে না। একান্ত ভক্তদের অন্য উপাসনা-অন্য কামনার লেশমাত্রও হয় না। **আশীর্ভিঃ**—কাম্য বিষয়ে **ন ভিদ্যতে**—আসক্ত হয় না।—ইহা দেখাবার জন্যই প্রলোভিত করেছিলাম, এরূপ ভাব। **অপ্রমাদায় ইতি**—অন্য চিন্তার (উৎপাদক হবে না)॥ শ্রীজীব ০ ৫৯ ॥

৫৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অপ্রমাদায় তবাপ্রমাদং দ্রষ্টুমন্যোপাসকান্ দর্শয়িতুমিতি বা 'ক্রিয়ার্থোপপদস্যে' ত্যাদিনা চতুর্থী। যতো ন ধীরিত্যাদি ॥ বি০ ৫৯ ॥

যুঞ্জানানামভক্তানাং প্রাণায়ামাদিভির্মনঃ।
অক্ষীণবাসনং রাজন্ দৃশ্যতে পুনরুত্থিতম্ ॥ ৬০ ॥

৬০। **অন্বয়ঃ** [হে] রাজন্ ! প্রাণায়ামাদিভিঃ (প্রাণায়াম-শম দমাদি) যুঞ্জানানাং (যোগাভ্যাস কারিণাম্) অভক্তানাং অক্ষীণ-বাসনং মনঃ পুনঃ উত্থিতং (বিষয়াভিমুখং) দৃশ্যতে, [মদ্ভক্তানান্তু মনঃ ময়ি লীনত্বাৎ ন পুনরুত্তিষ্ঠতি]

৬০। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজন্। প্রাণায়াম (প্রাণবায়ু সংযম)-শম (মনঃসংযম)-দমাদি (ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) যোগাভ্যাসকারী—অভক্তদের অক্ষীণ-বাসন মন পুনরায় বিষয়াভিমুখ হতে দেখা যায়। [আমার ভক্তদের মন আমাতে মগ্ন হওয়া হেতু পুনরায় বিষয়াভিমুখ হয় না।]

৫৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ অপ্রমাদায়**—তোমার অপ্রমাদ (অন্য চিন্তার) উৎপাদক হবে না, দর্শক অন্য উপাসকদের ইহা দেখাবার জন্য প্রলোভিত করা হল। বা "ক্রিয়ার্থোপপদস্যে" (২।৩।১৪) ইত্যাদি চতুর্থী বিভক্তি 'অপ্রমাদায়'। যেহেতু 'ন ধীঃ' ইত্যাদি দ্বিতীয় লাইন ॥ বি০ ৫৯ ॥

৬০। **শ্রীজীব০ বৈ০ তো০ টীকা ঃ** মার্গান্তরে তু কামত্যাগযত্নবতামপি প্রমাদঃ স্যাদিত্যাহ—যুঞ্জানানামিতি। সমাদধানানাং ক্রমাত্তু দৃশনিষ্ঠাজনকস্য ভক্তিমাত্রস্যাভাবাদেব ন ক্ষীণা বিষয়াদিবাসনা যস্য তৎ॥ জী০ ৬০ ॥

৬০। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** অন্য সাধনপথে কিন্তু কামত্যাগে যত্নবান জনদেরও প্রমাদ অর্থাৎ বিষয় আসক্তি থেকেই যায়। এই আশয়ে বলা হচ্ছে—**যুঞ্জানানাম্ ইতি**—যোগী ও জ্ঞানিদের ক্রমানুসারে তাদৃশ নিষ্ঠাজনক ভক্তিমাত্রের অভাব হেতুই বিষয় বাসনা ক্ষীণ হয় না। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—উপর্যুক্ত উক্তির ব্যতিরেকে যে দোষ আসে, তা বলা হচ্ছে—যুঞ্জানানাম্ ইত্যাদি। অভক্তদের প্রাণায়ামাদি দ্বারা মন, যোগাভ্যাসকারিদেরও অক্ষীণ বাসন মন পুনরায় বিষয়ে আসক্ত হতে দেখা যায়। কিন্তু আমার ভক্তদের মন আমাতে মগ্ন হয়ে যাওয়ায় পুনরায় ওখান থেকে আর উঠে আসতে পারে না] ॥ জী০ ৬০ ॥

৬০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** অন্যোপাসকানান্তু প্রমাদো ভবত্যেবেত্যাহ,—যুঞ্জানানামিতি। অভক্তানাং মদ্ভক্তভিন্নানাং যোগীনাং জ্ঞানিনাঞ্চেত্যর্থঃ। প্রাণায়াম-শম-দমাদিভিঃ। উত্থিতং বিষয়াভিমুখং ভবতি ॥ বি০ ৬০ ॥

৬০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অন্য উপাসকদের কিন্তু প্রমাদো অর্থাৎ বিষয়-আসক্তি হয়ই, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যুঞ্জানানামিতি। **অভক্তানাং**—আমার ভক্ত থেকে ভিন্ন যোগিদেরও জ্ঞানিদের মন প্রাণায়ান-শম-দমাদি সাধনে পুররায় **উত্থিতং**-ধিষয়াভিমুখী হতে দেখা যায়॥ বি০ ৬০ ॥

বিচরস্ব মহীং কামং ময্যাবেশিতমানসঃ।
অস্ত্বেবং নিত্যদা তুভ্যং ভক্তির্ম্ময্যনপায়িনী ॥ ৬১ ॥

ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতো জন্তূন্ ন্যবধীর্মৃগয়াদিভিঃ।
সমাহিতস্তৎ তপসা জহ্যঘং মদুপাশ্রিতঃ ॥ ৬২ ॥

৬১। **অন্বয় ঃ** [ত্বং] ময়ি আবেশিত-মানস্কঃ সন্ মহীং কামং (যথেচ্ছং) বিচরস্ব (বিহর) ময়ি তুভ্যং (তব) ময়ি এবং (এতাদৃশী) অনপায়িনী (কৈবল্য নিরপেক্ষিণী) ভক্তিঃ নিত্যদা (সদা) অস্তু।

৬১। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজন্! তুমি আমাতে আবেশিতমনা হয়ে যথেচ্ছ পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াও। আমাতে তোমার এতাদৃশী কৈবল্য নিরপেক্ষিণী ভক্তি সদা বিরাজিত থাকুক।

৬২। **অন্বয় ঃ** [হে রাজন্ ত্বং] ক্ষাত্রধর্ম্মস্থিতঃ (ক্ষত্রিয় ধর্ম্মে অবস্থিতঃ সন্) মৃগয়াদিভিঃ জন্তূন্ (জীবান্) অবধীঃ (বিনাশিতবান্) সমাহিতঃ (কৃতচিত্তস্থৈর্য্যঃ) মদপাশ্রয়ঃ (মদাশ্রয়গতঃ) তপসা (ময়ি চিত্তৈকাগ্র্যেণ) [তৎ] অঘং (মূর্চ্ছতাং তাদৃশ বাসনাম্) জহি (বিনাশয়)।

৬২। **মূলানুবাদ ঃ** হে রাজন্! তুমি ক্ষত্রিয় ধর্মে অবস্থিত হয়ে মৃগয়া ও যুদ্ধাদিতে বহু জীব হত্যা করেছ, কাজেই এখন চিত্ত স্থির করত আমার শরণাগত হয়ে আমাতে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সেই মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকা তাদৃশ বাসনা বিনাশ কর।

৬১। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকা ঃ** ইতঃপরং কৃতকৃত্য এব ত্বমিত্যাহ—বিচরস্বেতি, ময্যাবেশিতমানসস্ত্বং কামং যথেষ্টং বিচরস্ব বিহর, যতঃ অস্ত্বেবেতি পাঠে যথাস্তি, তথাবাস্তিত্যর্থঃ ॥জী০ ৬১॥

৬১। **শ্রীজীব বৈ. তো. টীকানুবাদ ঃ** অতঃপর তোমার পক্ষে বিহিত কর্ম কি, তাই বলা হচ্ছে—**বিচরাস্বেতি**—আমাতে আবেশিতমনা তুমি **কামঃ**—ইচ্ছানুরূপ **বিচরস্ব**—ঘুরে বেড়াও। **অস্ত্বেবং** [অস্তু+এবং অনপায়িনী ভক্তিঃ] এখন যেমন অনপায়িনী ভক্তি আছে, তথাই থাকুক। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ—সুতরাং তোমার দ্বারা যা অভিলষিত, তাই হোক। এই আশয়ে বলা হচ্ছে,—অস্ত্বেবমিত্যাদি। **ভক্তির্ম্ময্যনপায়িনী**—'অনপায়িনী' কৈবল্য অর্থাৎ জ্ঞানীদের মোক্ষ নিরপেক্ষিণী আমাতে ভক্তি।] ॥ জী০ ৬১ ॥

৬১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** তুভ্যমিতি পূর্ব্বমধুনাপি বিশেষতো দত্তৈব ॥ বি০ ৬১ ॥

৬১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** **তুভ্যম্মিতি**—তোমার প্রতি বিষয়বাসনা শূণ্যা ভক্তি পূর্বেও দেওয়া ছিল এখনও আবার বিশেষভাবে দেওয়া হল ॥ বি০ ৬১ ॥

জন্মন্যনন্তরে রাজন্ সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ।
ভূত্বা দ্বিজবরস্ত্বং বৈ মামুপৈষ্যসি কেবলম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে
পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে
মুচুকুন্দ-স্তুতির্নাম একপঞ্চাশত্তমঃ অধ্যায়ঃ।

৬৩। **অন্বয়ঃ** হে রাজন্! অনন্তরে (অব্যবহিতে) জন্মনি সর্ব্বভূত সুহৃত্তমঃ ত্বং দ্বিজবরঃ (পরমাদরণীয়ো বিপ্রঃ) ভূত্বা মাং বৈ (মামেব) কেবলম্ (ন তু মদ্বিভূত্যাদিকং) উপৈষ্যসি (সামীপ্যেন প্রাপ্স্যসি)।

৬৩। **মূলানুবাদঃ** হে রাজন্! অব্যবহিত জন্মে সর্বভূত সুহৃত্তম তুমি পরমাদরণীয় বিপ্র হয়ে কেবলমাত্র তোমার অভীষ্ট আমাকেই সমীপে পাবে, (তোমার অনভীষ্ট জ্ঞানৈশ্বর্য প্রভৃতি পাবে না কিন্তু)।

৬২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকা ঃ** ক্ষাত্রেতি তৈরবতারিতং, তত্র ভীষয়ন্নিতি সহজ-সৌশীল্যেন তদ্গুণমনূদ্য পুনরতিকারুণ্যাৎ স্বস্মিন্ তস্য প্রেম-বিশেষসম্পাদকোৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং কালবিলম্ব-নেনেতি ভাবঃ। আনুষঙ্গিকং প্রয়োজনমাহ—লোকসংগ্রহ ইতি। অত্র ভীষয়ন্নিত্যার্ষ ইব প্রয়োগ আর্ষানুগামিত্বা দিতি জ্ঞেয়ম্ : যদ্বা, তদর্থমেব কৃত্যশেষাভাসং প্রদর্শয়ন্নাহ—ক্ষাত্রেতি। তপসা ময়ি চিত্তৈকাগ্র্যেণ অঘং মূর্চ্ছিতাং তাদৃশবাসনাম্ ॥ জী° ৬২ ॥

৬২। **শ্রীজীব বৈ০ তো০ টীকানুবাদ ঃ** [ক্ষাত্র ইতি এর ব্যাখ্যা শ্রীস্বামিপাদের দ্বারা অবতারিত হয়েছে, যথা—ভীষয়ন্ অর্থাৎ ভয় দেখিয়ে **তপসা**-তপস্যায় লোক সংগ্রহে প্রবর্ত্তিত করা হয়েছে]—টীকার 'ভীষয়ন্' শব্দের অর্থ— নিজের সহজ সৌশীল্যে শ্রীভগবান্ মুচকুন্দের গুণ উঠিয়ে না ধরে আবার অতি কারুণ্য হেতু নিজেতে তার প্রেমবিশেষ-সম্পাদক-উৎকণ্ঠা বর্ধনের জন্য কালবিলম্বের প্রয়োজনে (লোকসংগ্রহে প্রবর্তিত করা হয়েছে)। লোকসংগ্রহ আনুষঙ্গিক প্রয়োজন।

অথবা, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধির জন্য কৃত্যের শেষ-আভাস দেখাতে গিয়ে বলা হল—ক্ষাত্র ইতি। **তপসা**-আমাতে চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা **অঘং**—মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকা তাদৃশ বাসনা পরিত্যাগ কর॥ জী° ৬২ ॥

৬২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** হা হা অতঃ পরমপি মাং স্বসঙ্গাদ্বিযোজয়িতুমিচ্ছামি মৈবং মৈবমিতি। তস্যমহোৎকণ্ঠামালক্ষ্য ভগবতা বিচারিতম্। অয়মস্মিন্নবতারে স্বসঙ্গে নেতুমনর্হঃ।

মদীয়-লীলাপরিকরা হি দ্বাপরান্তর্ভবা উদ্ধবাক্রূরাদয়ো যুধিষ্ঠিরার্জ্জুনাদয়শ্চ ইমমেতন্মন্বন্তর প্রথমসময়-ভবমতিপ্রাচীনং দৃষ্ট্বা অহো কোঽয়মতিদীর্ঘতমোঽতিস্থূলতমোঽস্মদননুরূপো মানুষ ইত্যুক্ত্বা হসিষ্যন্তি তথা সংপ্রত্যেব জরাসন্ধাৎ পলায়নলীলায়াং তথাগ্রিমাসু রুক্মিণীহরণাদিলীলাসু জরাসন্ধাদিভিঃ শাল্বাদি-ভিশ্চ সংগ্রামে নায়ং মৎসঙ্গানুরূপো ভবিতুমর্হতি। অয়ং হি তান্ মদ্বিপক্ষান্মশকানিব করতলা-ভ্যামেব ঘৃষ্ট্বা বধিষ্যন্তীত্যত ইমং স্বসঙ্গাদ্বিয়োজয়িতুং কাং যুক্তিং করোমীতি বিচিন্ত্য কেবলমলীকোক্তি-ময়ং তৎপ্রত্যায়কং কিমপ্যাহ,—ক্ষাত্রেতি॥ বি° ৬২ ॥

৬২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** মুচুকুন্দ যেন ভাবছেন, হা হা অতঃপর আমাকে স্বসঙ্গ থেকে পৃথক করতে ইচ্ছা করছেন কি ? না না এরূপ করবেন না, করবেন না—তাঁর এরূপ মহা উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করে ভগবান্ বিচার করছেন. এই অবতারে একে নিজসঙ্গে নেওয়া ঠিক হবে না। আমার লীলা পরিকরগণ দ্বাপরান্তে আবির্ভূত উদ্ধব-অক্রূরাদি ও যুধিষ্ঠির অর্জুনাদি এই মন্বন্তরে প্রথম সময়ে জাত অতি প্রাচীন একে দেখে, অহো কে এই অতি দীর্ঘ—অতি স্থূলতম আমাদের থেকে ভিন্নরূপ মানুষ, এইরূপ বলে হাসাহাসি করবে। তথা সম্প্রতিই জরাসন্ধ থেকে পলায়ণ লীলায় তথা সামনের রুক্মিণীহরণাদি লীলায়, জরাসন্ধাদির সহিত ও শাল্বাদির সহিত সংগ্রামে এ আমার সঙ্গানুরূপ হওয়ার যোগ্য নয়। এতো তাদিকে আমার বিপক্ষ মশার মত দুই করতলে পিষেই বধ করে ফেলবে। অতএব একে আমার সঙ্গ থেকে পৃথক করে দিতে কি যুক্তি করি, এরূপ চিন্তায় পরে কেবল অলীক উক্তিময় মুচুকুন্দের প্রতারক কিছু একটা বলে দিলেন—ক্ষাত্রধর্মস্থিতো॥ বি° ৬২ ॥

৬৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** তথৈবাহ—জন্মনীতি, উত্তরপক্ষে তথৈব প্রারব্ধাদিতি ভাবঃ। ত্বদভীষ্টং মামেব কেবলং, ন তু ত্বদনভীষ্টং বিভূত্যাদিকমপি উপ সামীপ্যে নৈষ্যসি প্রাপ্স্যসি, সাক্ষাদ্বিচিত্রমৎপরিচর্য্যাং করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ জী° ৬৩ ॥

৬৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** মুচুকুন্দ যদি বলেন আপনার সঙ্গী কবে হব, এরই উত্তরে কৃষ্ণ বলছেন, **অন্যথানন্তরে**—প্রারব্ধ বশেই সন্নিহিত পরের জন্মের কথা বলা হল। তোমার অভীষ্ট আমাকেই কেবল পাবে। তোমার অনভীষ্ট জ্ঞানৈশ্বর্য প্রভৃতি পাবে না কিন্তু। **উপৈষ্যসি**—'উপ' সমীপে পাবে। সাক্ষাৎ বিচিত্র পরিচর্যা করবে ॥ জী° ৬৩ ॥

৬৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** নন্বু তর্হি ত্বৎসঙ্গী কদা ভবিষ্যামীত্যত আহ,—জন্মনীতি। অয়মর্থঃ। অতঃ পরং দেহান্তে ত্বং মদ্ধাম বৈকুণ্ঠং যাস্যস্যেব স্ববৈরিভ্যোঽপ্যস্মিন্নবতারে মোক্ষং বৈকুণ্ঠবাসঞ্চ দদামি কিং পুনস্তভ্যং পরমভক্তায়। কিন্তবতারান্তরে ত্বাং স্বসঙ্গিনং লীলাপরিকরঞ্চ করিষ্যামি যদা ত্বাং স্বঞ্চ তুল্যকাল এবাবির্ভাবয়িষ্যামীতি। অনন্তরে জন্মনি মম চ তব চেত্যর্থঃ

সর্ব্বভূতানামুপকারকত্বাৎ যথাযোগং বিদ্যাপ্রদানাচ্চ সুহৃত্তমঃ। দ্বিজবরঃ পরমাদরণীয়ো বিপ্রো ভূত্বা মাং কেবলং বৈরাগ্যত্বান্নিষ্পরিগ্রহমুপৈষ্যসি মৎসঙ্গে এব স্থাস্যসীত্যর্থঃ॥ বি° ৬৩ ॥

৬৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** পূর্বপক্ষ, আচ্ছা তা হলে আপনার সঙ্গী কবে হব, এরই উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, জন্মনীতি। এই শ্লোকের অর্থ—অতঃপর দেহান্তে তুমি আমার ঐশ্বর্য-ধাম বৈকুণ্ঠে যাবে, মোক্ষ ও বৈকুণ্ঠবাস দিব। **পরমভক্ত** তোমার পক্ষে আর এমন কি? কিন্তু অন্য অবতারে তোমাকে স্বসঙ্গী ও লীলাপরিকর করব, যখন তোমাকে ও নিজেকে একই সময়েই আবির্ভূত করাব, এর সন্নিহিত জন্মেই। **সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ**—জীবের উপকার করা হেতু ও যথোপযুক্ত তত্ত্বজ্ঞান প্রদান হেতু সুহৃত্তম। **দ্বিজবরঃ**—পরম আদরণীয় বিপ্র হয়ে আমাকে **কেবলং**—বৈরাগ্য হেতু পরের দানাদি নেওয়া থেকে বিরত হয়ে **উপৈষ্যসি**—আমার সঙ্গেই থাকবে।

[শ্রীবলদেব—কতদিনে আপনাকে পাব! এর উত্তরে, এই জন্মের পরের জন্মে পাবে। রাজন্! **হে দ্বিজ**!—হে ক্ষত্রিয়! আমার বিরহ অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে উচ্ছলিত প্রেমে **বরঃ**—শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করত দেহান্তে আমাকে পাবে]॥ বি° ৬৩ ॥

শ্রীরাধাচরণনূপুরে কৃষ্ণ কৃষ্ণবাদনেচ্ছু দীনমণি কৃত
দশমে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

—:: × ::—